শ্রীশ্রীদুর্গা।
শরণং

18296875.1.

ভারত অষ্টাদশপর্ব্ব।

অর্থাৎ

ভা, বন, বিরাট, উদ্‌যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,
, গদা, সৌপ্তিক, ঐষিক, নারী, শান্তি,
অশ্বমেধ, আশ্রমিক, মুষল,
স্বর্গারোহণ।

তদ্ভাষা।

ম দাস মহানুভব কর্ত্তৃক পয়ারাদি বিবিধছন্দে
বিরচিত।

2932

প্রকাশক
শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

তা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নম্বর ভবন।
সন ১২৮২ সাল তারিখ ১৬ শ্রাবণ।
ইংরাজী ১৮৭৫ সাল
৩১ জুলাই।

আদিপর্ব্ব।

সৌতির নিকটে শনকাদি ঋষির ভৃগুবংশ বিবরণ প্রশ্ন ১
জরৎকারু উপাখ্যান ৩
জরৎকারু পাণি গ্রহণ ৪
গরুড়াদি নাগগণের উৎপত্তির বর এবং অরুণের জন্ম ঐ
সমুদ্র মন্থন কথারম্ভ ৫
নারদের কৈলাসে গমন ও সমুদ্র মন্থন সংবাদ মহাদেবকে দেন ৭
মহাদেবের সমুদ্র মন্থন স্থানে আগমন ৮
মহাদেবের প্রতি দেবগণের স্তুতি ঐ
শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী রূপ ধারণ ১০
গরুড়ের জন্ম ১৩
সূর্য্যরথে অরুণের স্থাপন ১৪
ইন্দ্রের প্রতি বালখিল্যাদির শাপ ১৭
নাগরাজের তপস্যা ১৯
রাজা পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ ২১
পরীক্ষিতের নিকটে তক্ষকের আগমন ২২
জরৎকারু মুনির জরৎকারী ত্যাগ ২৪
আস্তিকের জন্ম ২৫
সন্দীপন মুনির উপাখ্যান ২৬
উতঙ্ক দ্বিজের উপাখ্যান ২৭
জন্মেজয়ের যজ্ঞের মন্ত্রণা ২৯
জন্মেজয়ের যজ্ঞারম্ভ ৩০
যজ্ঞস্থানে আস্তিকের আগমন ৩১
আস্তিক কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞ নিবারণ ঐ
জন্মেজয়ের ধর্ম্ম হিংসা ৩১
জন্মেজয়ের নিকটে ব্যাসের আগমন ৩৩
জন্মেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ ৩৪
জন্মেজয়কে ভারত শ্রবণে ব্যাসের আদেশ ঐ
বৈশম্পায়ন মুনির শ্রীমহাভারতারম্ভ ৩৫
শকুন্তলা উপাখ্যান ৩৮
দুষ্যন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহ ৪০
শুক্র স্থানে কচের মন্ত্র গ্রহণ ৪৩
কচ ও দেবযানীর পরস্পর অভিশাপ ৪৪
দেবযানীর কূপে পতিত ৪৫
যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ ৪৮
যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপ ৫০
যযাতির যৌবন প্রাপ্তি ৫১
যযাতি রাজার স্বর্গে গমন ৫১
চন্দ্রবংশ বিস্তার কথন ৫৫
শান্তনুর সহিত গঙ্গার সাক্ষাৎ ৫৬
শান্তনুরাজার গৃহে গঙ্গার স্থিতি ৫৮
শান্তনু দেবব্রতকে রাজা করেন ৫৯
মৎস্যগন্ধার জন্ম কথন ৬১
শান্তনু রাজার সত্যবতী প্রাপ্তি ৬৩
মাণ্ডব্য মুনির শূলের বিবরণ ৬৮
দুর্য্যোধনাদির জন্ম কথন ৭২
ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করিতে কহেন ৭৩
পাণ্ডুরাজার প্রতি মৃগঋষির অভিশাপ ৭৪
কুন্তীপ্রতি পাণ্ডুর পুত্র জন্মাইতে আদেশ ৭৬
যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম কথন ৭৮
মাদ্রী প্রতি কুন্তীর মন্ত্র প্রদান ৭৯
পাণ্ডুর রাজার মৃত্যু ৮০
সত্যবতীর বনে গমন ৮২
কুরু বালকাদির জলক্রীড়া ৮৩
কুরু বালকদিগের অস্ত্রশিক্ষা ৮৫
দ্রোণাচার্য্যে উৎপত্তি ৮৬
হস্তিনায় দ্রোণাচার্য্যের আগমন ৮৭
কুরুবালকদিগের দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রশিক্ষা ৮৯
কুরুবালকগণের অস্ত্র পরীক্ষা ৯২
রঙ্গভূমি স্থলে কর্ণের আগমন ৯৩
দ্রোণাচার্য্যের দক্ষিণা প্রার্থনা ৯৫
পাণ্ডবদিগের বারণাবতে গমন ১০
বস্তুগৃহ দাহ ১০৩
পাণ্ডবের নিকটে হিড়িম্বার আগমন ১০৫
হিড়িম্ব রাক্ষস বধ ১০৭
পঞ্চালনগরে যুধিষ্ঠিরাদির স্থিতি ১০৯
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ১১৪
স্বয়ম্বর স্থান নির্ম্মিত ১২৫
দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা ১২৭
রাজাগণের লক্ষ বিদ্ধিতে গমন ১২৮
ভানুমতীর স্বয়ম্বর ১২৯
শ্রীকৃষ্ণ বলরামের কথোপকথন ১৩০
অর্জ্জুনের লক্ষ বিদ্ধিতে আগমন ১৩৪
অর্জ্জুনের লক্ষ বিদ্ধকরণ ১৩৫
অর্জ্জুনের সহিত রাজাগণের যুদ্ধেপ্রবর্ত্ত ১৩৭
অর্জ্জুন রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ১৩৯
কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ১৪১
যুদ্ধে বিমুখ হইয়া রাজাদিগের পলায়ন ১৪২
পঞ্চাল হইতে কুরুগণের প্রস্থান ১৪৩
নগর রক্ষার্থে দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি ১৪৪

অর্জ্জুনের যুদ্ধে জয়ী ও দ্রৌপদীপ্রা[illegible] [illegible]
কুম্ভকার লয়ে কৃষ্ণ বলরামের আগমন ১৪৭
দ্রৌপদী হেতু দ্রুপদের বিষাদ ঐ
যুধিষ্ঠির প্রতি দ্রুপদের পরিচয় লওন ১৪৮
দ্রৌপদীর বিবাহ হেতু মুনিদিগের গমন ১৫০
কেতকীর পূর্ব্বের বিবরণ কথন ১৫৩
পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ ১৫৫
দুর্য্যোধনাদির স্বদেশে গমন ১৫৬
হস্তিনায় পাণ্ডব আনিতে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি ১৫৭
পাণ্ডবদিগকে আনিতে বিদুরের পঞ্চালে গমন ১৫৯
দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর ব্যবহার নির্ণয় ১৬০
পারিজাত হরণ বিবরণ ১৬৭
সত্যভামার অভিমান ১৬৮
শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রালয়ে গমন ও যুদ্ধ ১৭০
সত্যভামার প্রতি ইন্দ্রের স্তব ১৭৩
সত্যভামার ব্রতারম্ভ ১৭৪
সত্যভামা নারদকে কৃষ্ণধন দান দেন ঐ
কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ নাম বড় ১৭৪
সুভদ্রা অর্জ্জুনে গন্ধর্ব্ব বিবাহ ১৭৬
সুভদ্রার বিবাহের কথোপকথন ১৭৮
দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর ১৭৯
[illegible] শ্রীকৃষ্ণকে শাম্বের সম্বাদ দেন ১৮০
সুভদ্রা বিবাহ দুর্য্যোধনের দ্বারকাগমন ১৮২
অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ ১৮৪
অর্জ্জুনের সহিত যদু সৈন্যের যুদ্ধ ১৮৫
দূতের সহিত বলরামের কথোপকথন ১৮৬
দুর্য্যোধনের হস্তিনায় পুনরাগমন ১৮৭
পাণ্ডব বন দাহন ১৮৮
ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ১৯১
নন্দপাল দ্বিজের উপাখ্যান ১৯৪
সুভদ্রা অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ১৯৫
আদিপর্ব্ব সমাপ্ত ১৯৬

সভাপর্ব্ব।

ময়দানব কর্ত্তৃক সভা নির্ম্মাণ ১৯৭
নারদ কর্ত্তৃক সভা বর্ণন ১৯৯
নারদ যুধিষ্ঠির সভায় প্রসঙ্গ ২০০
শ্রীকৃষ্ণকে আনিতে দূত প্রেরণ ২০২
গোবিন্দ ও যুধিষ্ঠীরে কথা ২০৩
মগধ রাজ্যে ভীমার্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা ২০৫
জরাসন্ধ সহিত ভীমের যুদ্ধ ২০৭
[illegible] জরাসন্ধ বধ ২০৮
[illegible]র্জ্জুনের দিগ্বিজয় ২০৯
ভীমের ও সহদেব বর দিগ্বিজয় ২১২
নকুলের দিগ্বিজয় ২১৪
রাজা যুধিষ্ঠীরের যজ্ঞে গমন ২১৫
ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ঐ
রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ ও যজ্ঞারম্ভ ২১৬,২১৭
নিমন্ত্রণ করিতে যাত্রা ২১৯
পাতালে পার্থের যাত্রা ২২১
দ্রুপদ রাজার আগমন ২২৩
বিভীষণের আগমন ২২৫
সর্ব্বলোক মূর্চ্ছা ২৩২ শিশুপাল বধ ২৩৪
যজ্ঞ অন্তে সকলের স্বদেশে গমন ২৪০
পাশা খেলাইবার মন্ত্রণা ২৪৩
পাশাতে যুধিষ্ঠীর সর্ব্বস্ব হারেন ২৪৬
পঞ্চ পাণ্ডবকে সভাতলস্থ করণ ২৪৯
কুরু সভায় দ্রৌপদীকে আনয়ন ২৫০
সভাজন প্রতি কর্ণের উত্তর ২৫৩
দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি ২৫৪
দুঃশাসনের রক্তপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা ২২৫
দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা ২৫৭
দ্রৌপীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বরদান ২৫৮
যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মোচন ১৫৯
পাণ্ডবগণের নিজ রাজ্যে গমন ২৬০
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে দুর্য্যোধনাদির বিষাদ ঐ
পুনঃ পাশা খেলারম্ভ ২৬১
কৌরব বধে পাণ্ডবাদির প্রতিজ্ঞা ২৬২
পাণ্ডবাদির বনে গমন ২৬৩
দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিষাদ ২৬৪
পাণ্ডব জন্য প্রজাবর্গের ক্রন্দন ২৬৫
কুরু সভায় নারদ ঋষির আগমন ২৬৬
সভাপর্ব্ব সমাপ্ত ১৬৭

বনপর্ব্ব।

পাণ্ডবদের বনবাসে প্রজালোকের খেদ ও সূর্য্য হইতে বরলাভ ২৬৯
ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠির নিকটে কাম্যবনে গমন ২৭১
ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিদুরের পুনঃ মিলন ও ব্যাসদেবের হিতোপদেশ ২৭২
কির্ম্মির বধোপাখ্যান ২৭০
কাম্যবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাজাদিগের গমন ও কথোপকথন ২৭৬

সূচীপত্র।

শাল্ব দৈত্যের সহিত কামদেবের যুদ্ধ ২৭৭
শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে শাল্ব দৈত্য বধ ২৭৯
শ্রীবৎ রাজার উপাখ্যান ২৮১
শ্রীবৎস রাজার প্রতি শনির কোপ ২৮২
শ্রীবৎসরাজা ও চিন্তা রাণীর বনে গমন "
শ্রীবৎস প্রতি শনির প্রত্যাদেশ কথন ২৮৬
শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়ালয়ে স্থিতি "
শ্রীবৎসের রোদন এবং চিন্তার অন্বেষণ ২৮৯
শ্রীবৎসের সুরভী আশ্রমে স্থিতি ২৯০
শ্রীবৎস রাজার মালিনী আলয়ে স্থিতি ২৯১
শ্রীবৎস রাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ ২৯২
শ্রীবৎস রাজার সহিত চিন্তার মিলন ২৯৪
শ্রীবৎ রাজার শনি ত্যাগ এবং বরদান ২৯৬
শ্রীবৎসের দুই ভার্য্যা স্ব রাজ্যে গমন ২৯৭
যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর পরস্পর কথা ২৯৯
যুধিষ্ঠির প্রতি দ্রৌপদীর পুনরুক্তি ৩০১
যুধিষ্ঠিরপ্রতি ভীমের আক্ষেপোক্তি ৩০২
ভীম প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ বাক্য "
অর্জ্জুন শিবারাধনার্থে হিমালয় গমন ৩০৪
কিরাতরূপ হরপার্ব্বতীর অর্জ্জুন নিকট আগমন ৩০৫
অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন ৩০৭
উর্ব্বশীর নৃত্য আরম্ভ ৩০৮
অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশীর শাপ "
স্বর্গে অর্জ্জুনের অস্ত্র শিক্ষা ৩০৯
সঞ্জয় মুখে পাণ্ডবের বিক্রম শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ৩১০
অর্জ্জুন নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ ৩১১
নলরাজার উপাখ্যান ৩১২
দময়ন্তীর স্বয়ম্বর ৩১৩
নল দময়ন্তীর বিবাহ ৩১৫
নলের শরীরে কলি প্রবেশ "
নলের বনে গমন ও দময়ন্তী ত্যাগ ৩১৬
দময়ন্তীর সুবাহু নগরে স্থিতি ৩১৮
কর্কটনাগেরদংশনে নলের বিকৃত্যাকার ৩২১
অযোধ্যানগরে নল রাজার স্থিতি "
দময়ন্তীর পিত্রালয়েগমনও নলেরউদ্দেশ ৩২২
ঋতুপর্ণ রাজার বিদর্ভ দেশে গমন এবং নলের কলি ত্যাগ ৩২৩
ঋতুপর্ণ নলের বিদর্ভ দেশে আগমন ৩২৫
নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন ৩২৭
ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশে গমন ও নলের পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্তি ৩২৮
রাজাযুধিষ্ঠিরের নিকট নারদের গমন ৩২৯
নারদের স্থানে যুধিষ্ঠিরের তীর্থ স্নানের ফল শ্রবণ "
ক্ষেত্র তীর্থের মাহাত্ম্য ৩৩০
ইন্দ্রাদেশে লোমশ মুনির কাম্যবনে আগমন ৩৩১
যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্যোপখ্যান ৩৩৩
অগস্ত্যবিবরণ এবং বিন্ধ্যগিরিরদর্পচূর্ণ ৩৩৪
বৃত্রাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ৩৩৫
অগস্ত্য মুনির সমুদ্রপান এবং দেবগণের যুদ্ধ অসুরদিগের নিধন ৩৩৬
সগর বংশেপেখ্যান এবং কপিলের শাপে সগর সন্তান ভস্ম ৩৩৭
গঙ্গার আগমন ও সগরসন্তান উদ্ধার ৩৩৯
রামায়ণ বর্ণন ৩৪০
ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন ও হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ "
ভীমের সহিত রক্ষকগণের যুদ্ধ ৩৪৩
ভীমান্বেষণেযুধিষ্ঠীরের যাত্রা ৩৪৫
জটাসুর বধ এবং পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রমে যাত্রা ৩৪৬
যুধিষ্ঠিরের বদরিকাশ্রম হইতে ধবল পর্ব্বতে গমন ৩৪৭
ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্ত স্বর্গদর্শনেযাত্রা ৩৪৮
নিবাতকবচ দৈত্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও দৈত্যের সবংশে নিধন ৩৫০
অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষা ও মর্ত্ত্যে আগমন ৩৫২
অর্জ্জুনের গমনাবধি আগমন পর্য্যন্ত সর্ব্ব সম্বাদ যুধিষ্ঠীরের শ্রবণ ৩৫৩
যুধিষ্ঠিরের নিকটে ইন্দ্রাদির আগমন ৩৬৫
যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ সহ কাম্যবনে যাত্রা ৩৫৫
দুর্য্যোধনের পরিবার সহিত প্রভাস তীর্থে যাত্রা ৩৫৭
দুর্য্যোধনের সৈন্য দর্শনে ভীম অর্জ্জুনের রণসজ্জাতে যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা ৩৫৯
দুর্য্যোধনের সৈন্যের সহিত চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ ৩৬১
চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধে জয় এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের বন্ধন ৩৬৩
ধর্ম্মাজ্ঞায় ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধে যাত্রা এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের মুক্ত ৩৬৪

সূচীপত্র।

দুর্য্যোধনের সপরিবারে স্বস্থানে যাত্রা ৩৬৬
হস্তিনায় সশিষ্যে দুর্ব্বাস মুনির আগমন ৩৬৭
কাম্যবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্ব্বাস মুনির আগমন ৩৭০
যুধিষ্ঠিরের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ৩৭২
দুর্য্যোধনের মনে দুঃখ শ্রবণে কর্ণের প্রবোধ বাক্য ৩৭৬
দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণে যাত্রা ৩৭৮
দ্রৌপদী হরণ ও ভীম হস্তে জয়দ্রথের অপমান ৩৮০
জয়দ্রথের শিবারাধনায় যাত্রা ৩৮২
হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন ৩৮৪
যুধিষ্ঠিরের নিকটে মার্কণ্ডেয়মুনির আগমন "
জয় বিজয়ের অভিশাপ এবং হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর জন্ম ও হিরণ্যাক্ষবধ ৩৮৬
প্রহ্লাদ চরিত্র ৩৮৮
নৃসিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু নিধন ৩৯০
রাবণ কুম্ভকর্ণের জন্ম ৩৯১
শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম ও শ্রীরামের বিবাহ ৩৯৬
দশরথের মৃত্যু শ্রীরামের পঞ্চবটিস্থিতি ৩৯৬
রাবণের সীতাহরণ ও শ্রীরামের পঞ্চবানরের সহিত মিলন বিবরণ ৩৯৭
শ্রীরামের লঙ্কা প্রবেশ ৩৯৯
রাবণ বধ ৪০০
সাবিত্রী উপাখ্যান ৪০২
সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ ৪০৪
সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকটে সাবিত্রীর বর প্রাপ্তি ৪০৫
সত্যবানের পুনর্জ্জীবন ৪০৮
যুধিষ্ঠিরের কাম্যবন ত্যাগ এবং দ্রৌপদীর অহঙ্কার বিবরণ ৪০৯
অকালে অস্ত্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ ৪১০
যুধিষ্ঠিরের শূরসেন রণে স্থিতি ৪১৩
যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম জানিবার জন্যে ধর্ম্মের ছলনা ও ভীমের জল আনিতে গমন ৪১৪
ভীমের অন্বেষণে অর্জ্জুনের গমন "
ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে নকুলের গমন "
ভীমার্জ্জুন নকুলের অন্বেষণে সহদেবের গমন ৪১৫
ভ্রাতৃগণান্বেষণ যুধিষ্ঠিরের গমন ৪১৬
রাজা যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ ৪১৭
ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের উত্তর ৪১৮
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা "
ধর্ম্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের বরলাভ ও কৃষ্ণা সহ চারি ভ্রাতার পুনর্জ্জীবন ৪১৯
ব্যাস মুনির আগমন এবং অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ "
বনপর্ব্ব সমাপ্ত ৪২০

বিরাটপর্ব্ব।

ব্যাসদেবের বর্ণন ৪২১
পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা "
পাণ্ডবের বিরাট সভায় প্রবেশ ৪২২
বিরাটপুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও রাণীর সহিত কথোপকথন ৪২৬
দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা "
দ্রৌপদীর সহিত সুদেষ্ণার কথোপকথন ৪২৭
শঙ্কর যাত্রা ভীমের মল্লযুদ্ধ ৪২৮
দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ ৪২৯
ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচকবধের মন্ত্রণা ৪৩২
ভীম কর্ত্তৃক কীচক বধ ৪৩৩
কীচকের শবদাহে উনশতভ্রাতার মৃত্যু ৪৩৫
দ্রৌপদীকে দেখিয়া পুরজনের সভয় ৪৩৬
পাণ্ডবান্বেষণার্থ দুর্য্যোধনের প্রেরণ ৪৩৭
গোগ্রহণার্থে সুশর্ম্মা রাজার যাত্রা ৪৩৯
ভীম কর্ত্তৃক সুশর্ম্মার পরাজয় ও বিরাটের বন্ধন মুক্তি ৪৪১
উত্তর গোগৃহে কুরুসৈন্যের গমন ৪৪৩
কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে উত্তরের গমন ৪৪৫
অর্জ্জুনের প্রতি কৌরবদিগের অনুমান ৪৪৬
কৌরবগণের পরস্পর তর্ক ৪৪৭
উত্তরের সহিত অর্জ্জুনের শমীবৃক্ষ নিকটে গমন ৪৪৮
অর্জ্জুনের দশনামের বিশেষ এবং গান্ধারীর সহিত কুন্তীর শিবপূজার বিরোধ ৪৪৯
ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য ৪৫২
অর্জ্জুনের ক্লীবত্বের বিবরণ ৪৫৩
অর্জ্জুনের রণসজ্জা ৪৫৪
কৌরবগণের বাদানুবাদ ৪৫৫
অর্জ্জুনের যুদ্ধে গমন ও গোধন মুক্ত ৪৫৯
কুরু সৈন্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধারম্ভ ৪৬১

কৃপাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ৪৬৪
ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ৪৬৮
দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও কুরু সৈন্য মোহ ৪৬৯
রণস্থলে চামুণ্ডার আগমন ৪৭১
দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদ ও কুরুসৈন্যের নানা দুরাবস্থা ঐ
শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ববেশ ধারণ ৪৭২
বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশাক্রীড়া ৪৭৩
বিরাটের সিংহাসনে যুধিষ্ঠির রাজা হওন ও অজ্ঞাত বাস মোচন পরিচয় ৪৭৬
অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ ৪৭৮
বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত ৪৭৯

উদ্যোগপর্ব্ব।

দুর্য্যোধন প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ ৪৮১
ইন্দ্রের জন্ম ও তৎ কর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও গৌতমের শাপ ৪৮৩
রাজ্য লাভার্থে পাণ্ডবেদের পরামর্শ ও ধৌম্যকে হস্তিনায় প্রেরণ ৪৮৫
কুরু সভাতে ধৌম্যের প্রবেশ ও কুরুদের প্রতি কথন ৪৮৭
বৃক রাজার উপাখ্যান ৪৮৮
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ ৪৯২
বলি ও বামনোপাখ্যান ৪৯৩
অদিতির তপস্যা ও বিষ্ণুর প্রতিস্তব ৪৯৫
ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবদের নিকট সঞ্জয়কে প্রেরণ ৪৯৯
বাতাপি পক্ষীর ইতিহাস ৫০২
দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণে রাজগণের আগমন ও যুদ্ধসজ্জা ৫০৩
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সজ্জা করিতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ও কুরুক্ষেত্র উৎপত্তি ৫০৫
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দুর্য্যোধনের দূত উলুককে প্রেরণ ৫০৮
দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উলুকের গমন ৫১০
উলুকের পুনরায় গমন এবং দুর্য্যোধনের দ্বারকায় গমন ৫১১
নারায়ণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের গমন ৫১৩
অর্জ্জুনের মনোদুঃখে শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ ৫১৪
শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি এবং নমুচি দানবের উপাখ্যান ৫১৬
শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা গমন সংবাদে কুরুদের পরামর্শ ৫১৯
পথে প্রজা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ৫২১
হস্তিনাতে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিত ৫২২
বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের গমন ৫২৩
শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কুন্তীর রোদন এবং বিদুরের স্তব ৫২৪
বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ঐ
কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুনঃগমন ৫২৬
ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সনৎ সুজাতমুনির আগমন ৫৩০
পাণ্ডব সভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও সসৈন্যে পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে গমন ৫৩১
কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্র যাত্রা ৫৩২
বিড়াল তপস্বীর উপাখ্যান ৫৩৩
উলুকের প্রতি পাণ্ডবদের কথা ৫৩৬
কর্ণের জন্ম বিবরণ
উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত ৫৩৮

ভীষ্মপর্ব্ব।

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধসজ্জা ৫৩৯
ভীষ্মের দশ দিন যুদ্ধ প্রতিজ্ঞা এবং অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের যোগ কথন ৫৪২
চতুর্থ দিনের যুদ্ধারম্ভ ৫৫২
যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রুপদ রাজার প্রবোধ ৫৫৩
পঞ্চম দিবসের যুদ্ধারম্ভ ৫৫৫
কর্ণ ও দুর্য্যোধন ও ভীষ্মের মন্ত্রণা ৫৫৯
ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধারম্ভ ৫৬০
যুধিষ্ঠির প্রতি অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কথন ৫৬২
সপ্তম দিনের যুদ্ধারম্ভ ৫৬৪
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক ছলে দুর্য্যোধনের মুকুট আনয়ন ৫৬৬
অষ্টম দিনের যুদ্ধারম্ভ ৫৬৮
নবম দিনের যুদ্ধারম্ভ ৫৭০
ভীষ্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের খেদোক্তি ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত ৫৮০

দ্রোণপর্ব্ব।

দ্রোণকে সেনাপতি করণের মন্ত্রণা ৫৮১
শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবের মন্ত্রণা ৫৮২
দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ৫৮৪
অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনাদির যুদ্ধ ৫৮৫
দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের খেদোক্তি ও

সূচীপত্র।

নারায়ণী সেনার যুদ্ধ ৫৮৮
জয়দ্রথের নিকটে পাণ্ডব পরাভবের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ৫৯০
অভিমন্যুর যুদ্ধারম্ভ ৫৯১
অভিমন্যু বধ ৫৯৩
অভিমন্যু জন্মকথা ৪৯৮
অর্জ্জুনের অমঙ্গল দর্শন ৫৯৯
অভিমন্যু শোকে অর্জ্জুনের বিলাপ ৬০০
অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের শান্ত্বনা ও জয়দ্রথ বধ অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ঐ
জয়দ্রথ বধের বৃত্তান্ত ৬০২
ব্যূহ প্রবেশ পূর্ব্বক কৌরবদের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ ৬০৬
ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক সাত্যকির পরাজয় ৬০৮
ভূরিশ্রবা বধ ৬০৯
ব্যূহ প্রবেশ পূর্ব্বক ভীমের যুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের দশ ভ্রাতার মৃত্যু ঐ
ভীম হস্তে দুর্য্যোধনের ত্রিশভ্রাতারমৃত্যু ৬১২
ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের পঞ্চাশ সহোদরের মৃত্যু ৬১৪
দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন বিনা অষ্ট ভ্রাতার মৃত্যু ও জয়দ্রথ ৬১৫
যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ অর্জ্জুনের পরস্পর কথা ৬১৮
কুরুসৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের সংগ্রাম ও অলম্বুষ বধ ৬২০
কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ বধ ৬২২
কর্ণের নিকটে কপটে ইন্দ্রের কবচ গ্রহণ ৬২৫
দ্রুপদ রাজার মৃত্যু ৬২৬
বৈষ্ণবাস্ত্রের উপাখ্যান ও ভগদত্ত বধ ৬৩০
দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু ৬৩২
ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা ৬৩৪
শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণন ৬৩৫
দ্রোণ পর্ব্ব সমাপ্ত "

কর্ণ পর্ব্ব।

কর্ণকে সেনাপতি করিয়া কৌরবদের যুদ্ধে যাত্রা ৬৩৭
কর্ণের সহিত যুদ্ধে নকুলের পরাভব ৬৩৯
কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠীরের পরাভব ৬৪২
যুধিষ্ঠিরের নিকটে অর্জ্জুনের কর্ণ বধে প্রতিজ্ঞা ৬৪৫
ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান ৬৪৬
অর্জ্জুনের হস্তে কর্ণ পুত্র বৃষসেনের মৃত্যু ৬৪৯
অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণ বধ ৬৫১
কর্ণ পর্ব্ব সমাপ্ত ৬৫৪

শল্যপর্ব্ব।

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শল্য বধ ৬৫৮
উভয় দলে পরস্পর যুদ্ধ ৬৫৯
শকুনি ও দুর্য্যোধনের কথোপকথন "
শকুনি বধের উপক্রমে নানা যুদ্ধ ৬৬০
সহদেব কর্ত্তৃক শকুনি বধ ৬৬২
দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ ৬৬৪
শল্যপর্ব্ব সমাপ্ত ৬৬৬

গদাপর্ব্ব।

সসৈন্যে যুধিষ্ঠীরের হ্রদের নিকট গমন ৬৬৭
দুর্য্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভৎসনা ৬৬৮
বলদেবের তীর্থযাত্রা বিবরণ ৬৭১
বশিষ্ঠ তীর্থ বিবরণ কথন ৬৭৩
সোমতীর্থ প্রভাবে কার্ত্তিকের জন্মকথন ৬৭৫
বদরপাচন তীর্থের কথা ৬৭৬
দেবল তীর্থের বিবরণ কথন ৬৭৮
নমুচি তীর্থ বিবরণ কথন ৬৭৯
বৃদ্ধকন্যা তীর্থের বিবরণ ৬৮১
দাধিচিতীর্থের বিবরণ কথন ৬৮৩
দেবগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব ঐ
দধিচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ ৬৮৪
শমন্তপঞ্চক শ্রমে নারদ বলরামের সংবাদ ৬৮৫
কুরুক্ষেত্রের বিবরণ কথন ৬৮৭
ভীম কর্ত্তক দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ৬৮৮
দুর্য্যোধনের মস্তকে ভীমের পদাঘাত ৬৮৯
গদাপর্ব্ব সমাপ্ত ৬৯২

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

পাণ্ডব নাশার্থে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা ৬৯৩
পাণ্ডব নাশার্থে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা ৬৯৩
শিবির দ্বারে অশ্বত্থামার শিব দর্শন ও শিবপূজা ৬৯৪
অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক শিবের স্তব ৬৯৫
অশ্বত্থামার শিবিরপ্রবেশ ধৃষ্টদ্যুম্নাদিবধ ৬৯৬
হর্ষ বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু ৬৯৭
সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত ৬৯৮

ঐষিক পর্ব্ব।

পঞ্চপুত্র মৃত্যু শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের খেদ ৬৯৯
অশ্বত্থামার মুণ্ডচ্ছেদনার্থে ভীমের যাত্রা ৭০১
অশ্বত্থামার শিরোমণি পাইয়া দ্রৌপদীর সন্তোষ ৭০২ ঐষিক পর্ব্ব সমাপ্ত ৭০৪

নারী পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন প্রতি জন্মেজয়ের প্রশ্ন ৭০৫
শত পুত্র নাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও তাহাকে শান্তনা ঐ
ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ ৭০৭
ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক লৌহ ভীম চূর্ণ করণ ৭১০
গান্ধারীর নিকটে পাণ্ডবদের গমন ও উক্তি প্রত্যুক্তি ৭১২
গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের যুদ্ধস্থলে গমন ও পতি পুত্র মৃত দর্শনে খেদ ৭১৫
মৃত পতি পুত্রাদি দর্শনে স্ত্রীগণের বিলাপ ও কৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ ৭১৭
প্রসঙ্গত জয়দ্রথ বধোপাখ্যান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর মনোদুঃখ ৭১৯
যুধিষ্ঠিরাদিকর্ত্তৃক মৃতস্বজন শরীরসৎকার ৭২৩
হস্তিনাতে গিয়া রাজত্ব গ্রহণার্থ যুধিষ্ঠীরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহ ৭২৫
যুধিষ্ঠির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার পূর্ব্বাপর ইতিহাস কথন ৭২৬
শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস নারদের নানা উপদেশ ও যুধিষ্ঠীরাদির হস্তিনায় গমন ৭২৭
নারী পর্ব্ব সমাপ্ত ৭২৯

শান্তিপর্ব্ব।

যুধিষ্ঠীর প্রতি ব্যাসদেবের উপদেশ ৭৩১
যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট গমন ৭৩৩
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের যোগ কথন ঐ
ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রস্তাবে হরিনামের মাহাত্ম্য ৭৩৫
ভদ্রশীল ও ধনুর্দ্ধ্বজের উপাখ্যান ৭৩৮
পাপ বিশেষে নরক বিশেষ ৭৪২
ধর্ম্মফল কথন ৭৪৪ একাদশী মাহাত্ম ৭৪৫
হরিমন্দির মার্জ্জনের ফল ৭৪৮
দান ধর্ম্ম ফলের কথন ৭৪৯
প্রয়াগ মহাত্ম্যে ব্যাধ ও সুমতির উপাখ্যান বর্ণন ৭৫০
পরশুরামের তীর্থ পর্য্যটন ৭৫৩
গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান ৭৫৬
পঞ্চ প্রেতোপাখ্যান ৭৫৮
শিব চতুর্দ্দশী মাহাত্ম্য ৭৬০
অনন্তব্রতের উপাখ্যান ৭৬৩
চন্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার উপাখ্যান ৭৬৬
চন্দ্রকেতু রাজার মৃত্যু ৭৬৭
নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত মাহাত্ম্য সুবাহু উপাখ্যান ৭৬৮
একাদশী ব্রতোপলক্ষে বজ্রমালীর উপাখ্যান ৭৭০
বিষ্ণু প্রদক্ষিণ প্রভাবে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদ ৭৭৩
সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গোপলক্ষে উতঙ্কাখ্যান ৭৭৪
ব্যাধের প্রতি উতঙ্ক মুনির উপদেশ ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব ৭৭৬
ভীষ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ৭৭৮
ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ ৭৭৯
শান্তি পর্ব্ব সমাপ্ত ৭৮০

অশ্বমেধ পর্ব্ব

যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও ব্যাসদেবের উপদেশ ৭৮১
যুধিষ্ঠীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের গমন ৭৮৫
অশ্ব আনিতে ভীম ও বৃষকেতু এবং মেষবর্ণের যাত্রা ৭৮৭
যুবনাশ্ব রাজার অশ্ব হরণ ৭৮৮
বৃষকেতু ও যুবনাশ্বের যুদ্ধ ৭৮৯
ভীমের রাজ ভবনে গমন ৭৯০
যুবনাশ্ব রাজার হস্তিনা গমন এবং শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন ৭৯৩
শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে যুধিষ্ঠীরের উদ্বেগ ও শ্রীকৃষ্ণের আগমন ৭৯৫
অনুশাল দৈত্যের যুদ্ধ ৭৯৮
অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ ৮০২
নীলধ্বজ রাজার সহিত পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ ৮০৩
জনার পুত্রশোকে ভ্রাতৃগৃহ গমন ৮০৫
জনার দেহ ত্যাগ ও অর্জ্জুনের প্রতি গঙ্গার শাপ ৮০৬
জামাতার অগ্নির বিবরণ ৮০৭
পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্মীর শাপ ও পাষাণ হইতে অশ্বোদ্ধার ৮০৮
ব্রাহ্মণীর পাষাণ হইবার বৃত্তান্ত ৮০৯
হংসধ্বজ রাজার নগরে অশ্ব গমন ও তদুপলক্ষে নানা সংবাদ ৮১০
তপ্ততৈলে সুধন্বাকে নিক্ষেপ ৮১৩
সুধন্বার তৈলপতনে রাজরাণীর শোক ৮১৪
তপ্ততৈল হইতে সুধন্বার উত্থান ও পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ ঐ
সুধন্বার মুণ্ডচ্ছেদ ও প্রয়াগে নিক্ষেপ ৮১৮
সুরথের যুদ্ধে গমন ও পতন ও হংসধ্বজ রাজার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ৮২০

যজ্ঞাশ্বের বাজিরূপ হইবার বিবরণ ১
প্রমীলা দেশে অর্জ্জুনের গমন ৮২৩
বভ্রুবাহনের জননীর স্থানে নিবেদন ৮২৯
বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের মৃত্যু ৮৩০
অর্জ্জুনের জীবন ও মণি আনয়ন ৮৩৩
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বভ্রুবাহনের বিনয় ৮৩৭
মণিস্পর্শে অর্জ্জুনাদির জীবন প্রাপ্তি "
রত্নাবতী পুরে যজ্ঞাশ্বের গমন ও তাম্রধ্বজ রাজার সহিত যুদ্ধ ৮৩৭
তাম্রধ্বজের পিতৃস্থানে রণজয়ী সম্বাদ কথন ও শিখিধ্বজের মহানন্দ ৮৩৯
ব্রাহ্মণবেশে ময়ূরধ্বজ রাজার সভায় কৃষ্ণার্জ্জুনের গমন ৮৪০
সরস্বতীপুরে পাণ্ডবের প্রবেশ ও যমের সহিত যুদ্ধ ৮৪৩
কৌণ্ডিন্যপুরে পাণ্ডবদের প্রবেশ ও চন্দ্রহংস রাজার কথা ৮৪৫
মণিভদ্র রাজার দেশে পাণ্ডবদের গমন ৮৫০
পাণ্ডবদের হস্তিনায় প্রবেশ ও যজ্ঞারম্ভ ৮৫২
অশ্বমেধপর্ব্ব সমাপ্ত ৮৫৩

আশ্রমিক পর্ব্ব।

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিদুরের সহিত কথোপকথন ৮৫৫
ধৃতরাষ্ট্রের বন গমনেচ্ছা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের খেদ ৮৫৮
ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এবং বিদুরের বন যাত্রা শুনিয়া কুন্তীর আগমন ৮৬০
ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের কথোপকথন "
ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর, সঞ্জয়, প্রভৃতির বন যাত্রা ৮৬১
ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে পাণ্ডবের বনে গমন ৮৬৪
বিদুরের দেহত্যাগ ও সকলের বিলাপ এবং ব্যাসদেবের শান্তনা ৮৬৬
ব্যাস আজ্ঞায় স্বর্গ হইতে দুর্য্যোধনাদির আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত সাক্ষাৎ ৮৬৮
যুধিষ্ঠিরাদির গমন ও তপোবনে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী সঞ্জয়ের যজ্ঞাগ্নিতে দাহ ৮৭০
আশ্রমিক পর্ব্ব সমাপ্ত ৮৭১

মুষল পর্ব্ব।

কৃষ্ণবালকদিগের প্রতি মুনিগণের ক্রোধ ৮৭২
যদুকুল উদ্ধারার্থ কৃষ্ণ বলরামের যুক্তি ৮৭৫
সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস গমন ৮৭৭
যদুবালকগণের জলক্রীড়া ঐ
সাত্যকি সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ ৮৭৯
যদুকুল ধ্বংস ও বলদেবের দেহত্যাগ ৮৮১
শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ ও স্বধামে গমন ৮৮৩
অর্জ্জুনের প্রভাসতীরে গমন ও যদুকুল অদর্শনে খেদ ৮৮৪
শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে অর্জ্জুনের বিলাপ ৮৮৫
দৈত্যগণ কর্ত্তৃক যদুপত্নীগণের হরণ ও পাষাণী হইবার বিবরণ ৮৮৬
অর্জ্জুনের হস্তিনা গমন ও যুধিষ্ঠিরের নিকটে দ্বারকার বিবরণ কথন ৮৮৯
রাজা যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ৮৯১
দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান "
প্রজালোকের খেদোক্তি ৮৯২
প্রজালোকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ ৮৯৩
মুষলপর্ব্ব সমাপ্ত ৮৯৪

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

পাণ্ডবদের মেঘনাদ পর্ব্বতে আরোহণ ৮৯৫
দানবেশ্বর শিব দর্শনাদি ৮৯৬
মেঘবর্ণ পর্ব্বতে পাণ্ডবদের ও ভীমের হস্তে ভীষণা রাক্ষসী বধ ৮৯৮
ভদ্রকালী পর্ব্বতে পাণ্ডবদের গমন ও হরি পর্ব্বতে দ্রৌপদীর দেহত্যাগ ৯০০
দ্রৌপদীর শোকে পাণ্ডবদের বিলাপ ৯০২
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের প্রশ্ন ৯০৩
বদরিকাশ্রমে সহদেবের দেহ ত্যাগ ও যুধিষ্ঠিরের শোক ঐ
চন্দ্রকালী পর্ব্বতে নকুলের ও নন্দিঘোষ পর্ব্বতে অর্জ্জুনের দেহত্যাগ ৯০৬
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ৯০৭
সোমেশ্বর পর্ব্বতে ভীমের তনুত্যাগ ও যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ৯০৮
যুধিষ্ঠিরের সহিত বিপ্ররূপী ইন্দ্র কুক্কুর রূপী ধর্ম্মের সংবাদ ৯১০
যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরী গমন ৯১৩
যুধিষ্ঠিরের বৈকুণ্ঠে গমন ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ ৯১৪
যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হেতু শ্বেত দ্বীপে গমন ও স্বজনাদি দর্শন ৯১৫
মহাভারত শ্রবণে রাজা জন্মেজয়ের ব্রহ্ম হত্যা পাপ হইতে মুক্ত ৯১৭
ইতি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব সমাপ্ত ৯১৮

মহাভারত

আদিপর্ব্ব।

BENGAL LIBRARY
22. JUN.

সৌতির নিকটে শনকাদি ঋষির ভৃগুবংশ বিবরণ কথন।

সর্ব্ব শাস্ত্র বীজ হরি নাম দ্বি অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি তাহা বেদে অগোচর॥
প্রণমহ পুস্তক ভারত নামধর।
যার নাম লইলে নিষ্পাপী হয় নর॥
পরাশরসুত মুখে হইল সম্ভব।
অমল কমল দিব্য ত্রৈলোক্য বল্লভ॥
গীতা অর্থ কৈলে তাহে সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
কেশর রচিল তাহে বিবিধ আখ্যান॥
ভারতে সদুক্তি সেই প্রচণ্ড তপনে।
ভারত পঙ্কজ ফুটে যার দরশনে॥
সুজন সুবুদ্ধি লোক হইয়া ষটপদী।
ভারত পঙ্কজ মধু পিয়ে নিরবধি॥
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রকাশ।
কলির কলুষ যত হয়ত বিনাশ॥
ষষ্টি লক্ষ শ্লোক ব্যাস ভারত রচিল।
ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেবলোকে দিল॥
সুরলোকে পড়িল নারদ তপোধন।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করেন শ্রবণ॥
পঞ্চদশ শ্লোক তার পিতৃলোকে শুনে।
দেবগণ আদি তথা করেন পঠনে॥
শুকের পঠনে শুনে গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ।
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দ্দশ লক্ষ॥
লক্ষ শ্লোক প্রচার করিল মর্ত্যপুরে।
সংসার নরক হৈতে উদ্ধারিতে নরে॥
বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের বচনে॥
চারি বেদ যত শাস্ত্র এক ভিত কৈল।
ভারত সহিত মুনি তুলেতে তুলিল॥
ভারত অধিক তেই হইল ভারত।
বিবিধ পুরাণে গ্রন্থ যাহার সম্মত॥
সবার চরিত্র এই ভারত ভিতর।
যাহার শ্রবণে পাপ হীন হয় নর॥
সর্ব্ব শাস্ত্রগণ মধ্যে প্রধান গণন।
দেবগণ মধ্যে যেন দেব নারায়ণ॥
নদ নদীগণ যেন প্রবেশে সাগর।
সকল পুরাণ কথা ভারত ভিতর॥
অনেক কঠোর তপে ব্যাস মহামুনি।
রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারত কাহিনী॥
শ্লোক ছন্দে গ্রন্থ তবে রচিলেন ব্যাসে।
গীত ছন্দে কহি তাহা শুন অনায়াসে॥
সৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে॥
লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি নামধর।
ব্যাস উপদেশে সর্ব্ব শাস্ত্রেতে তৎপর॥
ভ্রমিতেং গেল নৈমিষ কাননে।
সৌনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেই স্থানে॥
মুনিগণে প্রণমিল সুতের নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে দিলেন আসন॥
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণে।
তব তাত সুত ছিল বহু শাস্ত্রজ্ঞানে॥
নানা চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।
সুতগৃহে বহু শাস্ত্র করেছি শ্রবণ॥
তার পুত্র তুমি হে জিজ্ঞাসি তেকারণ।
কি জানহ তুমি বল করিব শ্রবণ॥
ভৃগুবংশ উৎপন্ন হইলা কোনমতে।
বিস্তার করিয়া কহ সবার অগ্রেতে॥
সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগণ।
কহিব বিচিত্র কথা ব্যাসের রচন॥
ব্রহ্মার নন্দন হৈল ভৃগু মহামুনি।
পুলোমা নামেতে কন্যা তাহার গৃহিণী॥
গর্ভবতী পুলোমা রাখিয়া নিজ ঘরে।
ভৃগু মহামুনি গেল স্নান করিবারে॥
হেনকালে তথা আসি দৈত্য ভয়ঙ্কর।
ভৃগুর গৃহিণী দেখে একা শূন্য ঘরে॥
কামেতে পীড়িত চিত্ত নাহি অন্যভয়।
কন্যা দিল ফল মূল কিছু নাহি লয়॥

বলেতে ধরিব বলি বিচারিল মনে।
গৃহে প্রবেশিতে দেখে জ্বলন্ত আগুনে॥
অগ্নিপাশে চাহি বলে দানব দুরন্ত।
কহ বৈশ্বানর তুমি জান আদি অন্ত॥
ইহার জনক পূর্ব্বে বরিলেক মোরে।
বিবাহ না দিয়া মোরে দিলেন ভৃগুরে॥
মিথ্যাবাদী ভৃগু নাহি করিল বিচার।
বিভা করি আনে কন্যা বরণ আমার॥
মিথ্যা না কহিও তুমি কহ সত্যবাণী।
ন্যায়েতে এ কন্যা হয় কাহার গৃহিণী॥
দানবের বোল শুনি অগ্নি হৈল ভীত।
কেমনে কহিব মিথ্যা হইল চিন্তিত॥
সত্য কৈলে কন্যা লইয়া যাইবে দানব।
ভাবিয়া তাহার প্রতি বলে জলোদ্ভব॥
যে কালে ইহার বাপ কহিলেন মোরে।
বিধিমতে বেদমন্ত্রে তোরে নাহি বরে॥
বিধিমতে বিভা কৈল ভৃগু মুনিবর।
ইহার জনক দিল আমার গোচর॥
ন্যায়েতে পুলোমা হৈল ভৃগুর রমণী।
শুনিয়া দানব হৈল জ্বলন্ত আগুনি॥
বলে ধরি কন্যা লয়ে চলিল সত্বর।
ভূমিতে পড়িয়া কন্যা কাঁপে থরহর॥
কান্দয়ে পুলোমা বহু বিলাপ করিয়া।
ধীলকে জন্মিল ক্রোধ গর্ভেতে থাকিয়া॥
দ্বিতীয় সূর্য্যের প্রায় হইল বাহির।
ভস্মরাশি করিল দানব মহাবীর॥
হেনকালে আইল তথায় পদ্মযোনি।
ক্রন্দন নিবৃত্ত কৈল বলি প্রিয়বাণী॥
ক্রন্দনে বহিল অশ্রুজল পুলোমার।
খরতর স্রোতে বহে সে নদী অপার॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইলেন বিধি।
নাম তার দিল বলি বধূবতী নদী॥
বধূকে রাখিয়া গৃহে গেল প্রজাপতি।
পুত্র কোলে করিয়া আছয়ে দুঃখ মতি॥
হেনকালে স্নান করি আইল ভৃগু হেথা।
জিজ্ঞাসিল কেন তোর চিত্ত বিচলিতা॥
স্বামীকে দেখিয়া কন্যা করিয়া রোদন।
কহিলেক যতেক দানব বিবরণ॥
তোমার তনয় এই কৈল প্রতিকার।
দানবে মারিয়া মোরে করিল উদ্ধার॥
এত শুনি পুনঃ ভৃগু হেতু জিজ্ঞাসিল।
কি কারণে দানব ধরিয়া তোরে নিল॥
কন্যা বলে আচম্বিতে আসি দুষ্টমতি।
আমারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল অগ্নিপ্রতি॥
বৈশ্বানর বোলে মোর নিলেক দুর্জ্জন।
শুনিয়া হইল ভৃগু ক্রোধে অচেতন॥
আজি হৈতে সর্ব্বভক্ষ হও হুতাশন।
কুপিল অনল শুনি ভৃগুর বচন॥
কোন দোষে ভৃগুমুনি শাপ দিলে মোরে।
যাহা জানি তাহা বলিলাম দানবেরে॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলে যেই জন।
ইহকালে কুৎসা অন্তে নরকে গমন॥
উভয় সপ্তম কুল নরকে প্রবেশে।
জানিয়া আমারে শাপ দিলে কোন দোষে॥
মোর মুখে দিলে তৃপ্তি দেব পিতৃগণ।
অনুচিত শাপ মোরে দিলে কি কারণ॥
এত বলি বৈশ্বানর দেবগণ লৈয়া।
ব্রহ্মারে সকল কথা নিবেদিল গিয়া॥
ব্রহ্মা বলে অগ্নি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সকল হইবে শুদ্ধ তোমার কারণে॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া।
পুনরপি ত্রিজগতে ব্যাপিল আসিয়া॥
সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগণ।
হেনমতে ভৃগুপুত্র হইল চ্যবন॥
ভ্রমতি নামেতে হৈল চ্যবন তনয়।
তাহার তনয় হৈল রুরু মহাশয়॥
ভ্রমদারা ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী।
গর্ভে জন্ম হৈল যার মেনকা অপসরী॥
কতকালে মৈল কন্যা সর্পের দংশনে।
দেখি শোকাকুল হৈল যত বন্ধুগণে॥
ভার্য্যার মরণ শোকে ভ্রমতিনন্দন।
একাকী অরণ্য মধ্যে করয়ে ক্রন্দন॥
মুনির ক্রন্দন দেখি যত দেবগণ।
দেবদূত পাঠাইল প্রবোধ কারণ॥
দেবদূত বলে রুরু কান্দ কি কারণে।
মরিল তোমার ভার্য্যা আয়ুর বিহনে॥
ইহার উপায় আর নাহি ত্রিজগতে।
আছয়ে উপায় এক কহিব তোমাতে॥
আপনে অর্দ্ধেক আয়ু যদি দেহ তারে।
তবে পাবে নিজ ভার্য্যা কহিনু তোমারে॥
অর্দ্ধ আয়ু দিব রুরু কৈল অঙ্গিকার।
জীউক যে ভার্য্যা মোর কর প্রতিকার॥
এত শুনি দেবদূত রুরুকে লইয়া।
যমের ভবনে গেল বিমানে চড়িয়া॥

যমেরে কহিল দূত সব বিবরণ ।
অর্দ্ধ আয়ু স্ত্রীকে দিল ভ্রমতিনন্দন ॥
ধর্ম্মরাজ বলে জীউক তোমার গৃহিণী ।
যাও২ নিজালয়ে ওহে দ্বিজমণি ॥
ধর্ম্মবলে ভ্রমদারা জীবন পাইল ।
দেখিয়া ভ্রমতি পুত্র আনন্দ হইল ॥
প্রতিজ্ঞা করিল রুরু ক্রোধে ততক্ষণে ।
মারিব ভুজঙ্গ যত দেখিব নয়নে ॥
হাতে দণ্ড ভ্রমে রুরু সর্প অন্বেষণে ।
মারিল অনেক সর্প না যায় গণনে ॥
এত দিন ভ্রমে মুনি অরণ্য ভিতর ।
দেখিলেক মহাসর্প অতি ভয়ঙ্কর ॥
সর্প দেখি দণ্ড লইয়া যায় মারিবারে ।
দেখিয়া ডুণ্ডুভ ডাকি বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কি দোষ করিনু আমি তোমার সদনে ।
অহিংসক জনে মার কিসের কারণে ॥
রুরু বলে দোষ গুণ না করি বিচার ।
সর্প পাইলে সংহারিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
ডুণ্ডুভ বলেন আমি নাম পাত্র সাপ ।
অহিংসক হিংসনে জন্মায় মহাপাপ ॥
এতেক শুনিয়া রুরু ভাবে মনে মন ।
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি কোন মহাজন ॥
সর্প বলে আমি পূর্ব্বে মুনির কুমার ।
চিত্রসেন নাম সখা ছিলেন আমার ॥
তালপত্র সর্প এক করিয়া রচন ।
সখারে দিলাম আমি হাস্যের কারণ ॥
সর্প দেখি মোহ গেল মুনির তনয় ।
ক্রোধ করি শাপ মোরে দিল অতিশয় ॥
হীনবীর্য্য সর্প হৈয়া থাকহ কাননে ।
পুনরপি বলে মোরে করুণ বচনে ॥
অচিরে হইবে মুক্ত শুন প্রাণ সখা ।
রুরুর সহিত যত দিনে হবে দেখা ॥
ভ্রমতির পুত্র তুমি ভৃগুবংশে জন্ম ।
দ্বিজ হইয়া কর কেন ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম ॥
ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নহে লোকের হিংসন ।
অল্প দোষে দেখ মোর দুর্গতি লক্ষণ ।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করহ পালন ।
ভয়ার্ত্ত জনের রক্ষ করিয়া যতন ॥
পূর্ব্বে রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ কৈল ।
দয়ায় সর্পের কুল ব্রহ্মাণ্ডে রাখিল ॥
আস্তিক নামেতে দ্বিজ জরৎকারু সুত ।
যাহার চরিত্র কথা শুনিতে অদ্ভুত ॥

রুরু বলে কহ শুনি আস্তিক আখ্যান ।
কি মতে নাগের কুল কৈল পরিত্রাণ ॥
কি কারণে সর্পযজ্ঞ কৈল জন্মেজয় ।
কহ শুনি মুনিবর খণ্ডুক বিস্ময় ॥
মুনি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার ।
শুনিবারে চিত্ত যদি আছয়ে তোমার ।
মুনিগণে জিজ্ঞাসিল কহিবে সকল ।
আজ্ঞা দেও যাব আমি আপনার স্থল ॥
এত বলি দিব্যমূর্ত্তি হৈল ততক্ষণে ।
অন্তর্দ্ধান হইয়া মুনি গেল যথা স্থানে ॥
বিস্ময় জন্মিল রুরু মনোদুঃখ তাপে ।
আপনার গৃহে আসি জিজ্ঞাসিল বাপে ॥
ভ্রমতি বলেন আমি সব তাহা জানি ।
আস্তিকের উপাখ্যান অদ্ভুত কাহিনী ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার ।
শ্রবণের সুখ ইহা বিনা নাহি আর ॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে ।
পায় যে পরম প্রীতি যাহার শ্রবণে ॥
জিজ্ঞাসিল রুরু তবে জনকের স্থান ।
ভ্রমতি বলেন শুন অদ্ভুত আখ্যান ॥
জটাচর্ব্ব বংশে জন্ম জরৎকারু মুনি ।
যোগেতে পরম যোগী ত্রিজগতে জানি ॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিয়া গেল দেশ দেশান্তরে ।
উলঙ্গ উন্মত্ত বেশ সদা অনাহারে ॥
এক দিন অরণ্যে ভ্রময়ে তপোধন ।
এক গোটা গর্ত্ত দেখে অদ্ভুত কথন ॥
তস্য মধ্যে দেখায় মনুষ্য কত জন ।
এক উলা মূল ধরিয়াছে সর্ব্বজন ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল জরৎকারু ।
কি কারণে এত দুঃখ তোমা সবাকারু ॥
যে উলার মূল ধরিয়াছ সর্ব্বজনে ।
মূষিক খুড়িছে মূল না দেখ নয়নে ॥
এক গোটা মূল মাত্র দৃঢ় আছে ভূমে ।
এখনি ছিড়িবে ইহা ইন্দুর দংশনে ॥
তবেত পড়িবে সবে গর্ত্তের ভিতর ।
এত শুনি নরগণ করিল উত্তর ॥
জটাচার্ব্ব বংশে আমা সবার উৎপত্তি ।
নির্ব্বংশ হইল তেই হইল হেন গতি ॥
ঋষি বলে কেহ বংশে নাহিক তোমার ।
বংশেতে জন্মিয়া করে সবার উদ্ধার ॥
পিতৃগণ বলে মাত্র আছে একজন ।
মূর্খ দুরাচার সেই বংশ অভাজন ॥

না করিল কুলকর্ম্ম বংশের রক্ষণ।
জরৎকারু নাম তার শুন মহাজন॥
এত শুনি জরৎকারু বিস্ময় হইয়া।
আমি জরৎকারু বলি কহিল ডাকিয়া॥
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর পিতৃগণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব পালন॥

জরৎকারুর পাণিগ্রহণ।

পিতৃগণ বলেন কর স্ত্রীপাণী গ্রহণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বিজ্ঞ তুমি তপস্যা তৎপর।
পুত্রবন্তে যেই ধর্ম্ম তোমাতে গোচর॥
মহাপুণ্য করি লোক না যায় তথায়।
পুত্রবন্ত লোক সব তথাকারে যায়॥
তেকারণে বিবাহ করহ মুনিবর।
পুত্র জন্মাইয়া আমা সবা রক্ষা কর॥
পিতৃগণ বাক্য শুনি বলে জরৎকার।
যত্নে না করিব বিভা কৈল অঙ্গীকার॥
মোর নামে কন্যা যদি যাচি কেহ দেয়।
তবে সে করিব বিভা আমিহ নিশ্চয়॥
তাহার গর্ভেতে যেই জন্মিবে কুমার।
তোমা সবাকারে সেই করিবে উদ্ধার॥
শুনি অন্তর্দ্ধান হৈল যত পিতৃগণ।
শূন্যেতে ডাকিয়া তবে বলিল বচন॥
বিভা করি জরৎকারু জন্মাও সন্ততি।
বংশ হৈলে হইবেক সবার সদ্গতি॥
যেই বেনামূল সবে ছিলাম ধরিয়া।
তুমি আছ তেই মূল আছেত লাগিয়া॥
মূষিক থুড়িতে ছিল মূষিক সে নয়।
মূষারূপে আপনি সে ধর্ম্ম মহাশয়॥
তাহা শুনি জরৎকারু করিল গমন।
বহু দেশ দেশান্তরে করয়ে ভ্রমণ॥
পিতৃগণ আজ্ঞা শুনি চিন্তে অনুক্ষণে।
যাচি কন্যা দিবে কেহ নাহিক ভুবনে॥
মহাবনে প্রবেশ করিল জরৎকার।
কন্যা কার আছে দেহ বলি তিনবার॥
আছিল তথায় বাসুকীর অনুচর।
মুনির সন্দেশ কহে বাসুকি গোচর॥
এত শুনি বাসুকি যে আনন্দ অপার।
ভগিনী সহিত গেল যথা জরৎকার॥
মুনিবরে ফণিবর করে নিবেদন।
আমার ভগিনী তুমি করহ গ্রহণ॥
মুনি বলে সেই কন্যা কোন নাম ধরে।
সত্য করি কহ মিথ্যা না ভাণ্ডিহ মোরে॥
মোর নামে হয় যদি ভগিনী তোমার।
বিবাহ করিব তবে কৈনু অঙ্গীকার॥
বাসুকী বলিল নাম ধরে জরৎকারী।
তোমার লাগিয়া জন্ম লয়েছে সুন্দরী॥
যত্নে রাখিয়াছি আমি তোমার কারণে।
তোমার আজ্ঞায় আনিলাম এত দিনে॥
এত বলি কন্যা দিয়া গেল ফণিবর।
শুনি নাগলোক হৈল আনন্দ বিস্তর॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কর্ণপথে কর পান খণ্ডুক সব ক্ষুধা॥
বহু চিত্র কথা যত কাশী বিরচিত।
অমর কিন্নর নর নাগের চরিত॥
বিধির বিপদ খণ্ডে যাহার শ্রবণে।
আত্ম বুদ্ধি হয় তার পাপ বিমোচনে।
সুবাঞ্ছিত ফল হয় ইথে নাহি আন।
হরিপদে চিত্ত হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান॥
এই কথা শ্রবণে সকল পাপ নাশে।
গীত ছন্দে তাহা বিরচিল কাশীদাসে॥

গরুড়াদি নাগগণের উৎপত্তির বর ও অরুণের জন্ম।

মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ।
ভগিনীকে দিল নাগ কোন প্রয়োজন॥
মুনি হেতু কি কারণে কন্যার উৎপত্তি।
বিস্তারিয়া সব কথা কহ পুনঃ সৌতি॥
সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগণে।
বাসুকি ভগিনী দিল যাহার কারণে॥
দক্ষের দুহিতা কদ্রু বিনতা সুন্দরী।
স্বামী কশ্যপের দোঁহে বহু সেবা করি॥
তুষ্ট হৈয়া বলে মুনি মাগ দোঁহে বর।
ইহা শুনি কদ্রু বলে যুড়ি দুই কর॥
সহস্রেক নাগ হইবে আমার নন্দন।
এই মোর বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তপোধন॥
বিনতা মাগিল বর কশ্যপের পায়।
দুই গোটা পুত্র মোর দেহ মহাশয়॥
কদ্রুপুত্রে বলাধিক হইবে নন্দন।
হাসিয়া কশ্যপ বর দিলা ততক্ষণ॥
মুনি বরে দুই জনে হইল গর্ভবতী।
দোঁহে আশ্বাসিয়া তবে গেলা প্রজাপতি॥
কত দিনে দুই জনে প্রসব হইল।
সহস্রেক ডিম্ব কদ্রুদেবী প্রসবিল॥

দুই ডিম্ব প্রসবিল বিনতা সুন্দরী।
রাখিল সকল ডিম্ব স্বর্ণ পাত্রে ভরি॥
পঞ্চশত বৎসরে জন্মিল নাগগণ।
মুনিবরে পাইল কদ্রু সহস্র নন্দন॥
বিনতা দেখিয়া তাপ হৃদয়ে ভাবিল।
এককালে উভয়ের ডিম্ব জনমিল॥
সহস্র পুত্রের কদ্রু জননী হইল।
কি হেতু না জানি মোর পুত্র না জন্মিল॥
ভাবি তার এক ডিম্ব ভঞ্জন করিল।
তাহাতে লোহিত বর্ণ সন্তান জন্মিল॥
অর্দ্ধ অঙ্গ হীন হৈল পক্ষীর আকার।
ক্রোধ করি জননীকে বলিল কুমার॥
পরপুত্র দেখি হিংসা জন্মিল হৃদয়।
অকালে ভাঙ্গিলে ডিম্ব পুর্ণ নাহি হয়॥
অঙ্গ হীন করি মোরে জন্মাইলা তুমি।
তেকারণে জননী শাপিব তোরে আমি॥
যেই ভগ্নি পুত্র দেখি হিংসা কৈলা মনে।
তাহার হইয়া দাসী সেব চিরদিনে॥
এই ডিম্বে আছে যেবা পুরুষরতন।
তাহা হৈতে হইবেক তোমার মোচন॥
মহাবীর্য্যবন্ত বীর এই ডিম্বে আছে।
অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি ফেল পাছে॥
আপনি হইবে ভঙ্গ সহস্র বৎসরে।
এত বলি প্রবোধ করিলা জননীরে॥
হেনমতে কত দিনে দৈবের ঘটনে।
কদ্রু আর বিনতা আছয়ে একস্থানে॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর পরম সুন্দর।
সূর্য্যের কিরণ নিন্দে তার কলেবর॥
নানারত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষণ।
মহাবীর্য্যবন্ত অশ্ব পবন গমন॥
সমুদ্র মন্থনে সেই অশ্বের উৎপত্তি।
এত শুনি মুনি জিজ্ঞাসিলা সৌতি প্রতি॥
সমুদ্র মন্থন হৈল কিসের কারণ।
কহ শুনি বিস্তারিয়া সুতের নন্দন॥

সমুদ্র মন্থন কথারম্ভ।

সৌতি বলে অবধান কর মুনিগণ।
যে হেতু হইল পূর্ব্বে সমুদ্র মন্থন॥
ব্রহ্মারে কহিল পূর্ব্বে দেব গদাধর।
দেবাসুরগণ মিলি মন্থহ সাগর॥
অমৃত উৎপত্তি হবে রসাগর মন্থনে।
দেবগণ অমর হইবে সুধাপানে॥
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী ভিতর।
মন্দর লইয়া মথ ফেলিয়া সাগর॥
বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা যত দেবগণ।
মন্দর পর্ব্বত কথা করিল গমন॥
অতিশয় গিরিবর পরশে গগণ।
উর্দ্ধে উচ্চ একাদশ সহস্র যোজন॥
উপাড়িতে বহু শক্তি কৈল দেবগণে।
না পারিয়া নিবেদিল বিষ্ণুর সদনে॥
বিষ্ণুর আজ্ঞাতে সে অনন্ত মহাবীর।
উপাড়িয়া ভুজবলে আনিল মন্দর॥
দেবগণ সহ গেল সমুদ্রের তীরে।
বরুণে বলিল তুমি ধরহ মন্দরে॥
বরুণ বলিল গিরি বড়ই বিস্তার।
মোর শক্তি ধরিতে নাহিক মহ ভার॥
মন্দরে ধরিতে এক আছয়ে উপায়।
মোর জলে কূর্ম্ম আছে অতি মহাকায়॥
এত শুনি দেবগণ কূর্ম্ম আরাধিল।
মন্দর ধরিতে কূর্ম্ম অঙ্গীকার কৈল॥
কূর্ম্ম পৃষ্ঠে গিরিবর করিয়া স্থাপন।
বাসুকি নাগের দড়ি কৈল নিয়োজন॥
পুচ্ছেতে ধরিল দেব মুখে দৈত্যগণ।
আরম্ভ করিল সিন্ধু করিতে মন্থন॥
গিরি ঘরষণে নাগ ছাড়িলা নিশ্বাস।
ধূম উপজিল তাহে ব্যাপিল আকাশ॥
সেই ধূমেতে হইল মেঘের জনম।
বৃষ্টি করি সুরগণের খণ্ডাইল শ্রম॥
ত্রিভুবন হৈল কম্প সর্পের গর্জ্জনে।
অনেক মরিল দৈত্য বিষের জলনে॥
মন্দরের আন্দোলে বরুণ কম্পমান।
জলের নিবাসি সব ত্যজিল পরাণ॥
পর্ব্বতের বৃক্ষ সব মূল ঘরষণে।
পর্ব্বত নিবাসি পোড়ে তাহার আগুণে॥
দেখিয়া করিল দয়া দেব পুরন্দর।
আজ্ঞায় বরিষে মেঘ পর্ব্বত উপর॥
প্রবৃত্তি হইল মেঘ জল বরিষণে।
ঔষধের বৃক্ষ যত হইল ঘরিষণে॥
তাহাতে যতেক রস সমুদ্রে পড়িল।
সেই রস পরশিয়ে জলচর জীল॥
হেন মতে দেব দৈত্য সমুদ্র মথিল।
অনেক হইল শ্রম অমৃত নহিল॥
ব্রহ্মারে কহিল তবে সব দেবগণ।
তোমার আজ্ঞায় হৈল সমুদ্র মথন॥

অমৃত নহিল হৈল পরিশ্রম সার।
পুনঃ মথিবারে শক্তি নাহি সবাকার॥
এত শুনি ব্রহ্মা নিবেদিল নারায়ণে।
অশক্ত হইল সবে সমুদ্র মথনে॥
তোমা বিনা সিন্ধু মথে কাহার শকতি।
এত শুনি অঙ্গীকার করিল শ্রীপতি॥
সব দেবগণ তবে বিষ্ণু তেজঃ পাইয়া।
পুনর্ব্বার মথে সিন্ধু মন্দর ধরিয়া॥
হেনমতে দেবাসুর মথন করিতে।
দ্বিজরাজ জনম হইল আচম্বিতে॥
ঘুরায় ষোড়শ কলা নাম ধরে সোম।
দুই লক্ষ যোজন করিল স্থিত ব্যোম॥
দরশনে অখিল জনের হইল তৃপ্তি।
যোজন পঞ্চাশ কোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে দীপ্তি॥
দেখিয়া হরিষ হৈল সুরাসুর নর।
পুনরপি মথে সিন্ধু ধরিয়া মন্দর॥
তবেত হইল হস্তী নাম ঐরাবত।
শ্বেত অঙ্গ চতুর্দ্দন্ত আকার পর্ব্বত॥
মণিরাজ জন্মিল ঘোটক উচ্চঃশ্রবা।
পারিজাত বৃক্ষ পুষ্প সুর পুরী শোভা॥
অমৃতের কমণ্ডলু লয়ে বাম কে।
ধন্বন্তরি উঠিলেন সুরাসুর দেখে॥
রত্নগণ উপজিল দেখে দেবগণ।
আনন্দেতে পুনঃ সিন্ধু করয়ে মথন॥
মন্দরের আন্দোলন ক্ষীর সিন্ধু মাঝে।
না পারিল সহিতে বরুণ মহারাজে॥
পঞ্চ মন্ত্রিগণ লয়ে করিল বিচার।
কি মতে মথন হবে কহত বিচার॥
মিত্র বলে উপায় শুনহ মোর বাণী।
শরণ লই গে চল দেবচক্রপাণী॥
পদ্মবনে যেই কন্যা হয়েছে উৎপত্তি।
তাহা দিয়া পূজা কর দেব জগৎপতি॥
পূর্ব্বে নাম ছিল তাঁর লক্ষ্মী হরিপ্রিয়।
মুনি শাপভ্রষ্ট হইয়া জন্মিল আসিয়া॥
শুনি শীঘ্র জলরাজ বিলম্ব না কৈল।
দিব্য রত্নগণে চতুর্দ্দোল বানাইল॥
আপনি লইল স্কন্ধে পুত্রের সহিত।
নারীগণ চামর ঢুলায় চারিভিত॥
সহস্র ফণায় ছত্র শিরে ধরে শেষ।
বাহির হইলা সিন্ধু হইতে জলেশ॥
রূপেতে হইল আলো এ তিন ভুবন।
হইল মলিন সূর্য্য আদি জ্যোতিগণে॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ অতি কোমলতা।
কমল বরণ চক্ষু কমলের পাতা॥
দ্বিভুজা কমল দন্ত চড়ি চতুর্দ্দোলে।
করকমলেতে স্বর্ণ যুগল কমলে॥
যুগল কমল পদ কমল আসনা।
বিদ্যাভরণী রামা রত্নে বিভূষণা॥
স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্র আকাশ।
দরশনে সবাকার হইল উল্লাস॥
জীবাত্মা বিহনে যেন হয় মৃত তনু।
তদ্বৎ ত্রৈলোক্য আছিল লক্ষ্মী জনু॥
দুন্দুভির শব্দে নৃত্য করে বারাঙ্গনা।
ত্রৈলোক্যেতে জয় জয় হইল ঘোষণা॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি যত অমর মণ্ডল।
করযুড়ি প্রণমি পড়িল ভূমিতল॥
চারিদিগে স্তুতি করে দেব ঋষিগণ।
উত্তরিলা সন্নিকটে দেব নারায়ণ॥
প্রণমিয়া বরুণ পড়িল কত দূরে।
আজ্ঞামাত্র উঠি দাণ্ডাইল যোড়করে॥
কৃতাঞ্জলি লম্বকায় গদ গদ ভাষে।
স্তুতি করে নারায়ণে অশেষ বিশেষে॥
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল তুমি সর্ব্বরূপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে তুমি জগৎব্যাপী॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি সিন্ধু ধরাধর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব নাগনর॥
তোমার সৃষ্টিতে দেব এতিন ভুবন।
স্থানে স্থানে সকলে তোমার নিয়োজন॥
ইন্দ্রে স্বর্গ যমে দিলা সঞ্জীবনী পুর।
কুবেরে কৈলাস দিলা বনের ঠাকুর॥
জল মধ্যে আমারে রহিতে দিলে স্থিতি।
তব আজ্ঞায় চিরকাল করি যে বসতি॥
কোন দোষে দোষী নহি নাহি পাপ বেদে।
তবে কেন আমি এত পাড়িনু প্রমাদে॥
দ্বিতীয় সুমেরু সম মন্দর পর্ব্বত।
মোর পুর মধ্যেতে মথিত অবিরত॥
পঞ্চাশ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার।
হেন ক্ষিতি তিলবৎ শিরে রহে যার॥
অবিরত সেই স্থলে মন্ত সেই শেষ।
সুরাসুর ত্রৈলোক্যেতে ঘর্ষণ বিশেষ॥
জীব জন্তু যতেক আছিল যত জন।
একটিও না রহিল লইতে জীবন॥
ভাঙ্গিল আমার পুর হৈল লণ্ড ভণ্ড।
না জানি কাহার দোষে মোরে হৈল দণ্ড॥

এতকাল দিয়াছিলা সিন্ধু জলমাঝ।
কোথায় রহিব আজ্ঞা দেহ দেবরাজ॥
এতেক করুণা যদি করিল বরুণ।
শুনিয়া করুণাময় বলে সকরুণ॥
আশ্বাসিয়া বলেন হরি শুন জলেশ্বর।
না করিহ চিন্তা কিছু না করিহ ডর॥
দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ি নিজ স্থল।
তিন পুর ত্যজি প্রবেশিল সিন্ধুজল॥
লক্ষ্মী হত হইয়া কষ্ট পাইল সর্ব্বজন।
সমুদ্র মথিল সবে তথির কারণ॥
লক্ষ্মী যদি হইল এবে মথনে কি কায।
বিশেষ তোমার ক্লেশ হইল দ্বিজরাজ॥
এত বলি মথন করিল নিবারণ।
শুনি হৃষ্ট হইল বরুণ ততক্ষণ॥
সর্ব্ব রত্ন সার সেই ত্রৈলোক্য দুর্ল্লভ।
গোবিন্দের গলে মণি দিলেক কৌস্তুভ॥
চন্দ্র সূর্য্য প্রভা যিনি যাহার কিরণ।
নারায়ণ বক্ষে মণি হইল শোভন॥
লক্ষ্মী দিয়া প্রণমিয়া গেলেন জলেশ।
মথন নিবারি চলিলেন হৃষীকেশ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরি যে ভববারি॥
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর।
সবে সিন্ধু মথিল না জানে মাত্রহর॥
দেখিয়া নারদ মুনি হৃদয়ে চিন্তিত।
কৈলাসে হরের ঘরে হৈলা উপনীত॥
প্রণমিয়া শিব দুর্গা দোঁহার চরণ।
আশীষ করিয়া দেবী দিলেন আসন॥
নারদ বলেন গিয়াছিনু সুরপুরে।
শুনিনু মথিল সিন্ধু যত সুরাসুরে॥
বিষ্ণু পাইল কমলা কৌস্তুভ মণি আদি।
ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজনিধি।
নানা রত্ন লোক পায় মেঘে পায় জল।
অমৃত অমর বৃন্দা কল্পতরু ফল॥
নানা রত্ন মহৌষধি পায় নরলোক।
এই হেতু হৃদয়ে জন্মিল বড় শোক॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে বৈসেন যত জনে।
সবে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে॥
সে কারণে তত্ত্ব লইতে আইলাম হেথা।
সবার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা॥
তোমারে না দিয়া ভাগ সবে বাঁটি নিল।
এই হেতু মোর অঙ্গে ধৈর্য্য না হইল॥

এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
শুনি কিছু উত্তর না কৈল ত্রিলোচন॥
দেখি ক্রোধে কম্পান্বিতা কহে ত্রিলোচনা।
নারদেরে কহে কিছু করিয়া ভৎসনা॥
কাহাকে এতেক বাক্য বল মুনিবর।
বৃক্ষেরে বলিলে যেন না পায় উত্তর॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ গায়।
কৌস্তুভাদি মণি রত্নে কি কায তাহায়॥
কি কায চন্দন যার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কায তার ভক্ষ্য সিদ্ধি গুলি॥
মাতঙ্গে কি কায তার বলদ বাহন।
পারিজাতে কি কায ধুতুরা আভরণ॥
সকল চিন্তিয়া মোর অঙ্গ জরে।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর॥
জানিয়া উহারে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল॥
দেবী বাক্য শুনি হাসি বলেন ভগবান।
যে বলিলা হৈমবতী কিছু নহে আন॥
বাহন ভূষণে মোর কিবা প্রয়োজন।
আমি লই যাহা না লয় অন্যজন॥
ভক্তিতে করিয়া বস মাগিলেন দাস।
অম্লান অম্বর পট্ট সুর দিব্য বাস॥
ঘৃণা করি ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেহ না লইল।
সেই মোর বাঘাম্বর পরিতে হইল॥
অগুরু চন্দন নিল কুঙ্কুম কস্তুরী।
বিভূতি না লয় কেহ বিভূষণ ধরি॥
মণি রত্নহার লইল মুকুতা প্রবাল।
কেহ না লইল সেই আছে হাড়মাল॥
ধুতুরা কুসুম নাহি লয় কোন জন।
তেঞি অঙ্গে ধুতুরা করিনু বিভূষণ॥
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ।
কেহ নাহি লয় সেই আছয়ে বলদ॥
প্রথমেতে দক্ষ মোরে জানি না পূজিল।
অজ্ঞান তিমিরে দক্ষ মোহিত হইল॥
তেই মোরে না জানিয়া পূজা না করিল।
তার সমুচিত দণ্ড সেইক্ষণে পাইল॥
পশুর সদৃশ হৈল ছাগলের মুণ্ড।
মূত্র পুরীষেতে পূর্ণ হৈল যজ্ঞকুণ্ড॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম বরুণ তপন।
মোরে না পূজিয়া দেবী আছে কোনজন॥
দেবী বলে দারা পুত্র গৃহী যেইজন।
তোমারে না হয় যুক্তি এ সব বারণ॥

বিভুতি বৈভব বিদ্যা সঞ্চয় যতনে।
সংসারে বিমুখ হৈয়া আছে কোনজনে ॥
সংসারেতে যে জন বিমুখ এ সকলে।
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র তুমি যেমত পূজিত।
সাক্ষাতে সে সকল হইল বিদিত ॥
রত্নাকর মথিয়া নিলেক রত্নগণ।
কেহ না পূজিল তোমা করিয়া হেলন ॥
পার্ব্বতীর এইবাক্য শুনিয়া শঙ্কর।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থরহর ॥
কাশীরাম দাস কহে কাশীপতি ক্রোধে।
বৃষভ সাজাতে আজ্ঞা করিল নন্দীকে ॥
পার্ব্বতী কহিল ভাষ, শুনি ক্রোধে দিগবাস
আটিয়া পরিল বাঘবাস।
বাসুকী নাগের দড়ি; কাকালে বান্ধিল ফিরি,
করে তুলি দিল মৃগপাশ ॥
কপালেতে শশিকলা, কণ্ঠেতে কপাল মালা,
করযুগে কঙ্কণ কঙ্কন।
ভানু বৃহস্পতি শশী, ত্রিবিধ প্রকার ঋষি,
ক্রোধে যেন প্রলয় কিরণ ॥
যেন গিরি হেমকুটে; আকাশে লহরি উঠে,
বেগে গঙ্গা মধ্যে জটাজুটে।
রতনমণির আভা, কোটিচন্দ্র মুখ শোভা,
ফণীমণি বেড়া যে মুকুটে ॥
গলে দিল হাড় সাপ, টঙ্কার পিনাক চাপ,
ত্রিশূল খট্টাঙ্গ নিল করে।
সাজিল শিবের সেনা, যক্ষ রক্ষ অগণনা,
প্রেত ভূত ভূচর খেচরে ॥
আগে ধায় যত দানী, স্কন্ধেতে ত্রিশির বাণী,
মুখরব মহাকোলাহলে।
ডম্বুরের ডিমিডিমি, আকাশ পাতাল ভূমি,
কম্প হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডলে ॥
বৃষভ সাজিয়া বেগে, আনি নন্দী দিল আগে,
নানা রত্নে করিয়া ভূষণ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ, যেমন কদলীপাত,
অতি শীঘ্র কৈল আরোহণ ॥
আগুদলে সেনাপতি, ময়ূর বাহনে গতি,
শক্তি করে করি ষড়ানন।
গণেশ চড়িয়া মূষ, করে ধরি পাশাঙ্কুশ,
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধমন ॥
বামে নন্দী মহাকাল, করে শূল শাল ভাল,
পাছে যক্ষ ভৃঙ্গী তিনপদ।
চলিলেন দেবরাজ, দেখিয়া শিবের সাজ,
তিন লোক গণিল প্রমাদ ॥
ক্ষণেক ক্ষীরোদকূলে, উত্তরিল সহবলে,
যথা সিন্ধু মথে সুরাসুর।
কহে কাশীদাস দেবে, দ্রুততর গতি সবে,
প্রণময়ে দেখিয়া ঠাকুর ॥
করযোড়ে দাঁড়াইল সব দেবগণে।
শিব বলে মথ সিন্ধু রহাইলে কেনে ॥
ইন্দ্র বলে মথন হইল দেব শেষ।
নিবারিয়া আপনি গেলেন হৃষীকেশ ॥
একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর।
দ্বিতীয়ে ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর ॥
শিব বলে এত গর্ব্ব তোমা সবাকার।
আমারে হেলন কর করি অহঙ্কার ॥
রত্নাকর মথি সবে নিলা রত্ন বাঁটি।
কেহ চিন্তে না করিলা আছয়ে ধুর্জ্জটি ॥
যে করিলা তাহা কিছু নাহি করি মনে।
আমি মথিবারে বলি করহ হেলনে ॥
এতেক বলিল যদি দেব মহেশ্বর।
ভয়েতে উত্তর কেহ না কৈল অমর ॥
নিঃশব্দে রহিল যত দেবের সমাজ।
করযোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ ॥
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদ সিন্ধু মন্থন বৃত্তান্ত ॥
পারিজাত মাল্য দুর্ব্বাসার গলে ছিল।
স্নেহে সেই মাল্য মুনি ইন্দ্র গলে দিল ॥
গজরাজ আরোহণে ছিল পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর ॥
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশু জাতি নাহি জানে মাল্য মুনিদত্ত।
শুণ্ডে জড়াইয়া ফেলাইল ভূমিতলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে ॥
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত পুষ্পরাজ ছিঁড়িয়া ফেলিল ॥
সম্পদে হইয়া মত্ত তুচ্ছ কৈল মোরে।
দিল শাপ লক্ষ্মীহত হবে পুরন্দরে ॥
ব্রহ্মশাপে লোক মাতা প্রবেশিল জলে।
লক্ষ্মী বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে ॥
লোকের কারণে ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মথিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল ॥
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিল মহেশ্বর।
শেষ মথনের দড়ি মথিল মন্দর ॥

অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিয়া তব আসি কৈল গদাধরে॥
নিবারিয়া মন্থন গেলেন নারায়ণ।
পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মন্থন কারণ॥
বিষ্ণু বলে বড় বলি আছিল অমর।
এবে বিষ্ণু বিনা আর ভ্রমে কলেবর॥
দ্বিতীয় মন্থন দেহি নাগরাজ শেষ।
সাক্ষাতে আপনি তার দেখ দেব ক্লেশ॥
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চুর।
সহস্র মুখেতে লাল বহিছে প্রচুর॥
বরুণের যত কষ্ট না হয় গণন।
আজ্ঞা না হউক দেব মন্থন কারণ॥
শিব বলেন আমা হেতু মথ একবার।
আসিবার অকারণ না হয় আমার॥
শিববাক্য কার সাধ্য লঙ্ঘিবারে পারে।
পুনরপি মন্থন করিল সুরাসুরে॥
শ্রমেতে অশক্ত কলেবর সর্ব্বজনা।
ঘন শ্বাস বহে যেন আগুনের কণা॥
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল।
সহস্র মুখের পথে গরল বহিল॥
সিন্ধুর ঘর্ষণে অগ্নি সর্পের গরল।
দেবের নিশ্বাস অগ্নি মধ্যর অনল॥
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল।
সমুদ্র হইতে অতি ঊর্দ্ধ্বে নিঃসরিল॥
প্রাতে হৈতে দিনকর তেজে যেন বাড়ে।
দাবানল তেজে যেন শুষ্ক বন পোড়ে॥
যুগান্তের কালে যেন সমুদ্রের জল।
মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক সমুদ্র সকল॥
দহিল সবার অঙ্গ বিষের জ্বলনে।
রহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে॥
পলায় সহস্র চক্ষু কুবের বরুণ।
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীনন্দনে॥
অসুর রাক্ষস যক্ষ যত ছিল আর।
সকলের মনেতে লাগিল চমৎকার॥
পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন।
বিষণ্ণ বদনেতে চাহেন ত্রিলোচন॥
দূরেতে থাকিয়া দেবগণ করে স্তুতি।
রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের গতি॥
তোমা বিনা রক্ষাকর্ত্তা নাহি দেখি আন।
সংসার হইল নষ্ট তোমা বিদ্যমান॥
রাখ নাথ বিশ্বনাথ বিলম্ব না সয়।
ক্ষণেক হইলে আর হইবে প্রলয়॥

দেবগণের শুনিয়া এ কাকুতি বচন।
বিষে দগ্ধ হয় সৃষ্টি দেখে ত্রিলোচন॥
বিশেষে চিন্তেন পূর্ব্বকৃতি অঙ্গীকার।
এবার মন্থনে সিন্ধু রত্ন যে আমার॥
আপন অর্জ্জিত সৃষ্টি করা নহে নাশ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া আশু হন কৃত্তিবাস॥
সমুদ্র জিনিয়া বিষ আকাশ পরশে।
আকর্ষণ করি হর নিলেন গণ্ডূষে॥
দূরে থাকি সুরাসুরে দেখয়ে কৌতুকে।
করিলেন বিষপান একই চুমুকে॥
অঙ্গীকার পালন স্বধর্ম্ম দেখাবারে।
কণ্ঠেতে রাখেন বিষ না লন উদরে॥
নীলকণ্ঠ কণ্ঠ বিষ পিয়ে বিশ্বনাথ।
নীলকণ্ঠ নাম তেঁই হইল বিখ্যাত॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া যত ত্রৈলোক্যের জন।
কৃতাঞ্জলি করি হরে করেন স্তবন॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু ধরেন ঈশ্বর।
যম সূর্য্য বায়ু সম তুমি বৈশ্বানর॥
তুমি শেষ বরুণ নক্ষত্র বসু রুদ্র।
তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধঃ পর্ব্বত সমুদ্র॥
যোগ জ্ঞান বেদ শাস্ত্র তুমি যজ্ঞ জপ।
তুমি ধ্যান ধারণ তুমি সে উগ্রতাপ॥
অকালে করিলা তুমি এ মহাপ্রলয়।
কি করিব আজ্ঞা এবে দেহ মৃত্যুঞ্জয়॥
এত শুনি অনুজ্ঞা দিলেন মহেশ্বর।
রাখ নিয়া যথাস্থানে আছিল মন্দর॥
মন্থন নিবৃত্ত কর নাহি আর কায।
অনেক পাইলে কষ্ট দেবের সমাজ॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবগণ।
মন্দর লইতে সবে করিল যতন॥
অমর তেত্রিশ কোটি অসুর যতেক।
মন্দর তুলিতে যত্ন করিল অনেক॥
কারু শক্তি নাহিল তুলিতে গিরিবর।
তুলিয়া লইল গিরি শেষে বিষধর॥
যথাস্থানে মন্দর থুইল তবে শেষ।
নিবারিয়া গেল সবে যার যেই দেশ॥
কাশীরাম দাস কহে করিয়া মিনতি।
অনুক্ষণ নীলকণ্ঠ পদে রহু মতি॥
মুনিগণ বলে শুন সুতের নন্দন।
শুনিলাম যে কথা সে অদ্ভুত কথন॥
অমর অসুর মিলি সমুদ্র মন্থিল।
দেবে সব লৈল যত রত্ন উপজিল॥

রত্নের বিভাগ নাহি পাইল অসুর।
কহ শুনি সুতপুত্র শ্রবণে মধুর।

শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী রূপ ধারণ।

সৌতি বলে দৈত্যগণ একত্র হইয়া।
দেবগণ হইতে সুধা লইল কাড়িয়া॥
সবে শ্রম করিলেক সমুদ্র মথনে।
যে কিছু উঠিল সব নিল দেবগণে॥
ঐরাবত হস্তী আর বাজী উচ্চৈশ্রবা।
লক্ষ্মী কৌস্তুভাদি মণি শতচন্দ্র আভা॥
সকল লইল যেন শিশুগণে ভাণ্ডি।
অমরের ভাগ আর আছে সুধাহাণ্ডি॥
এত বলি কাড়িয়া লইল দৈত্যগণ।
দেব দৈত্য কলহ হইল ততক্ষণ॥
মধ্যস্থ হইয়া হর কলহ ভাঙ্গিয়া।
দেব দৈত্যপতি পরে কহেন ডাকিয়া॥
অকারণে দ্বন্দ্ব সবে কর কি কারণ।
সবার অর্জ্জিত সুধা লহ সর্ব্বজন॥
শিবের বচনে দ্বন্দ্ব নিবৃত্ত হইল।
কে বাঁটিয়া দিবে সুধা বলিয়া কহিল॥
হেনকালে নারায়ণ ধরিয়া স্ত্রীবেশ।
ধীরে ধীরে গমনে গেলেন সেই দেশ॥
রূপেতে হইল আলো চতুর্দ্দশ পুর।
সুবর্ণ রচিত তাঁর চরণে নুপুর।
কোকনদ জিনি পদ মনোহর গতি।
যে চরণে জন্মিলেন গঙ্গা ভাগীরথী॥
যার গন্ধে মকরন্দ ত্যজিল অলিবৃন্দ।
লাখেং পড়ে ঝাঁকে পাইয়া মধুগন্ধ॥
যুগ্ম উরু রম্ভাতরু চারু করি হাত।
মধ্যদেশ হেরি ক্লেশ পায় মৃগনাথ॥
নাভিপদ্ম জিনি পদ্ম অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
কুচযুগ ভরা বুক বেলের প্রমাণ॥
ভুজ সম ভুজঙ্গম মৃণাল জিনিয়া।
সুরাসুর মূর্চ্ছাতুর যাহারে হেরিয়া॥
পদ্মবর জিনিকর চম্পক অঙ্গুলি।
নখবৃন্দ জিনি ইন্দু প্রভাগুণশালী॥
কোটি কাম জিনি ধাম বদন পঙ্কজ।
মনোহর ওষ্ঠাধর গরুড় অগ্রজ॥
নাশিকায় লজ্জা পায় শুকচঞ্চু খানি।
নেত্রদ্বয় শোভা হয় নীলপদ্ম জিনি॥
পুষ্পহার হরে দাপ ভ্রূদ্বয় ভঙ্গিমা।
ভালে প্রতি দীননাথ দিতে নহে সীমা॥
পীতবাস করে হাস স্থির সৌদামিনী।
দন্তপাঁতি করে দ্যুতি মুক্তার গাঁথনি॥
দীর্ঘকেশে পৃষ্ঠদেশে বেণী লম্বমান।
আচম্বিতে উপনীত সভা বিদ্যমান॥
দৃষ্টমাত্রে সর্ব্ব গাত্রে কামাগ্নি দহিল।
সুরাসুর তিন পুর ঢলিয়া পড়িল॥
সবে মূর্চ্ছাগত হৈল দেখিয়া মোহিনী।
কতক্ষণে চেতন পাইয়া শূলপাণী।
মোহিনীর প্রতি তিনি এক দৃষ্টে চান।
দুই ভুজ পশারিয়া ধরিবারে যান॥
কন্যা বলে যোগী তোর কেমন প্রকৃতি।
ঘনাইয়া আইস বুড়া হয়ে ছন্নমতি॥
এত বলি নারায়ণ যান শীঘ্রগতি।
পাছেং ধাইয়া চলেন পশুপতি॥
হর বলেন হরিণাক্ষি মুহূর্ত্তেক রহ।
দাঁড়াইয়া তুমি মোরে এক কথা কহ॥
কে তুমি কোথায় থাক কাহার নন্দিনী।
কি হেতু আইলা তুমি কহ সত্য বাণী॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে রূপবতী।
তব পদনখ তুল্য নাহি কার জ্যোতি॥
দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী শচী অরুন্ধতী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা রতী॥
নাগিনী মানুষী দেবী ত্রৈলোক্য বাসিনী।
সবে মোরে জানে আমি সবাকারে জানি॥
ব্রহ্মাণ্ডে আছয়ে কভু না শুনি না দেখি।
কোথা হৈতে এলে সত্য কহ শশিমুখী॥
কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
তোরে পরিচয় দিতে আমার কি কাজ॥
তৈল বিনা বিভূতি মাখায় জটাভার।
তাম্বুল বিহনে দন্ত স্ফটিক আকার॥
বসন না মিলে পরিধান ব্যাঘ্রছাড়ি।
দীর্ঘল করের নখ পাকা গোঁপ দাড়ি॥
অঙ্গের দুর্গন্ধে উঠে মুখেতে বমন।
না জানি আছয়ে কি না বদনে দশন॥
মম অঙ্গ গন্ধ দেখ ব্রহ্মাণ্ড পুরিত।
অঙ্গের ছটাতে দেখ ত্রৈলোক্য দীপিত॥
কোন লাজে চাহ তুমি করিতে সম্ভাষ।
কেমন সাহস করি আইস মম পাশ॥
হর বলেন হরিণাক্ষি কেন দেহ তাপ।
মম সহ কভু নাহি তোমার আলাপ॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে মহাপ্রাণী।
সবার ঈশ্বর আমি শুন বরাননী॥

ব্রহ্মার পঞ্চম শির নখে ছেদ দিল।
বহুকাল সেবি বিষ্ণু অভয় পাইল ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাসন।
সব লোকপাল করে মম আরাধন ॥
জ্ঞানযোগে মৃত্যু আমি করিলাম জয়।
আমার নয়নানলে কাম ভস্ম হয় ॥
মহামায়া বল যারে ত্রৈলোক্যমোহিনী।
বিষ্ণু অংশ জান গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥
দাসী হয়ে সবে মোর চরণ অম্বুজে ॥
[মনোরথ লভে যে আমার পায় পূজে ॥]
ত্যজ মান মনোরমে করহ সন্তাষ।
আমারে ভজিলে হবে সিদ্ধি অভিলাষ ॥
কন্যা বলিলেন যোগী জানিনু এক্ষণে।
তোমারে মহেশ প্রায় বলে সর্ব্বজনে ॥
ব্যর্থ জপ তপ তোমার ব্যর্থ যোগ জ্ঞান।
ব্যর্থ তোর পঞ্চমুখ রামনাম গান ॥
ব্যর্থ জটা ভস্ম মাখা ব্যর্থ তুমি যোগী।
ভণ্ডতা করিয়া লোকে করাহ বৈরাগী ॥
কামিনী দেখিয়া এত হইলা বিহ্বল।
কাম দগ্ধ কৈলে কোন লাজে বল বোল ॥
হর বলে মনোহরা কর অবধান।
তব অঙ্গ দেখি মম হরিলেক জ্ঞান ॥
করিলাম এককাম দাহন নয়নে।
কোটিকাম জলিতেছে তব চক্ষুকোণে ॥
তপ জপ যোগে জ্ঞান নিবৃত্ত বৈরাগ্য।
এ সকল কর্ম্মে যদি হয় শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ॥
এই বাঞ্ছা হয় তুমি করহ পরশ।
আলিঙ্গন দেহ তুমি হইয়া সরস ॥
বহুতেক করিনু তপ জপ রামনাম।
জটা ভস্ম দিগবাস শ্মশানের ধাম ॥
তার সমুচিত ফল মিলাইল বিধি।
এতকালে পাইলাম তোমা হেন নিধি ॥
সর্ব্বধর্ম্ম সমর্পিনু তোমার চরণে।
কৃপা করি আলিঙ্গন দেহ বরাননে ॥
হর বাক্য শুনিয়া বলেন হয় গ্রীব।
অপ্রাপ্য দ্রব্যের কেন বাঞ্ছা কর শিব ॥
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যজিবারে পারে যেই জন।
অন্যমনা না হবে আমাতে একমন।
কায়মনোবাক্যে করে আমার ভজন।
সেজনারে যাচি আমি দিব আলিঙ্গন ॥
শিব বলে কন্যা এই সত্য অঙ্গীকার।
আজি হৈতে তোমা বিনা না ভজিব আর ॥
ত্যজিলাম সর্ব্বকর্ম্ম ভার্য্যা পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পায় দেহ আলিঙ্গন ॥
হরি বলেন কত আর করহ ভণ্ডন।
কেমনে ত্যজিবা তুমি ভার্য্যা পুত্রগণ ॥
এক ভার্য্যা রাখিয়াছ জটার ভিতর।
আর ভার্য্যা করিয়াছ অর্দ্ধ কলেবর ॥
হর বলেন হরিণাক্ষী কেন হেন কহ।
ত্যজিয়া কপট তুমি কর অনুগ্রহ ॥
কিছার সে নারী পুত্র নাম লহ তার ॥
শতং গঙ্গা দুর্গা নিছনি তোমার ॥
দাসী হয়ে সেবিবে সে আমি হব দাস।
কৃপা করি বরাননি পুরাও আশ্বাস ॥
যদি তুমি নিশ্চয় না দিবে আলিঙ্গন।
তোমার উপরে প্রাণ দিব এইক্ষণ ॥
নেউটি আমার পানে চাহ চারুমুখে।
হের মরি ত্রিশূল মারিয়া নিজ বুকে ॥
এত বলি ত্রিশূল নিলেন ভূতনাথ।
উলটা হাসিয়া ধরেন শঙ্করের হাত ॥
বুঝিলাম গঙ্গাধর তোমার যে জ্ঞান।
কাম বশ হয়ে চাহ ত্যজিবারে প্রাণ ॥
ধর্ম্মহেতু ত্যজ খেদ চিত্ত কর স্থির ॥
দিব আলিঙ্গন তুমি ত্যজহ শরীর।
নাহি জানি বিশ্বনাথ আমার হৃদয়।
ভকত জনেরে আমি করি যে অভয় ॥
যে জন যেমন কাম মাগে মম স্থান।
দেই তারে অবশ্য না হয় কভু আন ॥
বিশেষ আমাকে পূর্ব্বে মাগিয়াছ তুমি।
অর্দ্ধ অঙ্গ দিব অঙ্গীকার করি আমি ॥
এত বলি আলিঙ্গন দিতে জগন্নাথ।
আইস বলিয়া বিস্তারেন দুই হাত ॥
আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক।
অর্দ্ধ ভস্ম ভূষা হৈল কস্তুরী অর্দ্ধেক ॥
অর্দ্ধ জটাজুট অর্দ্ধ চিকুর চাঁচর।
অর্দ্ধেক কিরীট অর্দ্ধ ফণী দণ্ডধর ॥
কস্তুরী তিলক অর্দ্ধ অর্দ্ধ শশিকলা।
অর্দ্ধ গলে হাড়মালা অর্দ্ধ বনমালা ॥
মকরকুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডলী কুণ্ডল।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন অর্দ্ধ শোভিত গরল ॥
অর্দ্ধ মলয়জ অর্দ্ধ ভস্ম কলেবর।
অর্দ্ধ বাঘাম্বর অর্দ্ধ কোটি পিতাম্বর ॥
এক পদে ফণী একে কনক নূপুর।
শঙ্খ চক্র করে শোভে ত্রিশূল ডমুর ॥

এক ভিতে দুর্গা আর ভিতে লক্ষ্মী সাজে।
কাশীদাস স্মরে যে সে চরণ সরোজে॥
সৌতি বলেন অবধানে শুন মুনিগণ।
কহিনু অপূর্ব্ব হর হরির মিলন॥
দেবগণ অমৃতহেতু দেব ভগবান।
পুনরপি আইলেন সবা বিদ্যমান॥
এথা সুরাসুর সবে পাইয়া চেতন।
কোথা কন্যা কোথা কন্যা করে অন্বেষণ॥
হেনকালে সেইস্থানে দেখে নারায়ণ।
এইং বলিয়া ধাইল সর্ব্বজন॥
চতুর্দ্দিক হইতে ধাইল সুরাসুর।
কন্যারে বেড়িয়া সবে করি লক্ষপুর॥
চিত্তের পুত্তলি প্রায় চাহে সর্ব্বজন।
কতক্ষণে নারায়ণ বলেন বচন॥
এই ক্ষীর সিন্ধু মধ্যে আমার বসতি।
মোহিনী আমার নাম অযোনি উৎপত্তি॥
সহিতে নারিনু বহুক্ষণ কলরব।
কি হেতু কলহ কর তোমরা হে সব॥
এত শুনি কহিতে লাগিল সর্ব্বজন।
অসুর অমর দ্বন্দ অমৃত কারণ॥
ভাল হৈল তোমা সহ হইল মিলন।
আপনি থাকিয়া দ্বন্দ কর নিবারণ॥
বাঁটি দেহ সুধা দ্বন্দ হউক সমাধান।
তুমি যে করিবা তাহা না করিব আন॥
কন্যা বলে এত দ্বন্দ আমার কি কাজ।
কভু না মধ্যস্থ হব সুরাসুর মাঝ॥
আমার বিধান যদি নাহি লয় মনে।
তবে ক্রোধ করিলে কি করিব তখনে॥
তাহা শুনি ডাকি তবে বলে সর্ব্বজন।
সত্য করি না লঙ্ঘিব তোমার বচন॥
এতেক সবার সত্য শুনি দৃঢ় বাণী।
কহিতে লাগিল তবে দেব চক্রপাণি॥
তোমাসবাকার বাক্য না করিব আন।
আনি দেহ সুধাভাণ্ড আমা বিদ্যমান॥
দুই পংক্তি হইয়া বৈসহ সর্ব্বজন।
এক ভিতে দৈত্য এক ভিতে দেবগণ॥
মায়াবীর মায়াতে মোহিত সর্ব্বজন।
সুধাভাণ্ড আনিয়া দিলেন ততক্ষণ॥
দুই পংক্তি হইয়া বসিল পাদ্মাসনে।
কাঁখে সুধাভাণ্ড করি করেন বণ্টনে॥
দেবতার জ্যেষ্ঠ ভাগবলেন মোহিনী।
দেব সুধা পরশিতে ভক্তি আগে মানি॥
দৈত্যগণ বলিছে যেমত তব মতি।
শুনি পরিবেশন করেন লক্ষ্মীপতি॥
ইন্দ্র যম কুবের আদিত্য হুতাশন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ॥
সবাকারে ক্রমে সুধা বাঁটিয়া মোহিনী।
অবশেষে সব পান করেন আপনি॥
হেনকালে ডাকিয়া বলিল রবিশশী।
হের দেখ রাহু দৈত্য সুধা খাইল বসি॥
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
দুই খান করিয়া কাটিল ততক্ষণ॥
তথাপি না মরিলেক সুধাপান হেতু।
মুখ হইল রাহু কলেবর হৈল কেতু॥
দৈত্য মারি সুধাহাণ্ডি কৈল অন্তর্দ্ধান।
দেখি ক্রোধে দৈত্যগণ হৈল ক্রোধবান॥
মারহ অমরগণ বলিয়া উঠিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥
নানা অস্ত্র শাস্ত্র সবে বরিষে প্রচুর।
কে বর্ণিতে পারে যুদ্ধ হৈল সুরাসুর॥
সুধাপানে বলবান যতেক অমর।
মথনেতে দৈত্যগণ ক্ষত কলেবর॥
না পারিয়া ভঙ্গ দিয়া গেল সর্ব্বজন॥
আপন আলয়ে চলি গেল দেবগণ॥
ভারতের পুণ্য কথা শুনে পুণ্যবান।
কাশীরাম কহে কাল ভয়ে পরিত্রাণ॥
সনকাদি মুনিরা সৌতিরে জিজ্ঞাসিল।
কদ্রু আর বিনতার কি প্রসঙ্গ হৈল॥
সৌতি বলে দুই জন দেখি তুরঙ্গম।
অতি সুলক্ষণ অশ্ব বড় মনোরম॥
কদ্রু বলে বিনতাকে দেখ অশ্ববর।
কোনবর্ণ ধরে ঘোড়া পরম সুন্দর॥
বিনতা কহিল ঘোড়া শ্বেতবর্ণ ধরে।
তুমি কোন বর্ণ দেখ কহত আমারে॥
কদ্রু বলে কৃষ্ণবর্ণ হয় অশ্ববর।
দুইজনে বোলাবলি হইল বিস্তর॥
কদ্রু বলে বিনতা কোন্দল কি কারণ।
দুইজনে আইলেন কিছু করি পণ॥
দাসী হয়ে থাকিবেক যেইজন হারে।
নির্ণয় করিয়া দোঁহে গেল নিজ ঘরে॥
অস্ত গেল দিনমণি দৃষ্টি নাহি চলে।
কল্য আসি তুরঙ্গম দেখিব সকালে॥
সহস্রেক পুত্র কদ্রু আনিল ডাকিয়া।
কহিল বৃত্তান্ত যত কাছে বসাইয়া॥

পুত্রগণ বলে মাতা কি কর্ম্ম করিলে।
শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা খ্যাত ভূমণ্ডলে॥
কদ্রু বলে অশ্ব যদি ধবল আকার।
কৃষ্ণাঙ্গ যেমতে হয় কর প্রতিকার॥
করিলাম বিনতার সহ আমি পণ।
হারিলে হইব দাসী না হয় খণ্ডন॥
এত শুনি নাগগণ বিরস বদন।
মায়ের চরণে তবে করে নিবেদন॥
যেমন জননী তুমি তেমনি বিনতা।
কপটেতে দিব দুঃখ ভাল নহে কথা॥
শুনিয়া কুপিল কদ্রু দিল শাপ বাণী।
জন্মেজয় যজ্ঞ ভস্ম হবে সব ফণী॥
কদ্রু শাপ দিল যদি আনন্দিত ধাতা।
ইন্দ্র সহ আনন্দিত যতেক দেবতা॥
বিষম দুর্জ্জন ফণী লোকে হিংসা করে।
আনন্দে কুসুমবৃষ্টি করে ইন্দ্রবরে॥
বিষের জ্বলনে লোক হয়ত বিনাশ।
রক্ষা হেতু ব্রহ্মা মন্ত্র করিল প্রকাশ॥
দিব্য মন্ত্র গারুড়িক দিল কশ্যপেরে।
কশ্যপ হইতে প্রচারিল মর্ত্যপুরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

মায়ের বচন শুনি নাগগণে ভয়।
শীঘ্রগতি গেল তথা উচ্চৈঃশ্রবা হয়॥
তুরঙ্গের পুচ্ছ ছিল ধবল বরণ।
ঢাকিল পুচ্ছের বর্ণ যত নাগগণ॥
নিশ্বাসেতে কৃষ্ণাঙ্গ হইল উচ্চৈঃশ্রবা।
লুকাইল পূর্ব্বের ধবল ইন্দু আভা॥
পরেতে বিনতা কদ্রু উঠিয়া প্রভাতে।
ক্রোধযুক্ত দোহে হৈল তুরঙ্গ দেখিতে॥
পথে যাইতে সমুদ্র দেখিল দুইজন।
পর্ব্বত আকার তাহে জলচর গণ॥
শতেক যোজন কেহ বিংশতি যোজন।
কুম্ভীর কচ্ছপ মৎস্য আদি জন্তুগণ॥
হেনমতে কৌতুক দেখিয়া দুইজন।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যথা করিল গমন।
নিকটেতে গিয়া দোহে করে নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণবর্ণ দেখি ঘোড়া অতি সুলক্ষণ॥
দেখিয়া বিনতা হৈল বিষণ্ণ বদন।
নিরুপায়ে অঙ্গীকার করে দাসীপণ॥

গরুড়ের জন্ম কথা।

হেন মতে দাসীপণে আছেন বিনতা।
মহাবীর গরুড়ের জন্ম হৈল তথা॥
ডিম্ব ফাটি বাহির হইল আচম্বিতে।
দেখিতেই কায় লাগিল বাড়িতে॥
প্রাতে হৈতে যেন ক্রমে সূর্য্য তেজঃ বাড়ে।
বনে অগ্নি দিলে যেন দশদিক বেড়ে॥
কামরূপী বিহঙ্গম মহা ভয়ঙ্কর।
নিশ্বাসে উড়িয়া যায় যতেক শিখর॥
বিদ্যুৎ আকার অঙ্গ লোহিত লোচন।
ক্ষণমাত্র মুণ্ড গিয়া ছুইল গগন॥
যুগান্তের অগ্নি যেন দেখে সর্ব্বজনে।
সুরাসুর কম্পবান হইল গর্জ্জনে॥
অগ্নি হেন জানি সবে করি যোড় কর।
অগ্নির উদ্দেশে স্তব করিল বিস্তর॥
অগ্নি বলে আমাকে এ স্তুতি কর কেনে।
আপনা সম্বর বলি বলে দেবগণে॥
অগ্নি বলে আমি নহি বিনতানন্দন।
সকল লোকের হিত হিংসকে হিংসন॥
না করিহ ভয় কেহ থাক মম সঙ্গে।
আনন্দিত হয়ে সবে দেখহ বিহঙ্গে॥
এত শুনি দেবগণ অগ্নির বচন।
যোড়হাত করি করে গরুড়ে স্তবন॥
ভীমরূপ তোমার দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সম্বরহ নিজ রূপ বিনতা কোঙর॥
তোমার তেজেতে চক্ষু মেলিবারে নারি।
তোমার গর্জ্জনেতে লাগিল কর্ণ তালি॥
কশ্যপের পুত্র তুমি হও মায়াবান।
নিজ দেহ সম্বরহ কর পরিত্রাণ॥
দেবতার স্তবে তুষ্ট হৈলা খগেশ্বর।
আশ্বাসিয়া সম্বরিল নিজ কলেবর॥
তবে পক্ষিরাজ বীর অরুণে লইয়া।
আদিত্যের রথে তারে বসাইল গিয়া॥
বিষম সূর্য্যের তেজে পোড়ে ত্রিভুবন।
অরুণের আচ্ছাদনে হৈল নিবারণ॥
মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ।
কোন হেতু ত্রিভুবন দহেন তপন॥
সৌতি বলে যবে সুধা অমর বাঁটিল।
মায়া করি রাহু তথা অমৃত খাইল॥
হেনকালে সূর্য্য বাক্যে দেব নারায়ণ।
চক্রেতে তাহার অঙ্গ করেন ছেদন॥

সূর্য্যের হইল পাপ তাহার কারণে।
সেই ক্রোধ গেল রাহু পাপ গ্রহ দিনে॥
সূর্য্যের হইল ক্রোধ যত দেবগণে।
ডাকি বলিলেন আমি সবার কারণে॥
সবে দেখে কৌতুক আমারে করে গ্রাস।
এই হেতু সৃষ্টি আমি করিব বিনাশ॥
আপনার তেজেতে পোড়াব ত্রিভুবন।
এত চিন্তি মহাতেজা হইল তখন॥
দেবগণ নিবেদিল ব্রহ্মার গোচর।
ত্রৈলোক্য দহিতে তেজ কৈল দিনকর॥
ব্রহ্মা বলেন ভয় না করিহ দেবগণ।
ইহার উপায় এক কহিব বচন॥
কশ্যপের পুত্র হবে বিনতা উদরে।
রবিতেজ নিবারিবে সেই মহাবীরে॥
কত দিন কষ্ট সহি থাক সর্ব্বজন।
এত শুনি প্রবোধ পাইল দেবগণ॥
ভারতের পুণ্য কথা পুণ্যবান শুনে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে॥

সূর্য্যের রথে অরুণের স্থাপন।

অরুণে লইয়া স্কন্ধে বিনতানন্দন।
সূর্য্যরথে যত্ন করি করিল স্থাপন॥
অশ্বদড়ি কড়িয়া লি ধরি বামহাতে।
রহিল অরুণ সে সারথি হৈয়া রথে॥
সূর্য্য রথে ভাইকে রাখিয়া পক্ষিরাজ।
জননীর ঠাঞি গেল ক্ষীরসিন্ধু মাঝ॥
দুঃখিত জননী দেখি মলিন বদন।
মায়ের নিকটে গিয়া করিল বন্দন॥
পুত্র দেখে বিনতার খণ্ডিল বিষাদ।
আশ্বাসিয়া গরুড়েরে করে আশীর্ব্বাদ॥
হেনকালে কদ্রু ডাকি বলে বিনতারে।
রম্য দ্বীপেতে চল স্কন্ধে করে মোরে॥
রম্য দ্বীপেতে মোর পুত্রের আলয়।
ত্বরিতে লইয়া চল বিলম্ব না সয়॥
কদ্রুরে করিল স্কন্ধে বিনতাসুন্দরী।
নাগগণে গরুড় লইল স্কন্ধে করি॥
নাগগণ স্কন্ধে করি গরুড় উড়িল।
চক্ষের নিমিষে সূর্য্যমণ্ডলে চলিল॥
সূর্য্যের কিরণে পোড়ে যত নাগগণ।
নাগমাতা দেখে পুড়ি মরিছে নন্দন॥
পুড়ি মরে নাগগণ নাহিক উপায়।
আকুল হইয়া কদ্রু স্তবে দেবরায়॥
ত্রৈলোকের নাথ তুমি দেব শচীপতি।
আমার কুমারগণে কর অব্যাহতি॥
বহুবিধ স্তুতি কদ্রু কৈল পুরন্দরে।
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল ডাকি সব জলধরে॥
তত ক্ষণে মেঘগণে ঢাকিল আকাশ।
জল বৃষ্টি করিয়া ভরিল দিকপাশ॥
তবে খগপতি সব লয়ে নাগগণে।
রম্যক দ্বীপেতে বীর গেল ততক্ষণে॥
নাগের আলয় দ্বীপ অতি মনোহর।
কাঞ্চনে মণ্ডিত গৃহ প্রবাল প্রস্তর॥
ফুল ফলে সুশোভিত চন্দনের বন।
মলয় সুগন্ধি বায়ু বহে অনুক্ষণ।
আপনার আলয়ে বসিল নাগগণ।
গরুড়ে চাহিয়া তবে বলিল বচন॥
উড়িবার শক্তি বড় আছয়ে তোমার।
চড়িয়া তোমার স্কন্ধে করিব বিহার।
আর এক দ্বীপে লয়ে চল খগেশ্বর।
শুনিয়া গরুড় বলে মায়ের গোচর॥
গরুড় বলিল মাতা কহ বিবরণ।
পুনরপি স্কন্ধে নিতে বলে নাগগণ॥
প্রভু যেন আজ্ঞা করে সেবকের তরে।
কি হেতু এমন বাক্য বলে বারে২॥
একবার স্কন্ধে কৈনু তোমার আজ্ঞায়।
পুনরপি বলে দেহে সহন না যায়॥
বিনতা বলিল পুত্র দৈবের লিখন।
আমি তার দাসী তুমি তাহার নন্দন॥
গরুড় বলিল মাতা কহ বিবরণ।
তুমি তার দাসী হইলে কিসের কারণ॥
বিনতা বলিল পূর্ব্বে দেখি শ্রেষ্ঠ হয়।
হারিলাম আমি পণ করিয়া নিশ্চয়॥
দাসীপণে সেই হৈতে খাটি তার আমি।
কেকারণে দাসীপুত্র হৈলে বাপু তুমি॥
এত শুনি মহাক্রোধ করিল সুপর্ণ।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষু রক্তবর্ণ॥
মায়ে এড়ি গেল সর্পমায়ের নিকটে।
কদ্রুর নিকটে বীর কহে করপুটে॥
আজ্ঞা কর জননী গো করি নিবেদন।
কি মতে মায়ের হবে দাসীত্ব মোচন॥
কদ্রু বলে মুক্ত যদি করিবে জননী।
শুন তবে অমৃত আমারে দেহ আনি॥
এত শুনি খগবর আনন্দ অপার।
মায়ের নিকটে বীর গেল আরবার॥

যে বলিল সর্পমাতা মায়েরে কহিল।
না ভাবিহ আর দুঃখ অবসান হৈল॥
এখনি আনিব সুধা চক্ষু পলটিতে।
ক্ষুধায় উদর জ্বলে দেহ কিছু খাইতে॥
জননী বলিল যাও সমুদ্রের তীরে।
খাও গিয়া যথা বৈসে সর্ব্ব নিশাচরে॥
কিন্তু কহি তাহে এক দ্বিজবর আছে।
বুঝিয়া খাইবা বাপু দ্বিজে খাও পাছে।
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি কহিনু তোমারে।
ক্ষুধায় আকুল বাছা খাও পাছে তারে॥
অগ্নি সূর্য্য বিষ হতে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণ কোপেতে বাছা নাহিক নিস্তার॥
গরুড় বলিল যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণ।
কোন চিহ্ন ধরে দ্বিজ কেমন বরণ॥
বিনতা বলিল তুমি ক্ষুধায় আকুল।
চিনিয়া খাইতে দুঃখ পাইবে বহুল॥
খাইতে তোমার কষ্ট জন্মিবে যখন।
নিশ্চয় জানিবে পুত্র সেই সে ব্রাহ্মণ॥
এত বলি বিনতা করিল আশীর্ব্বাদ।
যাহ পুত্র অমৃত আনহ অপ্রমাদ॥
ইন্দ্র যম আদিত্য কুবের হুতাশন।
তোমারে জিনিতে শক্তি নহে কোনজন॥
এত বলি খগবর করিল মেলানি।
মায়ে প্রণমিয়া বীর উড়িল তখনি॥
গরুড় উড়িতে ত্রিভুবন কাঁপিল।
প্রলয়ের প্রায় যেন সিন্ধু উথলিল॥
পাকশাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
গর্জ্জনে লাগিল জ্বালা সুরাসুর নরে॥
কৈবর্ত্তের দেশ দেখি মুখ বিস্তারিল।
নিশ্বাস সহিতে সব মুখে প্রবেশিল॥
আছিল ব্রাহ্মণ এক তাহার ভিতরে।
অগ্নির সমান জ্বলে গরুড় উদরে॥
গরুড় স্মরিল তবে মায়ের বচন।
ডাকিয়া বলিল শীঘ্র নিঃসর ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিল নিঃসরিব কি প্রকারে।
ভার্য্যা মোর পুড়ি মরে তোমার উদরে॥
কৈবর্ত্তিনী ভার্য্যা মোর প্রাণের সমান।
ভার্য্যা বিনা আমি না রাখিব এই প্রাণ॥
গরুড় বলিল দ্বিজ মোর বধ্য নহে।
ব্রাহ্মণ পরম ধন সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
ধরিয়া ভার্য্যার হাত আইস বাহিরে।
এত শুনি ধরে দ্বিজ কৈবর্ত্তিনী করে॥
লইয়া আসিল তার্য্যা হইল বাহির।
অন্তরীক্ষ উড়িল গরুড় মহাবীর॥
হেনকালে গরুড়েরে কশ্যপ দেখিল।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল॥
গরুড় বলিল তবে আছি যে কুশলে।
সকল কুশল মাত্র ভক্ষ নাহি মিলে॥
মায়ের বচনে খাইলাম নিশাচর।
না হইল ক্ষুধা শান্তি পুড়ি ছ উদর॥
বিমাতার বাক্যে যাই অমৃত আনিতে।
ক্ষুধায় অবশ তনু জ্বলি অন্তরেতে॥
তুমি আর কিছু মোরে দেহ খাইবারে।
ভাল ভাবি দেহ গো উদর যেন পুরে॥
কশ্যপ বলিল তবে শুন খগেশ্বর।
দেব বরে বিখ্যাত আছয়ে সরোবর॥
গজ কূর্ম্ম দুইজন তথা যুদ্ধ করে।
তাহার বৃত্তান্ত শুন আমার গোচরে॥
বিশ্বাবসু সুপ্রতীক দুই সহোদর।
মহাধনে ধনী দোহে মুনির কোঙর॥
শত্রুগণ দোহার করিল ভেদাভেদ।
ধনের কারণে দোহে হইল বিচ্ছেদ॥
সুপ্রতীক কনিষ্ঠ সে পৃথক হইল।
আপনার সমুচিত বিভাগ মাগিল॥
শত্রুগণে বলিল অনেক ধন আছে।
আপনি উচিত ভাগ ছাড়ি দেহ পাছে॥
বিশ্বাবসু জ্যেষ্ঠ কহে এ ভাগ উহার।
অকারণে দ্বন্দ্ব কেন সহিত তোমার॥
দোহাকারে এই মত কহে শত্রুগণে।
বহু দিন এই মত দ্বন্দ্ব দুই জনে॥
নিত্য আসি সুপ্রতীক নিত্য মাগে।
ক্রোধে বিশ্বাবসু শাপ দিল ততক্ষণ॥
যে কিছু তোমার ভাগ তাহা দিনু আমি।
না লইয়া দ্বন্দ্ব কর পরবাক্যে তুমি॥
নিত্য আসি জঞ্জাল করিস মোর সনে।
দিনু শাপ গজ হৈয়া থাক গিয়া বনে॥
সুপ্রতীক বলে মোর ভাগ নাহি দিয়া।
শাপ দিস আরো মোরে কিসের লাগিয়া॥
তুমিত কচ্ছপ হও জলের ভিতরে।
দুইজনে দুই শাপ দিলেক দোহারে॥
গজ গেল অরণ্যে কচ্ছপ গেল জলে।
ভাই সহ বিসম্বাদ কৈলে হেন ফলে॥
পরবাক্যে ভাই সহ করে যে বিবাদ।
অতি ক্লেশ জন্মে তার হয়ত প্রমাদ॥

সেইত কচ্ছপ আছে জলের ভিতর।
যুড়িয়া যোজন দশ তার কলেবর ॥
তাহার দ্বিগুণ হয় হস্তীর শরীর।
নিত্য আসি যুদ্ধ করে সমুদ্রের তীর ॥
সেই গজ কূর্ম্ম গিয়া করহ ভক্ষণ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে জিনি দেবগণ ॥
ত্রিভুবন পরাজয়ী হও মহাবীর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাখুন তোমার শরীর ॥
কশ্যপের আজ্ঞা পাইয়া গরুড় সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে গেল যথা সরোবর ॥
আকাশ হইতে দেখে বিনতা নন্দন।
বহ্নি হৈতে নিঃসরিল গজ ততক্ষণ ॥
সরোবর তীরে আসি করিল গর্জ্জন।
ক্রোধ করি কূর্ম্ম দেখা দিল ততক্ষণ ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ কহনে না যায়।
অন্তরীক্ষে থাকি তথা দেখে খগরায় ॥
এক নখে গজ ধরি কূর্ম্ম আর নখে।
চক্ষুর নিমিষে উড়ি গেল তপোলোকে ॥
কোথায় খাইব বলি ভাবে মনে মন।
নানা জাতি বৃক্ষ দেখে পরশে গগন ॥
রোহিণী নামেতে বৃক্ষ অতি উচ্চবর।
তা নিয়া গরুড়ে ডাকি বলিল উত্তর ॥
মোর ডাল দেখ শত যোজন বিস্তার ॥
সুস্থ হয়ে ইথে বসি করহ আহার ॥
বৃক্ষের বচন শুনি বিনতা নন্দন।
ডালেতে বসিল গিয়া করিতে ভক্ষণ ॥
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল গরুড়ের ভরে।
খিন্ন মুনিগণ তাহে তপ করে।
শাখা ধরি অধোমুখে দেখি মুনিগণ।
দেখিয়া হইল ভীত বিনতা নন্দন ॥
ভূমেতে ফেলিলে ডাল মরিবেক মুনি।
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল মনে ভয় গণি ॥
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল গজ কূর্ম্ম নখে।
বহু দিন গরুড় উড়িল হেন পাকে ॥
কশ্যপ দেখিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে ॥
গরুড়ের মুখে ডাল দেখি বিপরীতে ॥
বালখিল্য মুনিগণ হতেছে লম্বিত।
সেই ভয়ে গরুড় হইল সবিস্মিত ॥
কশ্যপ বলেন পুত্র করিলা কি কায।
হের দেখ ডালে আছে মুনির সমাজ ॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ষাটি সহস্র ব্রাহ্মণ।
উপায় করহ ক্রোধ নহে যতক্ষণ ॥

তবেত কশ্যপ মুনি করি যে উকর।
মুনিগণে নতি স্তুতি করিল বিস্তর ॥
এইত গরুড় হয় সবাকার হিত।
তেকারণে ক্রোধ তারে না হয় উচিত ॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হয়ে ঋষিগণ।
হিমালয় গিরি সবে করিল গমন ॥
তবে খগেশ্বর জিজ্ঞাসিল কশ্যপেরে।
কোথা ফেলাইব ডাল আজ্ঞাকর মোরে ॥
কশ্যপ বলিল যাহ ত্রিপুরুষ গিরি।
জীব জন্তু নাহি সেই পর্ব্বত উপরি ॥
কশ্যপের আজ্ঞা পাইয়া বীর খগেশ্বর।
ফেলিল সে ডাল লইয়া পর্ব্বত উপর ॥
গজ কূর্ম্ম খাইলেক পর্ব্বতে বসিয়া।
অমৃত আনিতে যায় সুতৃপ্ত হইয়া ॥
মহাতেজে গগনে উঠিল খগেশ্বর।
পাকশাটে উড়ি গেল পর্ব্বত শিখর ॥
দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার।
অমর নগরে হৈল উৎপাত অপার ॥
উল্কাপাত নির্ঘাত হইয়ে ঘনেঘন।
ঘোর বায়ু মেঘে করে রক্ত বরিষণ ॥
শচীপতি বৃহস্পতি প্রতি জিজ্ঞাসিল।
এত অমঙ্গল কেন স্বর্গেতে হইল ॥
বৃহস্পতি বলিল তোমার পুর্ব্ব শাপে।
আইসে গরুড় পক্ষী অদ্ভুত প্রতাপে ॥
সুধার কারণে আইসে বিনতানন্দন।
অবশ্য লইবে সুধা জিনি দেবগণ ॥
এত শুনি কুপিত হইল পুরন্দর।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর ॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা যত দেবগণ ॥
সুসজ্জ হইলা সবে করিবারে রণ ॥
মুনিগণ বলে শুন সূতের নন্দন।
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ ॥
কশ্যপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদিত ভুবনে।
তার পুত্র পক্ষী হৈল কিসের কারণে ॥
কামরূপী পক্ষী সেই মহাবল ধর।
কি হেতু হইল কহ পুর্ব্ব অবান্তর ॥
সৌতি বলে এই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিবে কিছু শুন সারোদ্ধার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ইন্দ্রের প্রতি বালখিল্যাদির শাপ।

তপ করে পর্ব্বতে কশ্যপ মুনিবর।
ইন্দ্র আদি যত দেব তাঁর অনুচর॥
যজ্ঞকাষ্ঠ আনিবারে গেল মুনিগণ।
ইন্দ্র যম সূর্য্য বায়ু আদি যত জন॥
তা সবা লইল কাষ্ঠ মাথার উপর।
পর্ব্বত সমান বোঝা নিয়ে রন্দপুর॥
শীঘ্রগতি কাষ্ঠ ফেলি আইলা সুরমুনি।
পথেতে দেখিল যত বালখিল্য মুনি॥
পলাশের পত্র লয়ে মাথার উপরে।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ সবে যায় ধীরে ধীরে॥
কত দূরে গিয়া সবে গোক্ষুর দেখিয়া।
পার হৈতে না পারি রহিল দাণ্ডাইয়া॥
তাহা দেখি হাসিতে লাগিল দেবরাজ।
দেখিয়া করিল ক্রোধ মুনির সমাজ॥
উপহাস করিল করিয়া অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণেরে নাহি চিন মর্ত্ত দুরাচার॥
বালখিল্য মুনিগণ এতেক ভাবিল।
আর ইন্দ্র করিবারে যজ্ঞ আরম্ভিল॥
ইন্দ্র হৈতে শতগুণ বলিষ্ঠ হইবে।
কামরূপা মহাকায় আবিষ্ট করিবে॥
এই হেতু যজ্ঞ করে মহামুনিগণ।
শুনিয়া কশ্যপে ইন্দ্র করে নিবেদন॥
শীঘ্রগতি গেল সেই যজ্ঞের সদন।
মুনিগণ প্রতি তবে বলিলা বচন॥
দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মাকে সেবিল।
দেবের ঈশ্বর করি ব্রহ্মা নিয়োজিল॥
অন্য ইন্দ্র হেতু যজ্ঞ কর কি কারণ।
ব্রহ্মার বচন চাহ করিতে লঙ্ঘন॥
ব্রহ্মার বচন রাখ আমার পিরীত।
আজ্ঞা কর মুনিগণ যে হয় উচিত॥
বালখিল্য বলে যজ্ঞে পাই বহু কষ্ট।
রাখিতে তোমার বাক্য সব হৈল নষ্ট॥
কশ্যপ বলিল নষ্ট হবে কি কারণ।
হউক পক্ষীন্দ্র যে জিনিবে ত্রিভুবন॥
মুনিগণ সম্বোধিয়া বলে পুরন্দরে।
উপহাস আর পাছে কর ব্রাহ্মণেরে॥
ব্রাহ্মণেরে দেখিয়া না কর অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে কারো নাহিক নিস্তার॥
এত বলি দেবরাজে করিল বেলানি।
বিনতারে বলেন কশ্যপ মহামুনি॥
করিলা সকল ব্রত শুন গুণবতী।
তোমার গর্ভেতে হবে খগেন্দ্র উৎপত্তি॥
এত শুনি বিনতার আনন্দ বিস্তর।
হেনমতে পক্ষী হৈল কশ্যপ কোঙর॥
তবেত গরুড় বীর গেল দেবালয়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে করে ভয়॥
যে দেবের হাতে ছিল যেই প্রহরণ।
চতুর্দ্দিকে করিতে লাগিল বরিষণ॥
শেল শূল জাঠা শক্তি ভুষণ্ডী তোমর।
পরিঘ পরশু চক্র মুষল মুদ্গর॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করে বরিষণ।
ঝাঁকেহ অস্ত্র বৃষ্টি করে দেবগণ॥
কামরূপী পক্ষীরাজ নির্ভয় শরীর।
দেবের চরিত্র দেখি হাসে মহাবীর॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
গরুড়ের তেজ বাড়ে যত অস্ত্র পড়ে॥
জিনিয়া মেঘের শব্দ গরুড় গর্জ্জন।
দেবের চরিত্র দেখি ভাবে মনে মন॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ সবাই অবোধ।
না জানিয়া আমা সঙ্গে বাড়ায় বিরোধ॥
ক্ষণেকে মারিতে পারি চক্ষুর নিমিষে।
সাধিব আপন কার্য্য কি কায বিনাশে॥
এত চিন্তি ততক্ষণ বিনতানন্দন।
পাকশাটে ধূলাতে পুরাইল গগণ॥
অনিমিষ নয়নে যতেক দেবগণ।
ধূলায় পুরিল অঙ্গ চিন্তে সর্ব্বজন॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নানা রত্ন ছিল।
গরুড়ের পাকশাটে সকল ভাঙ্গিল॥
পবনেরে আজ্ঞা দিল দেব পুরন্দর।
ধূলা উড়াইয়া তুমি ফেলাও সত্বর॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধূলা উড়ায় পবন।
পুনঃ আসি গরুড়ে বেড়িল সর্ব্বজন॥
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
দেখিয়া রুষিল বীর বিনতানন্দন॥
পাকশাট মারি কারে বিদারিল নখে।
ঠোটেতে চিরিয়া ফেলে যে পড়ে সম্মুখে॥
রক্তে জর জর হৈল সবার শরীর।
মস্তক ভাঙ্গিল কার বুক হৈল চির॥
পাকশাটে উড়াইয়া ফেলে চারি দিগে।
দক্ষিণে পলায় যম ইন্দ্র পূর্ব্বভাগে॥
পশ্চিমে দ্বাদশ রবি পলাইল ডরে।
অশ্বিনীকুমার দোহে পলায় উত্তরে॥

পুনঃ পুনঃ আসি যুদ্ধ করে দেবগণ।
প্রাণপণে করে সবে চন্দ্রের কারণ।
কামরূপী বিহঙ্গম বলে মহাবল।
অতি ক্রোধে হৈল যেন জ্বলন্ত অনল।
প্রলয় অনল যেন দহে সর্ব্বজনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দেবগণে।
দেবতা তেত্রিশ কোটি দলিয়া সমরে।
চন্দ্রলোকে উত্তরিল নিমিষ ভিতরে।
চন্দ্রের নিকটে গিয়া দেখে মহাবল।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়াছে জ্বলন্ত অনল।
অগ্নি দেখি উপায় করিল খগবর।
সুবর্ণের অঙ্গ হৈয়া প্রবেশে ভিতর।
অগ্নি পার হৈয়া তবে দেখে খগেশ্বর।
তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার চক্র ভ্রমে নিরন্তর।
মক্ষিকা পড়িলে তাহে হয় শতখান।
হেন চক্র গরুড় দেখিল বিদ্যমান।
সূচের প্রমাণ রন্ধ্র ছিল চক্রমাঝ।
ততোধিক ক্ষুদ্র তথা হৈল পক্ষিরাজ।
চক্র পার হৈয়া তবে বিনতানন্দন।
অমৃত করিল পান আনন্দিত মন।
চাপিয়া লইল চন্দ্রে পাখার ভিতরে।
অতিবেগে তথা হৈতে চলিল সত্বরে।
কামরূপী মহাকায় বিনতানন্দন।
সেইরূপে যাইতে ইচ্ছা করিল তখন।
চক্র অগ্নি লঙ্ঘিয়া আইসে খগবর।
এ সব কৌতুক দেখি ক্রোধে চক্রধর।
শূন্যে আইলেন যথা বিনতানন্দন।
দুই জনে যুদ্ধ হৈল না যায় কথন।
ভুজে চারি অস্ত্রে যুঝে নারায়ণ।
পাকশাটে গরুড় করয়ে নিবারণ।
আঁচড় কামড় আর মারে পাকশাট।
ক্ষুব্ধ হয় গোবিন্দের হৃদয় কপাট।
অনেক হইল যুদ্ধ লিখন না যায়।
তুষ্ট হৈয়া গরুড়ে বলেন দেবরায়।
তোমার বিক্রমে তুষ্ট হৈলাম খেচর।
মনোনীত মাগ তুমি দিব আমি বর।।
গরুড় বলেন যদি দিবা তুমি বর।
তোমা হৈতে উচ্চেতে বসিব নিরন্তর।।
অজর অমর হব অজিত সংসারে।
বিষ্ণু বলে যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে।।
বর পাইয়া হৃষ্টচিত্তে বলে খগেশ্বর।
আমি বর দিব তুমি মাগ গদাধর।।
গোবিন্দ বলেন তুমি যদি দিবা বর।
আমার বাহন তুমি হও খগেশ্বর।।
গরুড় বলিল মম সত্য অঙ্গীকার।
নিশ্চয় বাহন আমি হইব তোমার।।
উচ্চস্থল দিতে যে আমারে দিলা বর।
শ্রীহরি বলেন বৈস রথের উপর।।
এইমত দোঁহাকারে দোঁহে বর দিয়া।
তথা হৈতে চলে বীর চক্রেরে লইয়া।।
পবন অধিক বীর গরুড়ের গতি।
দৃষ্টিমাত্রে সুরলোকে গেল মহামতি।।
আছিল পরব ক্রোধে দেব পুরন্দর।
মহাতেজে মারে বজ্র গরুড় উপর।।
হাসিয়া গরুড় বলে শুন দেবরাজ।
বজ্রঅস্ত্র ব্যর্থ হৈলে পাবে বড় লাজ।।
মুনি অস্থিজাত অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
শত বজ্র হৈলে মম কি করিতে পারে।।
তথাপি মুনির বাক্য করিতে পালন।
একগুটি পাখা দিব তোমার কারণ।।
এত বলি এক পাখা ঠোঁটে উপাড়িয়া।
ইন্দ্র মারে বজ্র তাতে দিল ফেলাইয়া।।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন দেব পুরন্দর।
সবিনয়ে বলে তবে শুন খগেশ্বর।।
তোমার চরিত্র দেখি হইলাম প্রীত।
সখ্য করিবারে চাহি তোমার সহিত।
গরুড় বলিল যদি ইচ্ছা কর তুমি।
আজি হৈতে হইনু তোমার সখা আমি।।
ইন্দ্র বলে সখা এক করি নিবেদন।
তোমার তেজের কথা না যায় কহন।।
কত বল ধর তুমি কহ সত্য করি।
তোমার বিক্রম দেখি তিনলোকে ডরি।
ইন্দ্রের বচন শুনি বলে পক্ষিরাজ।
আপনি আপন গুণ কহিবারে লাজ।।
তুমি সখা জিজ্ঞাসিলে কহিতে যুয়ায়।
আমার বলের কথা শুন দেবরায়।।
সাগর সহিত ক্ষিতি একপক্ষে ধরি।
আর পক্ষে তোমা সহ অমর নগরী।।
দুই পক্ষে লইয়া উড়িব বায়ু ভরে।
শ্রম না হইবে মম সহস্র বৎসরে।।
শুনিয়া হইল স্তব্ধ দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র বলে ইহা সত্য মানি খগেশ্বর।।
যত্নেক বলিলা সব সম্ভবে তোমারে।
এক নিবেদন সখা কহি আরবারে।।

চন্দ্র লৈয়া যাও তুমি কিসের কারণ।
এই শশধর হয় সবার জীবন।
গরুড় বলিল মম মাতৃ দাসী পণ।
চন্দ্র গেলে হইবেক তাহার মোচন॥
চন্দ্র লৈতে বলিল যতেক সমর্পণ।
এই হেতু লই চন্দ্র সহস্রলোচন।
ইন্দ্র বলে হেন কথা যুক্তি যুক্ত নয়।
মহাদুষ্ট নাগগণ সৃষ্টি করে লয়।
তোমার হইলে শত্রু হয়ত আমার।
শত্রুকে অমৃত দিতে না হয় বিচার।
হেন জনে চন্দ্র দিবা কিসের কারণ।
উপায় করিয়া মায়ে করিব মোচন।
জগতের প্রাণ রাখ আমার বচন।
সদয় হইয়া চন্দ্রে করহ মোচন।
গরুড় বলিল সখা এ নহে বিচার।
মায়ের অগ্রেতে করিলাম অঙ্গীকার।
এখনি আনিব চন্দ্র বলিয়াছি বাণী।
হেন চন্দ্র কেমনে ছাড়িব বজ্রপাণি।
আর এক বাক্য সখা করহ বিচার।
তব বাক্য রহে হয় মায়ের উদ্ধার।
সর্পগণ চন্দ্র পায় চন্দ্র মুক্তি পায়।
বুঝিয়া এমন যুক্তি করহ উপায়।
মায়াবলে থাক তুমি আমার সংহতি।
যেখানে লইয়া আমি থই নিশাপতি।
তথা হৈতে চন্দ্র লৈয়া করহ গমন।
শুনি দেবরাজ হৈল হরষিত মন।
ইন্দ্র বলে তুষ্ট হৈনু তোমার বচনে।
বর ইচ্ছা থাকে যদি মাগ মম স্থানে।
গরুড় বলিল আমি কি মাগিব বর।
আমার অসাধ্য কিবা ত্রৈলোক্য ভিতর।
তথাপি তোমার বাক্য করিব পালন।
বর দেহ ফণি মম হইবে ভক্ষণ।
কপটেতে দুষ্টগণ মায়ে দুঃখ দিল।
গরুড়েরে বরদান বাসব করিল।
বর পাইয়া তথা হৈতে চলে খগেশ্বর।
ছায়ারূপে সঙ্গেতে চলিল পুরন্দর।
পথে যাইতে ইন্দ্র জিজ্ঞাসেন ক্ষণে ক্ষণ।
এখনই দৃঢ় করি বলহ বচন।
যথায় রাখিবা চন্দ্র যবে লব আমি।
মম সহ দ্বন্দ্ব পাছে পুনঃ কর তুমি।
হাসিয়া গরুড় ইন্দ্রে করিল নির্ভয়।
তথাপি ইন্দ্রের চিত্তে না হয় প্রত্যয়।

তথা হৈতে চলে বীর তারা যেন খসে।
নাগলোকে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে।
ডাক দিয়া আনিলা যতেক নাগগণ।
কহে চন্দ্র আনিলাম দেখ সর্ব্বজন।
দাসীত্ব মোচন কর আমার জননী।
এত শুনি আনন্দিত হৈল সব ফণি।
ফণিগণ বলিলেন আর নাহি দায়।
দাসীত্ব মোচন করিলাম তব মায়।
এত শুনি হৃষ্টমতি বিনতানন্দন।
নাগগণে ডাকি তবে বলিল বচন।
স্নান করি আইস শুচি হয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দিত হয়ে সুধা করহ ভক্ষণ।
এই চন্দ্র রাখি দেখ কুশের উপর।
এতবলি চন্দ্র রাখি গেল খগেশ্বর।
গরুড়ের বাক্যে সবে করে স্নান দান।
হেথা চন্দ্র লৈয়া ইন্দ্র হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুচি হৈয়া আইল যতেক নাগগণ।
চন্দ্র না দেখিয়া হৈল বিরসবদন।
জানিলা হরিয়া চন্দ্র দেবরাজ নিল।
সবে মেলি সেই কুশ চাটিতে লাগিল।
তীক্ষ্ণধারে সবার জিহ্বাতে হৈল চির।
সেই হৈতে দুই জিহ্বা হইল ফণীর।
পবিত্র হইল কুশ চন্দ্র পরশনে।
সকল নিষ্ফল কর্ম্ম কুশের বিহনে॥
গরুড় বিক্রম আর বিনতা মোচন।
নাগের নৈরাশ আর চন্দ্রের হরণ।
এ সব রহস্য কথা যেই জন শুনে।
আয়ু যশঃ বৃদ্ধি তার হয় দিনে দিনে।
পুত্রার্থিকে পুত্র দেয় ধনার্থিকে ধন।
যাহাকে প্রসন্ন হন বিনতানন্দন।
আদিপর্ব্ব ভারত গরুড় জন্ম কথা।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীতে গাথা।
সৌনকাদি মুনি বলে সুতেরনন্দন।
শুনিনু গরুড় কথা অদ্ভুত কথন।
কদ্রুর হইল এক সহস্র কুমার।
কোন কর্ম্ম কৈল কিবা নাম সবাকার।
সৌতি বলে কতেক কহিব মুনিগণ।
কিছু নাম কহি শ্রেষ্ঠ ফণি যত জন।
শেষ জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিতীয় বাসুকি।
ঐরাবত তক্ষক তর্কটা পিঙ্গলাক্ষি।
বামন কালীয় হল পূর্ণ ধনঞ্জয়।
প্রাক্ষ অনীল নীল পনস অজয়।

অসিরর্ণ শঙ্খচূর মাঙ্গ্জ'ক উষক।
স্বর্ণক পোতক রুদ্র বিমন বিতক।
নহুষ নির্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্র অতিশ্রম।
হেনমতে নাগ সব মহাপরাক্রম।
সর্ব্ব হৈতে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শেষ বিষধর।
জিতেন্দ্রিয় সুপণ্ডিত ধর্ম্মেতে তৎপর।
ভাই সব দুরাচার দেখি নাগরাজ।
বিশেষ মায়ের শাপ ভাবি হৃদিমাঝ।
ত্যজিয়া সকল গেল তপ করিবারে।
নানা তীর্থ করি শেষ ভ্রময়ে সংসারে।
হিমালয়ে আশ্রম করিল নাগবর।
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর।
তার তপ দেখি তুষ্ট হৈল প্রজাপতি।
ব্রহ্মা বলে তপ কেন কর ফণিপতি।
সর্ব্বাঞ্ছিত বর মাগি করহ গমন।
করযোড়ে শেষ তবে কৈল নিবেদন।
আমি কি কহিব সব তোমার গোচর।
দুষ্ট দুরাচার মম সব সহোদর।
গরুড় আমার ভাই বিনতানন্দন।
তার সহ কোন্দল করয়ে অনুক্ষণ।
বলেতে সমর্থ কেহ সম নহে তার।
নিষেধ না শুনে কেহ করে অহঙ্কার।
সদাই কপট কর্ম্ম লোকের হিংসন।
অহঙ্কারী কুপথী যতেক ভ্রাতগণ।
সেই হেতু সকলের সংসর্গ ছাড়িয়া।
শরীর ত্যজিব আমি তপস্যা করিয়া।
পুনঃ যেন ভ্রাতৃ সংসর্গ না হয় সনে।
করিব তপস্যা করি তাহার কারণে।
বিরিঞ্চি বলেন শেষ না ভাব এখন।
শ্রেষ্ঠের সংসর্গ তব হইবে মোচন।
ধর্ম্মেতে তৎপর তুমি বলে মহাবল।
আপনার তেজে ধর পৃথিবীমণ্ডল।
ব্রহ্মার বচনে শেষ পৃথিবী ধরিল।
গরুড় সহিত ব্রহ্মা মৈত্র করাইল।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিয়া পাতাল ভিতর।
তথা থাকি পৃথিবী ধরিল বিষধর।
তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে কৈল নাগরাজা।
নাগলোকে দেবলোকে সবে করে পূজা।
হেনমতে শেষ সব ত্যজি ভ্রাতৃগণে।
একাকী রহিল সেই ব্রহ্মার বচনে।
শেষ যদি গেল তবে বাসুকি চিন্তিত।
মায়ের শাপেতে ভাই অত্যন্ত দুঃখিত।
সব ভ্রাতৃগণ লয়ে করেন যুকতি।
মায়ের শাপেতে ভাই না দেখি নিষ্কৃতি।
জনকের শাপেতে আছয়ে প্রতীকার।
জননীর শাপে নাহি দেখি যে উদ্ধার।
ক্রোধ করি জননী যখন শাপ দিল।
পিতৃ পিতামহ সবে স্বীকার করিল।
জন্মেজয় যজ্ঞে হবে অবশ্য সংহার।
এখন তাহার ভাই কর প্রতীকার।
এতেক বচন যদি বাসুকি বলিল।
যার যেবা যুক্তি আইল কহিতে লাগিল।
এক নাগ বলে আমি ব্রাহ্মণ হইব।
জন্মেজয় যজ্ঞে গয়া ভিক্ষা মাগি লব।
আর নাগ বলে আমি রাজমন্ত্রী হৈয়া।
না দিব করিতে যজ্ঞ মন্ত্রণা করিয়া।
আর নাগ বলে কোন সে বিচিত্র কথা।
কি মতে করিব যজ্ঞ খাব যজ্ঞহোতা।
নহিলে খাইব সব ব্রাহ্মণ ধরিয়া।
দ্বিজ বিনা যজ্ঞ হবে কেমন করিয়া।
আমরা সকলে তবে একত্র হইয়া।
যজ্ঞের সদনে সবে থাকিব বেড়িয়া।
যাহারে দেখিব তারে করিব ভক্ষণ।
ভয়েতে করিবে রাজা যজ্ঞ নিবারণ।
এতেক বলিল যদি সব নাগগণে।
বাসুকি বলিল নাহি রুচে মম মনে।
আমা সবা মারিবারে যে শক্তি ধরিবে।
কাহার শকতি ভাই তাহারে হিংসিবে।
মায়ের বচন কভু নহেত লঙ্ঘন।
যত যুক্তি কৈলে সবে সব অকারণ।
মায়ের বচন আর দৈবের লিখন।
অবশ্য হইবে যজ্ঞ না যায় খণ্ডন।
পাণ্ডুবংশে জন্মেজয় হইবে উৎপত্তি।
তাঁর যজ্ঞ হিংসিবেক কাহার শকতি।
আছয়ে উপায় এক শুন সর্ব্বজন।
অবধানে শুন সবে ব্রহ্মার বচন।
পুত্রগণে যখন জননী শাপ দিল।
নাগগণ তখনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসিল।
হেন শাপ দেয় কেহ আপন নন্দনে।
আর কোন জন হেন আছয়ে ভুবনে।
ব্রহ্মা বলে মাতৃশাপ পুত্রে নাহি বাধে।
সবে মেলি স্বীকার করিল নগবরে।
ধর্ম্মে অনুগত তাহে যেই নাগ হবে।
জন্মেজয় যজ্ঞে মাত্র সেই রক্ষা পাবে।

আছয়ে উপায়ে তার শুন নাগগণ।
জটাচার্য্য বংশে জরৎকারু যে নন্দন॥
জরৎকারী কন্যা গর্ভে হইবে কুমার।
সেই পুত্রে নাগকুল পাইবে নিস্তার॥
এই রূপে ব্রহ্মা আজ্ঞা কৈল নাগগণে।
এ সকল কথা আমি শুনেছি শ্রবণে॥
আর যত প্রকার করহ ভাইগণ।
না হইবে সাধ্য কিছু সব অকারণ॥
সেই জরৎকারী এই ভগিনী আমার।
জরৎকারু বিবাহ করিলে সে নিস্তার॥
এতেক বলিল ইলাবন্ত বিষধর॥
সাধুং করি সবে করিল উত্তর।
তবেত কতক দিনে সমুদ্র মথিল।
মন্দর মথন দড়ি বাসুকি হইল॥
তুষ্ট হৈয়া দেবগণে ব্রহ্মারে বলিল।
বাসুকি হইতে সিদ্ধ মথন হইল॥
মাতৃশাপে বাসুকির দহে কলেবর।
আজ্ঞা কর পিতামহ খণ্ডে যেন ডর॥
ব্রহ্মা বলে জরৎকারী ভগিনী তাহার।
তার পুত্র করিবেক নাগের নিস্তার॥
বাসুকি শুনিয়া হৈল আনন্দিত মন।
জরৎকারী স্থানে চর কৈল নিয়োজন।
চরগণে বলেন থাকিয়া অলক্ষিতে।
জরৎকারু আজ্ঞা হলে কহিবা ত্বরিতে॥
যাহা জিজ্ঞাসিলা সৌতি বলে মুনিগণে।
বাসুকি ভগিনী দিল তথির কারণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
যথাশক্তি বর্ণন করিব যত পারি॥
ইহার শ্রবণে যত সুখ হবে নরে।
তাদৃশ নাহিব সুখ ত্রৈলোক্য ভিতরে॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি বাঞ্ছা সদা ভারত শ্রবণ॥
সৌতি বলে এই রূপে গেল বহুকাল।
পাণ্ডু বংশে হৈল পরীক্ষিত মহীপাল॥
মহাপুণ্যবান রাজা প্রতাপে মিহির।
কৃপাচার্য্য শিক্ষায় সকল শাস্ত্রে ধীর।
সত্য দয়া ক্ষমা যজ্ঞ দানে বড় রত।
মৃগয়াতে প্রিয় বনে ভ্রমে অবিরত॥
দৈবে এক দিন রাজা বিন্ধিয়া হরিণে।
পলায় হরিণ পাছে ধাইল আপনে॥
পরীক্ষিত ধাণে জীয়ে কাহার জীবন।
পলাইয়া গেল মৃগ দৈব নির্ব্বন্ধন॥
বহু দূরে অরণ্যে পশিল নরবর।
দেখিতে না পায় মৃগ অরণ্য ভিতর॥
তৃষ্ণায় আকুল বড় হইল রাজনে।
শুনিল গম্ভীর শব্দ গহন কাননে॥
শব্দ অনুসারে রাজা করিল গমন।
বসিয়াছে এক জন দেখিল রাজন॥
আমি পরীক্ষিত বলি বলিল ডাকিয়া।
দেখিলা কি গেল মৃগ কোন পথ দিয়া॥
মৌনব্রতে আছে মুনি রাজা নাহি জানে।
উত্তর না পায় রাজা ক্রোধ কৈল মনে॥
একেত রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় অতিথি।
উত্তর না দিল মোরে এ দুষ্ট প্রকৃতি॥
এত ভাবি নৃপতি কুপিত হৈল মনে।
মৃত সর্প ছিল দৈবে তার সন্নিধানে॥
ধনু ছলে করি সর্প গলে জড়াইল।
অশ্ব আরোহণে রাজা হস্তিনায় গেল॥
ব্রাহ্মণের পুত্র মুনি শৃঙ্গী নাম ধরে।
কুশ নামে তার সখা বলিল তাহারে॥
কিবা গর্ব্ব কর আপনারে না জানিয়া।
তোর বাপে রাজা দণ্ডে ধরে দেখ গিয়া॥
এত শুনি গেল শৃঙ্গী দেখিবারে বাপ।
গলায় দেখিল বেড়া আছে মৃত সাপ॥
ক্রুদ্ধ হৈলা শৃঙ্গী যেন জ্বলন্ত অনল।
রাজারে দিলেন শাপ হাতে করি জল॥
আজি হৈতে সাত দিন পরীক্ষিত নৃপে।
তক্ষকে দংশিবে তারে মম এই শাপে॥
পুত্রের শুনিয়া শাপ দ্বিজে হৈল তাপ।
মৌনভঙ্গে দ্বিজবর করয়ে বিলাপ॥
সন্তান অজ্ঞান তুমি করিলা কি কর্ম্ম।
ক্রোধে তপ নষ্ট হয় প্রবল অধর্ম্ম॥
রাজারে যে দিতে শাপ উচিত না হয়।
রাজার প্রতাপে সব রাজ্য রক্ষা হয়॥
রাজার আশ্রমে যজ্ঞ করে দ্বিজগণ।
যজ্ঞ কৈলে বৃষ্টি হয় জন্মে শস্যধন॥
দুষ্ট দৈত্য চোর হয় রাজার বিহনে।
রাজ্য রক্ষা হেতু ধাতা করিলা রাজনে॥
রাজা দশ শ্রোত্রিয় সমান বেদে বলে।
হেন নৃপে শাপ দিয়া কুকর্ম্ম করিলে॥
অন্য হেন রাজা নহে রাজ পরীক্ষিত।
পিতামহ সম রাজা স্বধর্ম্মে পণ্ডিত॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া রাজা আমা নাহি জানে।
ক্ষুধার্ত্ত আইল রাজা আমার সদনে॥

না করিল গৃহ ধর্ম্ম দিলা আর শাপ।
ক্ষমা কর পুত্র তারে খণ্ড মনস্তাপ॥
এত শুনি বলে শৃঙ্গী বাপের গোচরে।
যে কথা বলেছি পিতা নারি খণ্ডিবারে॥
সহজে বচন মম না হয় খণ্ডনে।
যে শাপ দিলাম ইহা খণ্ডিব কেমনে।
এত শুনি মুনিবর হইয়া চিন্তিত।
নিশ্চয় জানিল মুনি না হয় খণ্ডিত॥
গৌর মুখ নামে শিষ্য আনিল ডাকিয়া।
পাঠাইল নৃপ স্থানে সকল কহিয়া॥
আজ্ঞা পাইয়া গেল শীঘ্র হস্তিনানগরে।
প্রবেশ করিল গিয়া যথানৃপবর॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
কোথা হৈতে আইলা বলিয়া জিজ্ঞাসিল।
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা শুন সাবধানে।
মৃগয়া কারণ তুমি গিয়াছিলে বনে।
যে দ্বিজের গলে জড়াইলা মৃত সাপ।
অজ্ঞান তাহায় পুত্র ক্রোধে দিল শাপ॥
পুত্র শাপ দিল তাহা পিতা নাহি জানে।
সেকারণ আমা পাঠাইল তোমা স্থানে॥
বহুই প্রীতি বাক্য পুত্রেরে কহিল।
কদাচিৎ শাপান্তর করিতে নারিল॥
সাত দিনে করিবেক তক্ষক দংশন।
জানিয়া উপায় শীঘ্র করহ রাজন॥
বজ্রাঘাত পড়ে তার শুনিয়া বচন।
আপনারে নিন্দা করি বলেন রাজন॥
করিলাম কোন কর্ম্ম দুষ্ট দুরাচার।
ব্রাহ্মণের হিংসা করি না করি বিচার।
আপন মরণ রাজা নাহি চিন্তে মনে॥
ব্রাহ্মণের শাপ হেতু নিন্দয়ে আপনে।
ধ্যানেতে ছিলেন মুনি আগে নাহি জানি।
যে মন্দ লইল মম সত্য করি নানি॥
মুনি রাজে জানাইও আমার প্রণাম।
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডন না যায়।
এত বলি ব্রাহ্মণেরে করিয়া মেলানি।
মন্ত্রণা করয়ে যত মন্ত্রিগণ আনি॥
তক্ষক দংশিবে সপ্ত দিবস ভিতরে।
কি করি উপায় শীঘ্র জানাও আমারে॥
মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান।
মঞ্চ এক উচ্চ তর করহ নির্ম্মাণ॥
উচ্চ এক স্তম্ভে মঞ্চ করিল রচন।
চতুর্দ্দিকে জাগিয়া রহিল মন্ত্রিগণ॥

সর্পের যতেক মন্ত্র আছয়ে সংসারে।
চতুর্দ্দিকে রাখিলেক যোজন বিস্তারে।
বেদ বিজ্ঞ বিপ্র যত সিদ্ধ বাক্য বার।
শতহ চতুর্দ্দিকে বসিল রাজার।
তাহে বসি দান ধ্যান করে নৃপবর।
হরিগুণ শুনে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥
সৌতি বলে অবধানে শুন মুনিগণ।
এমত উপায় বহু কৈল মন্ত্রিগণ॥
কশ্যপ নামেতে মুনি সর্প মন্ত্রে গুণি।
রাজারে দংশিবে সর্পে লোক মুখে শুনি॥
ধন ধর্ম্ম যশ পাব ভাবি দ্বিজবর।
চাতুরীতে গেল দ্বিজ হস্তিনা নগর॥
তক্ষক আইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে।
বট বৃক্ষ তলে দেখা পাইল কশ্যপে॥
তক্ষক বলিল দ্বিজ আইলা কোথা হৈতে।
কোথাকারে যাও কোথা গমন ত্বরিতে।
কশ্যপ বলিল পরীক্ষিত নরবর।
আজি তারে দংশিবে তক্ষক বিষধর॥
সে কারণে যাই আমি রাজার সদনে।
মন্ত্রবলে আমি রক্ষ করিব রাজনে।
তক্ষক বলিল তুমি অবোধ ব্রাহ্মণ।
কার শক্তি আছে রাখে তক্ষক দংশন।
ফিরি নিজ গৃহে যাও শুন দ্বিজবর।
অকারণে লজ্জা পাবে সভার ভিতর॥
কশ্যপ বলিল আমি গুরু মন্ত্রবলে।
রাখিতে পারিব আমি তক্ষক দংশিলে॥
শুনিয়া তক্ষক ক্রুদ্ধ হৈল অতিশয়।
আমিত তক্ষক বলি দিল পরিচয়।
নিবারিতে পার যদি আমার দংশন।
এই বৃক্ষ দংশি দেখি করহ রক্ষণ।
কশ্যপ বলিল তুমি দংশ তরুবর।
মন্ত্রবলে রাখি দেখ আপন গোচর।
এতেক কশ্যপ বাক্য তক্ষক শুনিয়া।
দংশিলেক তরুবর যায় ভস্ম হৈয়া।
লাফ দিয়া ভস্ম মুষ্টি কশ্যপ ধরিল।
মন্ত্র পড়ি ভস্ম মুষ্টি গর্ত্তেতে ফেলিল।
দৃষ্টিমাত্র সেইক্ষণে অঙ্কুর হইল।
বাড়িতে লাগিল বৃক্ষ আশ্চর্য্য মানিল।
দুই পত্র হয়ে হৈল দীর্ঘ তরুবর।
শাখা পত্র পূর্ব্বে যেন আছিল সুন্দর।

দেখিয়া তক্ষক হৈল বিষণ্ণবদন।
কশ্যপে চাহিয়া বলে বিনয় বচন॥
পরম পণ্ডিত তুমি গুণে মহামণী।
তোমার চরিত্র লোকে অদ্ভুত কাহিনী॥
রাখিতে আছয়ে শক্তি দেখিনু তোমার।
কেবল আমার বিষে কৈলে প্রতীকার॥
আমাকে রাখিতে পার আছয়ে শকতি।
রাখিতে নারিবা পরীক্ষিত নরপতি॥
পূর্ব্বেতে দংশিল তারে ব্রাহ্মণের বিষ।
যেই বিষে ভয় করে দেব জগদীশ॥
পদাঘাত খাইয়া করিল কৃতাঞ্জলি।
স্তবন করিল ভয়ে পাছে দেয় গালি॥
ব্রাহ্মণের গালিতে কলঙ্ক শশধর।
ব্রাহ্মণের গালিতে ভগাঙ্গ পুরন্দর॥
আর যত জন আছে দেখ পৃথিবীতে।
হেন জন কে না ডরে বিপ্রের গালিতে॥
ব্রহ্মশাপে বিরোধ করিতে যদি মন।
তবে তথাকারে তুমি করহ গমন॥
যশঃ লভিবারে যদি যাবে দ্বিজবর।
না পারিলে লজ্জা পাবে সভার ভিতর॥
ধন ইচ্ছা করি যদি যাহ তথাকারে।
আমি দিব যাহা নাহি রাজার ভাণ্ডারে॥
এতেক বচন যদি তক্ষক বলিল।
শুনিয়া কশ্যপ দ্বিজ মনেতে ভাবিল।
ভাল বলে ফণিবর লয় মম মন।
ব্রহ্মশাপে বিরোধ নাহিক প্রয়োজন॥
নিশ্চয় জানিনু আয়ু নাহিক রাজার।
চিন্তিয়া তক্ষক বাক্য করিল স্বীকার॥
কশ্যপ বলিল আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তবে আর কেন যাব পাই যদি ধন॥
যাইতাম ধন ধর্ম্ম যশের কারণে।
ব্রহ্মশাপ বিরোধে হইল ভয় মনে॥
তুমি যদি দেহ ধন যাইব ফিরিয়া।
এত শুনি ফণী মণি দিলেক ডালিয়া॥
যাহার পরশে হয় লৌহাদি কাঞ্চন।
হৃষ্ট হৈয়া বাহুড়িল দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
বাহুড়ি কশ্যপ গেল চিন্তে ফণীবর।
পরস্পর কহে লোক শুনিল উত্তর॥
কেহ বলে নৃপতিরে ব্রহ্মশাপ দিল।
সপ্তম দিবস আজি আসি পূর্ণ হৈল॥
কেহ বলে রাজা বড় করিল উপায়।
একস্তম্ভে মঞ্চ করি বসিয়াছে তায়॥
কাহার নাহিক শক্তি যাইতে তথায়।
কেমনে তক্ষক গিয়া দংশিবে রাজায়॥
নানাবিধ মহৌষধি আছে চারিভিতে।
গুণিগণ শূন্য পথ রোধিল মন্ত্রেতে॥
পরস্পর এই কথা বলে সর্ব্বজন।
শুনিয়া চিন্তিল চিত্তে কদ্রুর নন্দন॥
সহচরগণ প্রতি বলিল বচন।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তোমরা হও সর্ব্বজন॥
কেবল যাইতে নাই ব্রাহ্মণের মানা।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তোমরা হও সর্ব্বজনা॥
ফল ফুল আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজারে।
এই ফল গুটি লৈয়া দিবা তাঁর করে॥
শীঘ্রগতি না যাইবা যাবে ধীরে২।
চিনিতে না পারে যেন রাজ অনুচরে॥
এত বলি ফলমধ্যে করিল আশ্রয়।
শুনিয়া সকল নাগ বিপ্রমূর্ত্তি হয়॥
সেই ফল নানা পুষ্প হস্তে করি নিল।
যথা মঞ্চে নরপতি তথায় চলিল॥
ব্রাহ্মণের রোধ নাই রাজার দুয়ারে।
ফল ফুলে আশীষ করিল নরবরে॥
আনন্দে নৃপতি তার পুষ্প ফল নিল।
থুতফল দেখি রাজা নখে বিদারিল॥
ক্ষুদ্র এক পোকা তাহে লোহিত বরণ।
কৃষ্ণবর্ণ মুখ তার দেখিল রাজন॥
হেনকালে নৃপতি বলিল মন্ত্রিগণে।
ব্রহ্ম শাপে মুক্ত আমি হই সপ্ত দিনে॥
মুহূর্ত্তেক অন্ত হৈতে আছে দিনমণি।
ব্রহ্ম শাপ ব্যর্থ হৈল অদ্ভুত কাহিনী॥
এই হেতু শঙ্কা বড় হইতেছে মনে।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ শাপ হইল খণ্ডনে॥
এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
দংশুক আমাকে থাক ব্রাহ্মণ বচন॥
এতেক বলিয়া পোকা মস্তকে রাখিল।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী না হউক বলিল॥
হেনমতে রাজমন্ত্রী করয়ে বিচার।
ততক্ষণে তক্ষক ধরিল নিজাকার॥
প্রলয়ের কালে যেন করয়ে গর্জ্জন।
শব্দ শুনি ভয়েতে পলায় মন্ত্রিগণ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে হৈল ডর।
জড়াইল লাঙ্গলে রাজার কলেবর॥
সহস্রেক ফণা ধরে ছত্রের আকার।
শব্দ করি ব্রহ্মতাল দংশিল রাজার॥

নৃপতিরে দংশিয়া চলিল অন্তরীক্ষে।
রক্ত পদ্ম আভা তনু দেখে সর্ব্ব লোকে॥
অগ্নিহোত্র ঘৃত তনু করিল দাহন।
শ্রাদ্ধ শান্তি হৈল তার বিহিত লক্ষণ॥
মন্ত্রিগণ সহ যুক্তি করি সব প্রজা।
তাঁর পুত্র জন্মেজয় তারে কৈল রাজা॥
বয়েসে বালক শিশু বড় বুদ্ধিমন্ত।
পরাক্রমে জন্মে জয় দুষ্টের দুরন্ত॥
রাজার দেখিয়া গুণ যত মন্ত্রি গণ।
কাশীরাজ কন্যা তারে করিল বরণ॥
বপুষ্টমা নামে কাশীরাজের নন্দিনী।
নানা রত্নে ভূষিতা দিলেন নানা মণি॥
বিভা করি জন্মেজয় আসে গৃহে লৈয়া।
চিরদিন ক্রীড়া করে আনন্দিত হৈয়া॥
এক পত্নী বিনা আর অন্যে নাহি মন।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দন॥
নাগের চরিত্র আর কশ্যপের কর্ম্ম।
পরীক্ষিত স্বর্গবাস জন্মে জয়ের জন্ম।
এসব রহস্য কথা শুনে যেই জন।
বংসরাদ্ধি হয় হরিপদে রয় মন॥
স্ববাঞ্ছিত ফল পায় কহিলেন ব্যাস।
রোগ হৈতে কভু তার নাহিক বিনাস॥
আদিপর্ব্ব ভারত অমৃত বৎ কথা।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির গাথা॥
সৌনকাদি মুনি বলে শুন সুত সুত।
কহিলা সকল কথা শুনিতে অদ্ভুত॥
জরৎকারু মুনিরে বাসুকি ভগ্নী দিল।
কহ শুনি আস্তিকের কিসে জন্ম হৈল॥
সূতি বলে জরৎকারু বিবাহ করিয়া।
পূর্ব্ববৎ বনে ভ্রমে একাকী হইয়া॥
জরৎকারী ভগিনীকে বাসুকি কহিল।
কহ ভগ্নি মুনিসহ কি কথা হইল॥
রক্ষণ ভরণ মুনি করে কি তোমার।
সত্য করি কহ তুমি অগ্রেতে আমার॥
জরৎকারী বলে আমি মুনি নাহি দেখি।
কোথা যায় কোথা থাকে বঞ্চি যে একাকী।
এতশুনি বাসুকির বিষণ্ণবদন।
আর দিনে মুনির পাইল দরশন॥
বাসুকি বলেন মুনি কর অবধান।
তোমাকে আপন ভগ্নী করিলাম দান॥
যতনে রাখিয়া ছিলাম তোমার কারণ।
বিবাহ করিয়া তারে করিবে পালন॥
মুনি বলে মম চিত্তে বিবাহ না ছিল।
পিতৃগণ দুঃখ দেখি বিবাহ হইল॥
গৃহবাস করিতে না লয় মম মন।
শরীরে না সয় মম কাহার বচন॥
তোমার ভগিনী সত্য করুক গোচরে।
কখনহ কোন বাক্য না বলিবে মোরে॥
যদি বলে ত্যজিব আমার সত্যবাণী।
বাসুকি বলিল সত্য যাহা বল মুনি॥
মম ভগ্নী কহিবেক অপ্রিয় যেদিনে।
নিশ্চয় করিহ ত্যাগ তাহারে তৎক্ষণে॥
তবেত বাসুকি গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
রত্নময় গৃহ দিল মণিময় স্থান॥
জরৎকারী সহ মুনি করিল পয়ান।
কত দিনে নাগিনীর হৈল ঋতুস্নান॥
ধরিল নাগিনী গর্ভ মুনির ঔরসে।
শশি কলা বাড়ে যেন দিবসে দিবসে॥
বহু সেবা করে কন্যা জানি মুনি মন।
করযোড়ে সম্মুখেতে থাকে অনুক্ষণ॥
যখন যে আজ্ঞা করে জরৎকারু মুনি।
আজ্ঞামাত্রে সেই কর্ম্ম করয়ে নাগিনী॥
হেনমতে বহু সেবা করে প্রতি দিনে।
দৈবে এক দিনে দেখ দিবা অবসানে॥
মুনি নিদ্রাযুক্ত কন্যা উরু শির দিয়া।
শয়নে আছেন মুনি অচেতন হৈয়া॥
নিদ্রা যান মুনি আইল সন্ধ্যার সময়।
দেখিয়া নাগিনী মনে ভাবিলেক ভয়॥
অস্ত গেল দিনকর সন্ধ্যা যায় বৈয়া।
না বলিলে ক্রোধ মোরে করিবে জাগিয়া॥
নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে পাছে ক্রোধ করে মুনি।
হইল পরম চিন্তা এত সব গণি॥
যে হউক সে হউক ত্যজুক মুনিরাজ।
সন্ধ্যা ধর্ম্ম না রাখিলে হইবে অকাজ॥
অবহেলে যেই দ্বিজ সন্ধ্যা নাহি করে।
পঞ্চ মহাপাপ জন্মে তাহার শরীরে॥
এত ভাবি জরৎকারী বলিল ডাকিয়া।
উঠ সন্ধ্যা কর প্রভু সন্ধ্যা যায় বৈয়া॥
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল মুনি উঠি মহাকোপে।
লোহিত লোচন মুখ অধরোষ্ঠ কাঁপে॥
অমান্য করিলি মোরে করি অহঙ্কার।
এই দোষে তোর মুখ না দেখিব আর॥
জরৎকারী বলে প্রভু মোর নাহি দোষ।
না বুঝিয়া কেন মোরে কর অভিরোষ

সন্ধ্যা বহি যায় প্রভু সূর্য্য যায় অস্ত।
সন্ধ্যা হৈলে যত পাপ জানহ সমস্ত ॥
সে কারণে নিদ্রাভঙ্গ করিনু তোমার।
তবে ত্যাগ কর মোরে করিয়া বিচার ॥
মুনি বলে নাগিনী বলিস না বুঝিয়া।
আমি সন্ধ্যা না করিলে যাবে কি বহিয়া ॥
ওরে সন্ধ্যা তোর কেমন বিচার।
মোরে না বলিয়া যাও বড় অহঙ্কার ॥
সন্ধ্যা বলে মুনিরাজ না করিহ ক্রোধ।
এইত আছি যে আমি তব উপরোধ ॥
মুনি বলে নাগিনী শুনিলি নিজ কাণে।
অবজ্ঞা করিলি মোরে কি সামান্য জ্ঞানে ॥
নিশ্চয় ত্যজিয়া তোরে যাই আমি বন।
পুনরপি না দেখিব তোমার বদন ॥
মুনির নির্ঘাত বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
কান্দিতে২ কহে চরণেতে ধরি।
না জানিয়া করিলাম প্রভু অপরাধ।
এবার ক্ষমহ মোরে করহ প্রসাদ ॥
তাই সব শুনি মোর হইবে নিরাশ।
তোমার বিবাহ দিন বড় করি আশ ॥
মাতৃশাপে ভ্রাতৃগণে বড় ছিল ভয়।
তোমারে আমারে দিয়া খণ্ডিল সংশয় ॥
তোমার ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
তাহা হৈতে রক্ষা পাবে মোর ভ্রাতৃগণ ॥
বংশ না হইতে তুমি যাহ যে ছাড়িয়া।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিব কি বোল বলিয়া।
নিশ্চয় ছাড়িয়া যদি তুমি যাবে মোরে।
শরীর ত্যজিব আমি, তোমার গোচরে ॥
এত শুনি সদয় হইল মুনিবর।
আশ্বাসিয়া কন্যার উদরে দিল কর ॥
অস্তি২ বলিয়া বুলায় গর্ভে হাত।
এই গর্ভে আছে পুত্র নাগকুলনাথ ॥
এই গর্ভে আছে যেই পুরুষরতন।
তোর কুল মম কুল করিবে রক্ষণ ॥
চিন্তা ছাড়ি যাহ বিপ্রে নিজ ভ্রাতৃগৃহে।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিবে যেন দুঃখ নহে ॥
বলিলাম বাক্য মম কভু মিথ্যা নয়।
ত্যজিলাম তোমারে যে জানিহ নিশ্চয় ॥
নস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ ॥

আস্তিকের জন্ম।

ত্যজিয়া কন্যার পাশ, মুনি গেল বনবাস,
নাগিনী রাখিয়া একাকিনী।
অশ্রুজল পূর্ণ মুখ, করাঘাত হানে বুকে;
ভ্রাতৃ কাছে চলিল নাগিনী ॥
ক্রন্দন করয়ে সুসা; মুখে নাহি সরে ভাষা;
দেখিয়া বাসুকি চমকিত।
আশ্বাসিয়া নাগরাজ; স্বসাকে জিজ্ঞাসে কায,
কান্দ কেন হইয়া দুঃখিত ॥
ভ্রাতার বচন শুনি; কহে গদগদ বাণী,
আপনার যত বিবরণ।
অবধান কর ভাই, কিছু মোর দোষ নাই;
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন ॥
নির্ঘাত সদৃশ বাণী; ভগিনীর বাক্য শুনি;
নাগ হৈল বিষণ্ণবদন।
পুত্রেতে মায়ের শাপে; সর্ব্বদা শরীর কাঁপে;
অতি শীঘ্র জিজ্ঞাসে কারণ ॥
বলহ ভগিনী মোরে, জিজ্ঞাসিতে লজ্জা করে
আপনি জানহ সব কথা।
মাতৃশাপে ভ্রাতৃগণে; বড় ভয় ছিল মনে;
উপায় করিয়া দিল ধাতা ॥
মুনিবীর্য্যে গর্ভ তব, যেই পুত্রের উদ্ভব;
নাগকুল করিবে সে ত্রাণ।
তাঁথর কারণ তোরে; চিরদিন রাখি ঘরে,
জরৎকারে করিলাম দান ॥
না হইতে বংশধর, চলিলেন মুনিবর;
মাতৃশাপে সদা চিন্তে মন।
জরৎকারু কহে শুনি, যেউক্তি বলিয়া মুনি
কাননেতে করিলা গমন ॥
তোমার যতেক ভ্রাতৃ, আমার যতেক পিতৃ,
দুই কুল করিবে উদ্ধার।
এতেক বলিয়া মোরে, মুনি গেল দেশান্তরে,
নিবারিয়া ক্রন্দন আমার ॥
ত্যজ ভাই মনস্তাপ; চিন্তা নাহি মাতৃশাপ,
কভু নাহি মিথ্যা কহে মুনি।
জরৎকারু ইহা বলে, কাননে গেলেন চলে;
আনন্দেতে নাচে সব ফণী ॥
উল্লাসিত নাগরাজা, ভগিনীকে করে পূজা;
নানা রত্নে করিল ভূষিত।
দিব্যবস্ত্র অলঙ্কার, বহু ভক্ষ্য উপহার,
সেবায় যতেক নিয়োজিত ॥

তবে ভুজঙ্গম পতি, পুছে জরৎকারী প্রতি,
কহ তুমি ইহার কারণ।
কহ সত্য জরৎকারী, কি দোষ তোমার হেরি,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন॥
আমি তাঁরে ভাল জানি, বড় উগ্র সেই মুনি,
বিনা দোষে ত্যজিয়াছে তোমা।
তথাপি কি বল দোষ, করিলেক এত রোষ,
একা গৃহে ছাড়ি গেল রামা॥
জরৎকারী বলে ভাই, শুন তবে বলি তাই,
আজিকার দিন অবসানে।
শির দিয়া মোর উরে, নিদ্রা গেল মুনিবরে;
অস্ত গেল তপন গগনে।
সন্ধ্যা হত হয় মুনি, মনে ভয় আমি গণি,
জাগরণে পাছে ক্রোধ করে।
সন্ধ্যা হীন যেই দ্বিজ, সর্প যেন হীন বীজ,
একারণে জাগাইলাম তাঁরে॥
জাগি রক্তমুখ কোপে, দেখিয়া হৃদয় কাঁপে;
বলে মোরে অবজ্ঞা করিলি।
আমি সন্ধ্যানাকরিতে, সন্ধ্যা যাবে কোনমতে,
সন্ধ্যারে ডাকিল ইহা বলি॥
সন্ধ্যা মনে ভয় পাই, বলে আমি নাহি যাই,
আছি যে তোমার অনুরোধে।
সন্ধ্যার বচন শুনি, ত্যাগ করি গেল মুনি,
এই মাত্র মোর অপরাধে॥
মুনির বচন শুনি, বিস্ময় মানিল ফণী,
ভগিনীরে তোষে মৃদুভাষে।
ভাল হৈল গেল দ্বিজ, দুঃখ না ভাবিহ নিজ;
থাক গৃহে পরম হরিষে॥
প্রাণেক সহোদর, আর যত অনুচর,
সহস্রেক বন্ধুর সহিত।
সেবিবে তোমার পায়; সর্ব্বদা ঈশ্বরী প্রায়,
মম গৃহে থাক অচিন্তিত॥
এত বলি ফণিবর, ডাকি সব সহোদর,
নিয়োজিল তাহার সেবনে।
হেনমতে জরৎকারী, সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি,
রহিলেন ভ্রাতার সদনে॥
গর্ভ বাড়ে অহর্নিশি, শুক্লপক্ষে যেন শশী;
প্রসবিল সময় সংযোগে।
পরম সুন্দর কায়, শিশু পূর্ণ শশী প্রায়,
দেখি আনন্দিত সব নাগে॥
রূপে গুণে অনুপম, আস্তিক রাখিল নাম,
গর্ভকালে কহি গেল পিতা।
শৈশব হইতে সুত, সকল গুণের যুত,
বেদ বিদ্যা ব্রতে অনুগতা॥
আস্তিকের জন্ম কথা, অপূর্ব্ব ভারত গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥
সৌতি বলে অপূর্ব্ব শুনহ মুনিগণ।
কহিব অপূর্ব্ব কথা পুরাণ বচন॥
অবন্তীনগরে দ্বিজ নাম সান্দীপন।
তাঁর স্থানে শিষ্যগণে করে অধ্যয়ন॥
এক শিষ্যে নিজ গাভী কৈল সমর্পণ।
গুরু আজ্ঞা পাইয়া সে করয়ে রক্ষণ॥
কতদিনে বলে গুরু কহ বাছাধন।
বড় পুষ্ট দেখি আমি তোমার বদন॥
কিবা খাও কোথা পাও কহ সত্যবাণী।
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি যোড়পাণি॥
গাভীগণ দোহনান্তে পীয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে যে খাই আমি করিয়া দোহন॥
গুরু বলে এত দিনে সব জানা গেল।
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল॥
আর কভু তুমি না করিহ হেন কায।
গাভী দুহি খাও তুমি নাহি হয় লাজ॥
গুরু আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাভী লৈয়া।
কত দিনে পুনঃ তারে কহিল ডাকিয়া॥
উচিত কহিতে শিষ্য না হইও রুষ্ট।
পুনশ্চ তোমারে দেখি বড় হৃষ্টপুষ্ট॥
গাভী দুগ্ধ পুনঃ বুঝি তুমি কর পান।
শিষ্য বলে গোসাঞি করহ অবধান॥
যেই হৈতে তুমি মোরে করিলে বারণ।
ভিক্ষা করি করি নিত্য উদর ভরণ॥
গুরু বলে ভিক্ষা করি পুরহ উদরে।
এবে ভিক্ষা করি সব আনি দেহ মোরে॥
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল দ্বিজবর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কত দিবস অন্তর॥
কহ শিষ্য বড় পুষ্ট দেখি তব কায়।
কি খাইয়া রহিয়াছ কহিবে আমায়॥
শিষ্য কহে গাভী রাখি অরণ্য ভিতর।
রক্ষক রাখিয়া আমি যাই যে নগর॥
দিবসের যত ভিক্ষা আনি তব ঘরে।
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে॥
হাসিয়া বলিল গুরু এ কোন বিচার।
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্র দিবা লহ আপনার॥

রাত্রি দিবা যত পা'ও আমি দিবা মোরে।
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল বনান্তরে॥
ক্ষুধায় অকুলআত্মা ভ্রমে বনে বন।
অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ॥
বড়ই দুর্ব্বল হৈল শীর্ণ হৈল কায়।
দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন।
নিরুদক কূপমধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
গৃহেতে আইল সব গোধনের পাল॥
শিষ্য না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর।
অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ্য ভিতর॥
কোথা গেলে উদ্দালক ডাকে দ্বিজবর।
উদ্দালক বলে আমি কূপের ভিতর॥
গুরু বলে উদ্দালক পড়িলা কি মতে।
উদ্দালক বলে আমি না পাই দেখিতে॥
অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হৈল।
শুনিয়া আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল॥
দেব বৈদ্য অশ্বিনী কুমার দুই জন।
শীঘ্র কর দ্বিজবর তাহার স্মরণ॥
এত শুনি দ্বিজ বহু স্তবন করিল।
ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল॥
কূপ হৈতে উঠিয়া ধরিল গুরুপাদ।
সন্তুষ্ট হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ॥
চার বেদ যত শাস্ত্র জানহ সকলে।
যাহ দ্বিজ নিজ গৃহে পরম মঙ্গলে॥
আজ্ঞা পাইয়া গেল দ্বিজ পরম আহ্লাদে।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞান হৈল গুরু আশীর্ব্বাদে॥
তবেত দ্বিতীয় শিষ্য নাম সন্তাপন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ॥
শুষ্ক ক্ষেত্র জল যায় বাহির হইয়া।
যত্ন করি আল বান্ধি জল রাখ গিয়া॥
আজ্ঞা মাত্রে সন্তাপন করিল গমন।
আল বান্ধিবারে বহু করিল যতন॥
দন্তেতে খুদিয়া মাটী বাঁধালেতে ফেলে।
রহিতে না পারে মাটি অতি বেগে চলে॥
পুনঃ পুনঃ সন্তাপন করিল যতন।
না পারিল ক্ষেত্র জল করিতে রক্ষণ॥
জল সব যায় গুরু আছে কোপ করে।
আপনি শুইল দ্বিজ বাঁধাল উপরে॥
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী।
না আইল শিষ্য দ্বিজ চলিল আপনি॥
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্যবলে শুইয়াছি বাঁধের উপর॥
বহু যত্ন করিলাম নহিল বন্ধন।
আপনি শুইনু বাঁধে তাহার কারণ॥
শুনিয়া বলিল গুরু আইস উঠিয়া।
শীঘ্র উঠি গুরু পদে প্রণমিল গিয়া॥
আশীষ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারি বেদে যত শাস্ত্রে হও জ্ঞানবান॥
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজবর।
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীরাম দাস কহে লোক পরিত্রাণ॥
উতঙ্ক তৃতীয় শিষ্য পড়ে গুরু স্থানে।
কত দিনে যায় গুরু যজ্ঞ নিমন্ত্রণে॥
উতঙ্কে বলিল গুরু থাক তুমি ঘর।
কিছু নষ্ট নহে যেন থাকিবে গোচর॥
এত বলি গেল দ্বিজ যথা যজ্ঞস্থান।
কত দিনে গুরু পত্নী কৈল ঋতুস্নান॥
উতঙ্কে ডাকিয়া তবে ব্রাহ্মণী কহিল।
তোমা সমর্পিয়া গৃহ তব গুরু গেল॥
কোন দ্রব্য নষ্ট যেন নহে কদাচন।
ঋতু নষ্ট হয় তুমি করহ রক্ষণ॥
শুনিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল উতঙ্ক।
উদ্বিগ্ন বসিয়া তবে হৃদয়ে আতঙ্ক॥
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
গৃহরক্ষা হেতু গুরু রাখিল আমায়॥
ঋতুরক্ষা কর্ম্ম এই না হয় আমার।
পরদার মহাপাপ তাহে গুরুদার॥
এত চিন্তি ব্রাহ্মণীরে না দিল উত্তর।
ব্রাহ্মণ আইল কত দিবস অন্তর॥
উতঙ্কের প্রতি ব্রাহ্মণীর তাপ জাগে।
একান্তে ব্রাহ্মণী কহে ব্রাহ্মণের আগে॥
দিবে গুরুদক্ষিণা উতঙ্ক যেইক্ষণে।
পাঠাইবা তাহাকে আমার সন্নিধানে॥
তবে দ্বিজ জানিল এ সব বিবরণ।
তুষ্ট হৈয়া উতঙ্কে বলিল ততক্ষণ॥
যাহ দ্বিজ সর্ব্বশাস্ত্রে হও তুমি জ্ঞাত।
শুনিয়া উতঙ্ক কহে করি যোড়হাত॥
আজ্ঞা কর গোসাঞি দক্ষিণা কিছু দিব।
গুরু বলে আমিত তোমায় না মাগিব॥
যদি দিবা দেহ গুরুপত্নী যাহা মাগে।
এত শুনি গেল দ্বিজ গুরুপত্নী আগে॥

দক্ষিণা যাচয় দ্বিজ করি যোড়পাণি।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী॥
পৌষ্য নৃপতির স্ত্রীর শ্রবণ কুণ্ডল।
আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল॥
সপ্ত দিন ভিতরে আনিয়া দিবে মোরে।
না আনিলে দিব শাপ কহি যে তোমারে॥
এত শুনি উতঙ্ক গুরুকে নিবেদিল।
যাও হে নির্ব্বিঘ্নে আইস গুরু আজ্ঞা দিল॥
গুরুকে প্রণাম করি উতঙ্ক চলিল।
কত দূরে পথে এক বৃষভ দেখিল॥
পুরীষ ত্যজিয়া বৃষ আছে দাঁড়াইয়া।
উতঙ্কে দেখিয়া বৃষ বলিল ডাকিয়া॥
হের দেখ মল মোর উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
হইবে তোমার প্রিয় করহ ভক্ষণ॥
উতঙ্ক বলিল হেন নহে কদাচন।
অসম্মান পথে প্রিয় নাহি প্রয়োজন॥
বৃষ বলে অসম্মান নহে দ্বিজবর।
তোমার গুরুর দিব্য খাও এ গোবর॥
গুরু দিব্য জানি দ্বিজ ভাবিল বিস্তর।
গোবর ভক্ষণ করি চলিল সত্বর॥
তথা হৈতে চলি গেল পৌষ্য নৃপবর।
মাগিল কুণ্ডল যুগ্ম ভূপতি গোচর॥
ভূপ পাঠাইল দ্বিজে রাণীর সদনে।
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল দিলেন ততক্ষণে॥
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল কাটিয়া দিল রাণী।
পাইয়া কুণ্ডল চলি গেলা দ্বিজমণি॥
যেই ক্ষণে দ্বিজ হাতে কুণ্ডল পাইল।
সেই ক্ষণে তক্ষক তাহার সঙ্গ নিল॥
পরশ করিতে দ্বিজে নাহিক শকতি।
পাছেং হইয়া থাকে সন্ন্যাসী মূরতি॥
কত পথে উতঙ্ক দেখিয়া সরোবর।
স্নানেতে নামিল বস্ত্র থুইয়া উপর॥
বসন ভিতরে দ্বিজ কুণ্ডল থুইল।
ছিদ্র পাইয়া তক্ষক কুণ্ডল হরে নিল॥
উতঙ্ক থাকিয়া দেখে জলের ভিতর।
সন্ন্যাসী কুণ্ডল লৈয়া পশিল বিদার॥
ত্যজিয়া যে স্নান দ্বিজ ধায় মুক্ত চুল।
বিদারে দ্বার দেখে না পৈশে অঙ্গুল॥
উপায় না দেখি মুনি বিষাদিত মন।
নখেতে বিদার দ্বার করয়ে খনন॥
এ সকল বৃত্তান্ত জানিল পুরন্দর।
ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখ হইল অন্তর॥
সেই দণ্ডে নিজ বজ্র কৈল নিয়োজন।
বিদারের দ্বার মুক্ত কৈল ততক্ষণ॥
পাতালে প্রবেশ গিয়া উতঙ্ক করিল।
ভ্রমিল অনেক দেশ যতেক দেখিল॥
চন্দ্র সূর্য্য গতায়াত গ্রহ তারাগণ।
মাস বর্ষ ষড়ঋতু সবার সদন॥
অনেক ভ্রমিল দ্বিজ পাতাল ভিতরে।
না দেখিল সন্ন্যাসীরে গেল কোথাকারে॥
হেন কালে অশ্বরূপে বলে বৈশ্বানর।
হে উতঙ্ক ব্রাহ্মণ আমার বাক্য ধর॥
গুরু জ্ঞানে মোরে তুমি করহ বিশ্বাস।
শ্রেয়ঃ হবে মম গুহ্যে করহ বাতাস॥
গুরুনাম শুনি দ্বিজ বিলম্ব না কৈল।
কিছু না পাইয়া মুখ ফুক গুহ্যে দিল॥
গুহ্যে ফুক দিতে ধূম বাহিরায় মুখে।
ধূমময় সকল করিল নাগলোকে॥
প্রলয়ের প্রায় হৈল ঘোর অন্ধকার।
বিস্ময় হইয়া নাগ করিল বিচার॥
বাসুকি প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ নাগগণ।
কি হেতু হইল ধূম জিজ্ঞাসে কারণ॥
চরমুখে বৃত্তান্ত পাইল ততক্ষণ।
তক্ষকে আনিয়া বহু করিল গর্জ্জন॥
দেহ শীঘ্র কুণ্ডল ব্রাহ্মণ হউক সুখী।
এত বলি দ্বিজে তুষ্ট করিল বাসুকি॥
কুণ্ডল পাইয়া দ্বিজ গেল অশ্বস্থানে।
পৃষ্ঠে করি অশ্ব লইয়া থুইল ব্রাহ্মণে॥
সপ্ত দিন পূর্ব্বে আইল গুরুর গৃহেতে।
দেখে গুরুপত্নী ক্রোধে আছে জল হাতে॥
মুখেতে নির্গত হৈতে ছিল বজ্রবাণী।
হেনকালে উতঙ্ক দিলেন যুগ্মমণি॥
কুণ্ডল পাইয়া হৃষ্ট ব্রাহ্মণী হইল।
উতঙ্ক সকল কথা গুরুকে কহিল॥
গুরু বলে যেই বৃষ দিলেন গোবর।
বৃষ নহে অমৃত দিলেন পুরন্দর॥
সন্ন্যাসীর বেশে যেই হরিল কুণ্ডল।
তক্ষক বিবর দ্বারে গেল রসাতল॥
অশ্বরূপে যে তোমার কৈল উপকার।
অশ্ব নহে অগ্নি ইষ্ট সহজে আমার॥
এত শুনি উতঙ্কের মনে হৈল তাপ।
বিনা দোষে দুঃখ মোরে দিল দুষ্টসাপ॥
তার সমুচিত ফল দিব আমি তারে।
এত শুনি বিদায় মাগিল দ্বিজবরে॥

গুরু প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
যথা রাজা জন্মেজয় চলিল ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল বন্দন।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে কেন আগমন॥
দ্বিজ বলে ভূপতি করহ কোন কর্ম্ম।
পিতৃ বৈরী না নাশিলে নহে পুত্রধর্ম্ম॥
চণ্ডাল তক্ষক নাগ বড় দুরাচার।
দংশিল তোমার বাপে বিখ্যাত সংসার॥
তাহার উচিত রাজা করিতে যুয়ায়।
সর্পকুল বিনাশিতে করহ উপায়॥
উতঙ্ক বচন শুনি রাজা জন্মেজয়।
মন্ত্রিগণে জিজ্ঞাসিল মানিয়া বিস্ময়॥
কহ সত্য মন্ত্রিগণ ইহার কারণ।
তক্ষক দংশনে হৈল পিতার মরণ॥
ব্রহ্মশাপে মরিলেন পিতা হেন জানি।
তক্ষক এমন কৈল কভু নাহি শুনি॥
রাজার এমন বাক্য শুনি মন্ত্রিগণ।
কহিতে লাগিল তবে কথা পুরাতন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান॥

জন্মেজয়ের যজ্ঞের মন্ত্রণা।

মন্ত্রিগণ বলে রাজা কর অবধান।
প্রতাপে তোমার পিতা পাণ্ডব সমান॥
মৃগয়া করিতে রাজা ভ্রমে বনেবন।
এক দিন হৈল তথা দৈব নিবন্ধন॥
বিন্ধিয়া হরিণ রাজা পাছে২ ধায়।
আচম্বিতে দ্বিজ এক দেখিল তথায়॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা জিজ্ঞাসিল তাঁরে।
মৌনে ছিল কিছু নাহি কহিল রাজারে॥
ক্রোধে মৃত সর্প তাঁর গলে জড়াইল।
কিছু না বলিল মুনি রাজা ঘরে গেল॥
শৃঙ্গী নামে ঋষিপুত্র দিল শাপবাণী।
সপ্তম দিবসে তোরে দংশিবেক ফণি॥
পুত্র শাপ দিল পিতা দুঃখিত হইয়া।
রাজারে জানায় মুনি দূত পাঠাইয়া॥
বার্ত্তা পাইয়া করিলেন তাহার উপায়।
সপ্তম দিবস কথা কহি শুন রায়॥
কশ্যপ নামেতে মুনি সর্পমন্ত্রে গুণি।
রাজারে দংশিবে সর্প লোক মুখে শুনি।
রাখিতে আসিতে ছিল হস্তিনানগরে।
পথে দেখা পাইল তক্ষক বিষধরে॥
নিজ নিজ গুণ পরীক্ষাতে দুইজনে।
ভস্ম হৈয়া গেল বৃক্ষ তক্ষক দংশনে॥
পুনরপি কশ্যপ রাখিল মন্ত্রবলে।
সেকারণে ধন তারে ফণিবর দিলে॥
ধন পেয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাহুড়িল।
কপটে তক্ষক আসি দংশন করিল॥
এত শুনি ভূপ জিজ্ঞাসিল আরবার।
সত্য কহ শুনিয়া করিব প্রতিকার॥
কশ্যপে তক্ষকে কথা হইল যখনে।
এ সকল বার্ত্তা কহিলেন কোন জনে॥
মন্ত্রিগণ বলে সর্প যে বৃক্ষ দংশিল।
কাষ্ঠ হেতু সেই বৃক্ষে একজন ছিল॥
বৃক্ষের সহিত সেই ভস্ম হৈয়া গেল।
পুনরপি বৃক্ষে সহিত সে জীবিল॥
দেখিল শুনিল যত কহিল নগরে।
এত শুনি ভূপতি কচালে কর করে॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে করয়ে ক্রন্দন।
গদ গদ ভাবে রাজা বলেন বচন।
আশ্চর্য্য শুনিনু যত কশ্যপের কথা।
মন্ত্র বলে রাখিতে পারিত মম পিতা॥
দারুণ তক্ষক সর্প তারে ফিরাইল।
তক্ষক আমার বৈরী এবে জানা গেল॥
বিপ্রের বচনে আসি করিল দংশন।
কশ্যপেরে ফিরাইল কিসের কারণ॥
ধন দিয়া করে লোক পর উপকার।
ধন দিয়া মম পিতা করিল সংহার॥
পুনরপি রাজা কহে শুন মন্ত্রিগণ।
সত্য কহিলেন যত উতঙ্ক ব্রাহ্মণ॥
উতঙ্কের প্রেম আর প্রিয় পিতৃকর্ম্ম।
ধ্বংসিব নাগের কুল এই মম কর্ম্ম॥
এতেক বলিয়া রাজা আনি পুরোহিত।
আর যত দ্বিজগণ আনিল ত্বরিত॥
সবারে কহিল রাজা নিজ প্রয়োজন।
মম পিতৃ বৈরী যত আছে সর্পগণ॥
সর্প বিনাশিতে চেষ্টা হইল আমার।
সবংশে সকল নাগ করিব সংহার॥
বিষজালে যেমন পুড়িল মম বাপ।
সেইরূপ অগ্নিতে পোড়াও সব সাপ।
বিপ্রগণ বলে রাজা আছয়ে উপায়।
সর্প সংহারিতে যজ্ঞ কর কুরুরায়॥
তোমার নামেতে মন্ত্র আছে বেদমতে।
তোমা বিনা নাহি শক্তি অন্যের করিতে॥

এত শুনি নরপতি আনন্দিত মন।
আজ্ঞা দিল পাত্রগণে যজ্ঞের কারণ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা যত পাত্রগণ।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আনিল তখন॥
পত্রেতে লিখিয়া দ্রব্য বলে পাত্রগণ।
দেশ দেশান্তর হৈতে আনে সর্ব্বজন॥
সঙ্কল্প করিল রাজা শাস্ত্রের বিধান।
শিল্পকারে যজ্ঞস্থান করিল নির্ম্মাণ।
যজ্ঞকুণ্ড করিল সে শিল্প বিচক্ষণ।
রাজারে ভবিষ্য কথা কৈল নিবেদন॥
দেখিলাম রাজা যজ্ঞ পূর্ণ না হইবে।
ব্রাহ্মণ হইতে তব যজ্ঞ বিঘ্ন হবে॥
শুনি নরপতি তবে বলে দ্বারিগণে।
যজ্ঞকালে আসিতে না দিবে কোনজনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

জন্মেজয়ের যজ্ঞারম্ভ।

ঘৃত বস্ত্র যব ধান্য কাষ্ঠ রাশিং।
আনাইল যজ্ঞ হেতু কত দ্বিজ ঋষি॥
হোতা চণ্ড ভার্গব নামেতে দ্বিজবর।
সদাচারী ব্রহ্মী দ্বিজ আনিল বিস্তর॥
ঋষি সে নারদ ব্যাস মর্কণ্ড পিঙ্গল।
উদ্দালক সৌনক আইল সে দেবল॥
বিপ্রগণ বেদমন্ত্রে জ্বালিল অনলে।
লইয়া নাগের নাম অগ্নিকুণ্ডে তুলে॥
পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি দেখি নাগে ভয়।
মন্ত্রবলে আসি কুণ্ডে পড়ে ভস্ম হয়॥
আকাশে থাকিয়া যেন মেঘে বৃষ্টি করে।
বৃষ্টি ধারাবৎ পড়ে অগ্নির উপরে॥
হাহাকার শব্দ হৈল নাগের নগরে।
প্রলয় সমুদ্র শব্দ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
আপন ইচ্ছায় উঠে আকাশ উপরে।
নানাবর্ণে নাগ পড়ে কুণ্ডের ভিতরে॥
কেহ অশ্ব কেহ উষ্ট্র কেহ হস্তি প্রায়।
কেহ কৃষ্ণবর্ণ কেহ শুক্লবর্ণ কায়॥
জলমধ্যে গর্ত্তমধ্যে কোঠরে প্রবেশে।
যজ্ঞস্থানে টানি বান্ধি আনে যজ্ঞপাশে॥
এক শত দুই শত পঞ্চশত শির।
পর্ব্বত জিনিয়া কার বিপুল শরীর॥
মস্তকে লাঙ্গুল ফিরে জিহ্বা লম্বমান।
কাতর হইয়া কেহ যায় গড়াগড়ি॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে হইয়া ব্যাকুলে।
মহানাদে গর্জ্জি সব পরয়ে অনলে॥
দুর্গন্ধ হইল যত পুরিল সংসার।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হৈল চমৎকার॥
যখন প্রতিজ্ঞা সে করিল জন্মেজয়ে।
ইন্দ্রস্থানে তক্ষক শরণ নিল ভয়ে।
কহিল বৃত্তান্ত যত যজ্ঞের কারণ।
জন্মেজয় যজ্ঞ করে সর্পের নিধন॥
প্রাণ ভয়ে শরণ লইল সুরেশ্বর।
শুনিয়া নির্ভয় তারে দিল পুরন্দরে॥
নির্ভয় হইয়া তথা তক্ষক রহিল।
এখানে সাপের কুল উৎপন্ন হইল॥
যজ্ঞে ভস্ম হয় যত নাগের সমাজ।
চমকিত হইল বাসুকি নাগরাজ॥
ভয়েতে কম্পিত তনু মুহ্যু ঘন ঘন।
ভাগিনীরে ত্বরিত করিল নিবেদন॥
দেখহ নাগিনী সব নাগের সংহার।
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে আমার॥
নাগবংশ রক্ষা হেতু তোমার নন্দন।
পুত্র কহি রাখ শেষ আছে যত জন॥
মায়ের শাপেতে যেই চিত্তে ছিল ভয়।
সেই কালে হৈল এই নাগের প্রলয়॥
ভ্রাতারে আকুল দেখি কান্দয়ে নাগিনী।
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে সকরুণ বাণী॥
ভ্রাতৃগণে আমার হইল মাতৃশাপ।
সেই হেতু আমায় পালিল তোর বাপ॥
মোর ভ্রাতৃগণ হয় মাতুল তোমার।
এ মহাপ্রলয়ে প্রাণ রাখহ সবার॥
আস্তিক বলিল কান্দ মাতা কি কারণ।
যে আজ্ঞা করিবে মাতা করিব এখন॥
জরৎকারী বলে যজ্ঞ করে জন্মেজয়।
মন্ত্রবলে সকল ভুজঙ্গ করে ক্ষয়॥
মুমূর্ষু মাতুলবংশ করিতে উদ্ধার।
তোমা বিনা ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর॥
আস্তিক বলিল মাতা না কর বিষাদ।
এখনি খণ্ডিব মাতা নাগের প্রমাদ॥
বাসুকিরে বল তুমি থাকহ নির্ভয়।
এখনি করিব ত্রাণ নাহিক সংশয়॥
মাতুলে নির্ভয় করি চলিল ত্বরিত।
জন্মেজয় যজ্ঞস্থানে হৈল উপনীত॥
প্রবেশ করিতে দ্বারী নাহি দেয় তাঁরে।
ক্রোধেতে আস্তিক কহে কম্প্র ওষ্ঠাধরে॥

ব্রাহ্মণ হেন্মন কর মূঢ় দুরাচার।
নাহি জান এই হেতু হইবে সংহার॥
আস্তিকের ক্রোধ দেখি দ্বারী কম্পমান।
দ্বার ছাড়ি প্রণমিল অতি সাবধান॥
তথা হৈতে আস্তিক গেলেন যজ্ঞস্থান।
বেদধ্বনি করি সভা কৈল কম্পবান॥
সভার ব্রাহ্মণগণে করিল বন্দন।
ভূপতিরে বলে তবে আশীষ বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে কর্ণভরি॥

যজ্ঞস্থানে আস্তিকের আগমন।

আইল আস্তিক মুনি, করি মহা বেদধ্বনি,
ভূপতিকে করিল কল্যাণ।
ধন্য যত চন্দ্রবংশ, হেনপুত্র অবতংশ,
ক্ষত্র মধ্যে না দেখি সমান॥
দেখেছি শুনেছি কত, যজ্ঞ হৈল যত যত,
কারে দিব ইহার তুলনা।
যজ্ঞ কৈল ইন্দ্র যম, কুবের বরুণ সোম,
আর যত না যায় গণনা॥
যুধিষ্ঠির পাণ্ডুপতি; বাসুদেব মহামতি,
শ্বেতবাহ নহুষ যযাতি।
মান্ধাতা মরুৎ ভূপ, নানা যুগে প্রতিরূপ,
দক্ষিণ সগর দাশরথি॥
ইক্ষ্বাকু ভরত আজ, রাজা শিবি শিখিধ্বজ,
নানা যজ্ঞ করিল বহুল।
কেহশত কেহ ত্রিশ, কেহ ষষ্টি কেহ বিশ,
এক যজ্ঞ নহে সমতুল॥
পুত্র সহ ব্যাস ঋষি, যিনি এ সভায় বসি,
যজ্ঞ হেতু শিষ্যগণ লৈয়া॥
সাক্ষাৎ হইয়া যায়, বৈশ্বানর হবি খায়;
শিখা যায় প্রদক্ষিণ হৈয়া॥
ধন্য শ্রীজন্মেজয়, নাহি হবে নাহি হয়,
তুলনা নাহিক ভূমণ্ডল।
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠীর, ধনুর্ব্বেদে রঘুবীর;
কীর্ত্তি ভগীরথ সমতুল॥
তেজে সূর্য্য সম প্রভ, রূপ যেন কামদেব,
ব্রহ্মচারী ভীষ্মের সমান।
ধর্ম্মেতে বাল্মীকি মুনি, ক্ষমাতে বশিষ্ঠ গণি,
বৈভবেতে যেন মরুত্মান॥
আস্তিক বচন শুনি; জন্মেজয় নৃপমণি,
মন্ত্রীগণে বলেন বচন।

বালক দ্বিজের সুত, কথা কহে বৃদ্ধমত,
যত যত পূর্ব্ব পুরাতন॥
যাহা মাগ দিব আমি, গো অন্ন কাঞ্চন ভূমি,
এ দ্বিজের পুরাইব আশ।
মাগ শিশু যেই মনে, মনোনীত মম স্থানে,
এত বলি করিল আশ্বাস॥
এত বলি হোতাগণে, বলিলরাজার স্থানে,
নহে এই দানের সময়।
যজ্ঞপূর্ণ নাহি করি, তক্ষক সে পিতৃ বৈরী,
যাবৎ অনলে ভস্ম নয়॥
শুনি রাজা বলে দ্বিজে, রাখিয়াছ কোনকাযে
অদ্যাপিহ তক্ষক দারুণ।
দ্বিজ বলে নৃপমণি, তক্ষক দারুণ ফণী,
দেবরাজে লয়েছে শরণ॥
শুনি রাজা মহাকোপে, দশনে অধর চাপে,
বলিল যতেক দ্বিজগণে।
ইন্দ্র রাখে মম বৈরী, তাহার সহিত করি,
তক্ষকেও লও হুতাসনে॥
ভূপতির আজ্ঞা পাইয়া, স্রবদণ্ড হাতে লৈয়া,
সিদ্ধগণ মন্ত্র উচ্চারিল।
দ্বিজের মন্ত্রের তেজে, রথে চড়ি দেবরাজে,
দেবগণ সংহতি চলিল॥
অপ্সরি অপ্সর যত, বাদ্য গীতে হৈয়া রত
মন্ত্রপাশে হইয়া বন্ধিত।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
কাশীরামদাসে বিরচিত॥

আস্তিক কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞ বিঘ্ন।

সূর্য্যমণ্ডলেতে শুনি নৃত্য গীত নাদ।
যত যজ্ঞের হোতাগণ গণিল প্রমাদ॥
ভূপতির ক্রোধে করিলাম কোন কায।
সর্ব্বনাশ হয় আজি মরে দেবরাজ॥
এত চিন্তি হোতাগণ করিল বিচার।
ইন্দ্র ছাড়া তক্ষকে আকর্ষে আরবার॥
তক্ষক প্রভাবে ইন্দ্র উত্তরিতে করি।
অনুগত রক্ষা হেতু আছে কান্ধে ধরি॥
রাখিতে নারিল ইন্দ্র করিয়া যতন।
ইন্দ্র হৈতে ছাড়াইল মন্ত্রের বন্ধন॥
আইসে যতেক নাগ করিয়া গর্জ্জন।
সঘন নিশ্বাস ঘোর করিয়া ক্রন্দন॥
মূর্ত্তিমান বায়ু যেন ফিরয়ে আকাশে।
অবশ হইয়া নাগ অন্তরীক্ষে আইসে॥

মাতুল অনলে পোড়ে আস্তিক জ নিল।
অন্তরীক্ষে তিষ্ঠ বলি আস্তিক কহিল॥
শূন্যেতে রহিল সাপ আস্তিকের বোলে।
তক্ষক সঘনে কাঁপে ব্রহ্মমন্ত্র বলে॥
আস্তিক বলিল রাজা হও কৃপাবান।
আজ্ঞাকর ভূপতি মাগি যে আমি দান॥
রাজা বলে দ্বিজ শিশু বৈসহ সভায়।
যা মাগিবে দিব আমি বলেছি তোমায়॥
যজ্ঞপূর্ণ দিব পিতৃবৈরী দুরাচার।
এই মাত্র মুহূর্ত্তেক বিলম্ব আমার॥
আস্তিক বলিল যদি তক্ষকে পোড়াবে।
তবে তুমি মোরে আর কোন দান দিবে॥
আস্তিকের বাক্যশুনি রাজা চমৎকার।
রাজা বলে যাহা চাহ দিব আমি আর॥
আস্তিক বলিল রাজা কর অবধান।
ইহা বিনা তোমারে না মাগি আমি দান॥
রাজা বলে দ্বিজ হেন না বলিহ আর।
মম পিতৃবৈরী যে তক্ষক দুরাচার॥
তার হেতু মরিলেক ভুজঙ্গ সকল।
তারে না মারিলে যজ্ঞ সকলি বিফল॥
তাঁহার নিধনে তুমি না হও বাধক।
অন্য যাহা ইচ্ছা মোরে মাগহ বালক॥
আস্তিক বলিল রাজা তুমি সুপণ্ডিত।
তোমারে বুঝাবে অন্য না হয় উচিত॥
আয়ুশেষে যমে নিল তোমার জনকে।
অকারণে অপরাধী করহ তক্ষকে॥
অসংখ্য ভুজঙ্গগণে করিলে সংহার।
হিংসক জনে মার না করি বিচার॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সভা দেখি যে তোমার।
নিষেধ না করে কেহ জীবের সংহার॥
আস্তিক বলিল যদি এতেক বচন।
রাজারে বলিল তবে অন্য সভাজন॥
আপনি বলিল ব্যাস ডাকিয়া রাজারে।
প্রবোধ করহ মহারাজ ব্রাহ্মণেরে।
নিবৃত্ত করহ যজ্ঞ সবে বলে ডাকি।
ব্রাহ্মণ বালকে রাজা না কর অসুখী॥
নিবৃত্তহ বলি হৈল মহাধ্বনি।
নিষেধ করিল যজ্ঞ ভূপতি আপনি॥
সর্প যজ্ঞ নরেন্দ্র করিল নিবারণ।
আস্তিকের পূজা কৈল দিয়া বহুধন॥
নানা দানে তুষিলেন যত দ্বিজগণ।
নিজ২ দেশে সবে করিল গমন॥
আস্তিকে বলিল রাজা করিয়া যেমনি॥
অশ্বমেধ কালেতে আসিবে দ্বিজমণি॥
তবেত আস্তিক গেল আপনার ঘর।
কহিল বৃত্তান্ত মাতৃ মাতুল গোচর॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ হৈল আনন্দিত।
নাগলোকে উৎসব হইল অপ্রমিত॥
যে কিছু আছিল নাগ একত্র হইয়া।
পূজা করে আস্তিকেরে বহু রত্ন দিয়া॥
পুনর্জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয়।
বর দিব মাগ তুমি যাহা মনে লয়॥
আস্তিক বলিল যদি সবে দিবে বর।
এই বর মাগি আমি সবার গোচর॥
প্রতি সন্ধ্যাকালে যেই মম নাম লবে।
নাগগণ হৈতে তার সংশয় নহিবে॥
আমার চরিত্র যেই করিবে শ্রবণ।
নাগ হৈতে কভু ভীত নহিবে সে জন॥
এ সব নিয়ম যেই করিবে লঙ্ঘন।
সতাকর তবে তার নিশ্চয় মরণ॥
কাটিলক শির যেন শিরিষের ফল।
অস্তিকের বাক্য যেই করিবে নিস্ফল॥
বরদান করিলাম বলে নাগগণে।
নিকট না যাব কেহ তোমার স্মরণে॥
আদিপর্ব্ব ভারতের নানা উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

জন্মেজয়ের ধর্ম্ম হিংসা।

সৌতি বলে তবে পরীক্ষিতের নন্দন।
ডাকিয়া আনিল যত পাত্র মিত্রগণ॥
সবারে বলয়ে রাজা করিয়া বিলাপ।
না হইল দুর মম হৃদয়ের তাপ॥
আপনার চিত্তে আমি করিনু বিচার।
দ্বিজ বিনা শত্রু মম কেহ নাহি আর॥
ধর্ম্মশীল তাত মম জগতে বিখ্যাত।
বিনা অপরাধে শাপ দিলেক নির্ঘাত॥
পিতৃ বৈরী বিনাশিতে বহু চেষ্টা ছিল।
তাহে পুনঃ দ্বিজ আসি বান্ধুক হইল॥
শাপেতে নরিল পরিক্ষিত নরবর।
মারিতে রাখিল পুনঃ তক্ষক পামর॥
মম রাজ্যে বসিয়া এতেক অহঙ্কার।
দ্বিজের কুরীত অঙ্গে সহ্য নহে আর॥
ক্রোধানলে মম অঙ্গ হতেছে দাহন।
হেন মনে হয় সব মারিব ব্রাহ্মণ।

পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্য করিলেন দ্বিজ ধ্বংস।
উদর চিরিয়া মারিলেক ভৃগুবংশ॥
সেই মত দ্বিজ সব করিব সংহার।
যে হউক এই সত্য বচন আমার॥
নৃপতির বাক্য শুনি সবে স্তব্ধ হৈল।
যত পাত্র মিত্রগণ উত্তর না দিল॥
রাজা বলে কেহ কেন না দেহ উত্তর।
মন্ত্রিগণ বলে অবধান নরবর॥
বিষম বুঝিয়া বাক্য না আসে মুখেতে।
কে দিবেক যুক্তি রাজা বিপ্র বিনাশিতে॥
কহিলা যে কার্ত্তবীর্য্য মারিল ব্রাহ্মণ।
তার সমুচিত দণ্ড বিখ্যাত ভুবন॥
সেই ভৃগুকুলে জাত রাম ভগবান।
ক্ষত্রিয় শোণিতে ক্ষিতি করাইল স্নান॥
ক্ষত্র বলি পৃথিবীতে না রহিল আর।
ব্রাহ্মণ ঔরবে পুনঃ হইল সঞ্চার॥
বচনে সৃজন করে বচনে পালন।
ক্ষণেকেতে করে ভস্ম যাহার বচন॥
অগ্নি সূর্য্য কালসর্পে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে রাজা নাহিক নিস্তার॥
এক যুক্তি চিত্তেতে আইসে নৃপমণি।
উপায় করিয়া বিপ্রবীর্য্য কর হানি॥
কুশোদকে বিপ্রের পবিত্র হয় অঙ্গ।
কুশ বিনা হইবেক কর্ম্ম অঙ্গ ভঙ্গ॥
হীন তেজে হইবে দ্বিজের কর্ম্ম হীন।
পশ্চাৎ করিব দণ্ড ধর্ম্মে হৈলে ক্ষীণ॥
রাজা বলে ভাল যুক্তি কৈলে সর্ব্বজন।
এ মতে নাশিব দ্বিজ, নিল মম মন॥
এত বলি নরপতি দূতগণে আনে।
আজ্ঞা করি ডাকিয়া আনিল কোড়াগণে॥
সব কোড়াগণ তোরা চতুর্দ্দিকে যাহ।
পৃথিবীর যত কুশ খুঁদিয়া ফেলহ॥
মন্ত্রিগণ বলে রাজা এ নহে বিচার।
রাজা নষ্ট করে কুশ বলিবে সংসার॥
না খুদিলে মরিবেক করিব উপায়।
ঘৃত দুগ্ধ গুড় মধু আনি দেহ তায়॥
এই সব দ্রব্য ঢালিবেক কুশমূলে।
স্বাদে পিপীলিকা গিয়া খাইব সকলে॥
পিপীলিকা কুশমূল কাটিয়া ফেলিবে।
কার্য্যসিদ্ধি হবে হিংসা কেহ না জানিবে॥
শুনিয়া ভূপতি আজ্ঞা দিল তৎক্ষণ।
চারিভিতে চলিল যতেক দূতগণ॥

রাজার বার্ত্তা হৈল যত অনুচরে।
মারিল সকল কুশ দেশ দেশান্তরে॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদ ধরাগ্রজ॥
কুশ না মিলিল দ্বিজ হৈল চমৎকার।
স্থানেং বসি সবে করেন বিচার॥
এইমত করিল জানিল ব্যাস মুনি।
ভূপতিরে বুঝাবারে চলিলা আপনি॥
ব্যাস দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে বহু করে পূজা॥
আনন্দিত ব্যাস মুনি বসিয়া আসনে।
ভূপতিরে জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে।
বদরিকাশ্রমেতে শুনিলাম সমাচার।
ব্রাহ্মণ হিংসন কর কি মত আচার॥
সর্ব্ব ধর্ম্মে বিজ্ঞ তুমি পণ্ডিত সুজন।
তবে কেন হেন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিলা মন॥
যার ক্রোধে যদুকুল হইল যে ধ্বংস।
যার ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ॥
যার ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি।
যার ক্রোধে লবণ হইল সলিলাব্ধি॥
যার ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ।
যার ক্রোধে ভগাঙ্ক হইল সহস্রাক্ষ॥
যাঁরে সেবি বিজয়ী হইল ত্রিভুবন।
পূর্ব্বেতে যতেক তব পিতামহগণ॥
হেন জন সহ হিংসা কর কি কারণ।
শুনিয়া বলিল রাজা নিজ নিবেদন॥
বিনা অপরাধে বাপে কৈল ভস্মরাশি।
পিতৃবৈরী মারিতে বাধক হৈল আসি॥
এই হেতু ক্রোধ মনে হতেছে আমার।
নিজ দুঃখ নিবেদিনু অগ্রেতে তোমার।
ব্যাসদেব মনে ধীর হও নরপতি।
ক্রোধে ধর্ম্মনাশ করে বিনাশে বিভূতি॥
ব্রাহ্মণেরে ক্রোধ রাজা কর অকারণ।
ভবিষ্যৎ খণ্ডন না হয় কদাচন॥
তোমার পিতার জন্ম হইল যখন।
গণিয়া কহিল যত শাস্ত্র বিজ্ঞগণ॥
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম করিবেক অপ্রমিত।
ভুজঙ্গ দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চিত॥
আমার বচনে স্থির হও গুণাধার।
পিতা হেতু দুঃখ চিন্তা না করহ আর॥
কে খণ্ডাতে পারে রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
অকারণে না বুঝিয়া বিপ্র সহ দ্বন্দ্ব॥

ব্যাসের মুখেতে রাজা শুনিয়া বচন।
ভাবিয়াছ কুশ হিংসা কৈল নিবারণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জন্মেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ।

রাজা বলে অকারণ করিলাম এত।
কোটি অহিংসক সর্প করিলাম হত ॥
এ পাপ নরক হৈতে না দেখি নিস্তার।
কহ মুনি ইহাতে কি মতে পাব পার ॥
জ্ঞাতিবধ করি পূর্ব্বে পিতামহগণ।
অশ্বমেধ করি পাপে হইল মোচন ॥
আমিও করিব সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ।
শুনি নিবেদিল ব্যাস সকল শাস্ত্রজ্ঞ ॥
রাজা বলে মুনি কেন করহ নিষেধ।
পিতৃপিতামহ মোর কৈল অশ্বমেধ ॥
অক্ষম জানিয়া মোরে নিষেধহ প্রায়।
সাক্ষাতে কহি যে যজ্ঞ করিব নিশ্চয় ॥
মুনি বলে ক্ষম তুমি সকল কর্ম্মেতে।
অশ্বমেধ নাহি রাজা এ কলিযুগেতে ॥
মাংস শ্রাদ্ধ সন্ন্যাস গোমেধ অশ্বমেধ।
দেবর হইতে পুত্র কলিতে নিশেধ ॥
অবশ্য করিব যজ্ঞ বলে মহারাজ।
মোর বিঘ্ন করিতে কে আছে ক্ষিতিমাঝ ॥
মুনি বলে করহ যে তব মনে লয়।
কি মতে কহিব আমি বেদে নাহি কয় ॥
এত বলি মুনিরাজ হৈল অন্তর্দ্ধান।
ভূপতি করিল তবে যজ্ঞের বিধান ॥
যজ্ঞ অশ্ব নিয়োজিল সেনাপতিগণ।
বহু দেশ দেশান্তর করিল ভ্রমণ ॥
সম্পূর্ণ বৎসর অশ্ব পৃথিবী ভ্রমিল।
যত রাজগণ বলে জিনিয়া আনিল ॥
যত মুনি দ্বিজগণ ছিল ভূমণ্ডলে।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল যজ্ঞস্থলে ॥
বপুষ্টমা রাণীসহ আছে নরবর।
অসিপত্র ব্রত আচরিয়া সম্বৎসর ॥
হইল বৎসর পূর্ণ চৈত্র পূর্ণমাতে।
কাটিয়া তুরঙ্গ রাজা ফেলিল অগ্নিতে ॥
দ্বিজগণ বেদশব্দে পূরিল গগণ।
শূন্য মণ্ডলেতে থাকি দেখে দেবগণ ॥
অশ্বমেধ পূর্ণ হয় কলিযুগ মাঝ।
বধ নিন্দা ভয়েতে কম্পিত দেবরাজ ॥
কাটা মুণ্ড অশ্বের যে আছিল বিশেষ।
মায়াবলে ইন্দ্র তাহে হইল প্রবেশ ॥
সভামধ্যে নৃত্য করে তুরঙ্গের মুণ্ড।
দেখিয়া আশ্চর্য্য বড় হৈল সভাখণ্ড ॥
রাণীসহ ভূপতি আছয়ে সভামাঝ।
নাচে মুণ্ড সভাখণ্ড পাইল বড় লাজ ॥
যতেক সভার লোক অধোমুখ হৈল।
ব্রাহ্মণ কুমার এক হাসিয়া উঠিল ॥
পুনঃ২ তালি মারে হাসে খল২।
দেখিয়া হইল রাজা জ্বলন্ত অনল ॥
রাজার সম্মুখে ছিল খড়্গ খরসান।
দ্বিজপুত্রে কাটিয়া করিল দুই খান ॥
হাহাকার শব্দ হৈল যজ্ঞের শালায়।
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ পলাইয়া যায় ॥
ব্রহ্মবধী মহাপাপী এই দুরাচার।
দেখিলে হইবে পাপ বদন ইহার ॥
যত দূর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার।
তত দূর দ্বিজের বসতি নাহি আর ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ নাম করিয়া আনিল।
ব্রাহ্মণের মাংস খায় এবে জানা গেল ॥
ফেলাহ ইহার দ্রব্য যে আছে মাথায়।
এত বলি সভা ছাড়ি দ্বিজগণ যায় ॥
ব্রাহ্মণ বধীর মুখ দেখা অনুচিত।
রাজগণ যথা তথা গেল চতুর্ভিত ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ছিল যত জন।
সবে গেল একা মাত্র রহিল রাজন ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরাম দাস শুনি তরিতে সংসার ॥

জন্মেজয়কে ভারত শ্রবণে ব্যাসের আদেশ।

অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপরাশর মুনি।
বর্ণন না যায় যিনি অপ্রমিত গুণী ॥
সত্যবতী হৃদয়নন্দন মুনি ব্যাস।
যার মুখচন্দ্র তিন ভুবন প্রকাশ ॥
যেই মুখ পঙ্কজ গলিত সুধাধার।
পাপেতে তরিল প্রাণী এ ভব সংসার ॥
কনক পিঙ্গল জটা বিরাজিত শির।
কৃষ্ণ অঙ্গ শোভা যেন তড়িৎ মুনির ॥
অম্বর সম্বরি যে ভারত রাখি কাখে।
দক্ষিণ বামেতে পাছে মুনি লাখে২ ॥
জানিয়া রাজার কষ্ট সদয় হৃদয়।
উপনীত সেখানে যেখানে জন্মেজয় ॥

অধমুখে আছে রাজা হয়ে শোকাবেশ।
ব্যাস দেখি লজ্জাবান হইল বিশেষ॥
মুনি বলে অভিমান ত্যজ নরপতি।
বাক্য না শুনিয়া রাজা হইল এই গতি॥
ব্যাসের বচনে রাজা পাইয়া আশ্বাস।
চরণে পড়িয়া কহে গদ গদ ভাষ॥
আমা হেন নিন্দিত নাহিক এ সংসারে।
তোমার বচন নাহি শুনি অহঙ্কারে॥
তার সমুচিত ফল বিধি হৈল বাম।
দুস্তর নরক সিন্ধু মধ্যে পড়িলাম॥
কৃপা কর মুনিরাজ পড়িনু চরণে।
তোমা বিনা আর মম নাহি অন্য জনে॥
ত্যজিল আমায় ভ্রাতৃ যত মন্ত্রিগণ।
তেজিল যতেক দ্বিজ পুরোহিতগণ॥
পাপী বলি কেহ মোর নিকটে না আসে।
আপনি আইলা তুমি মোর স্নেহবশে॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কি করি এখন।
পাপসিন্ধু হৈতে মোরে করহ তারণ॥
মুনি বলে চিন্ত দুঃখ না ভাবিহ আর।
হইবে নিষ্পাপ ধর বচন আমার॥
ব্রহ্মবধ আদি পাপ সব হবে ক্ষয়।
অশ্বমেধ ফল পাবে নাহিক সংশয়॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত কাহিনী।
শুচি হয়ে এক মনে শুন নৃপমণি॥
খণ্ডিবেক পাপ তাপ নাহিক সংশয়।
আমার বচন যদি করহ প্রত্যয়॥
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারত শুনহ নৃপবর॥
মহাভারতের কথা কীর্ত্তন করিতে।
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি শুক্ল হইবে নিশ্চিতে॥
পূর্ব্বে জিজ্ঞাসিলা পিতৃ পিতামহ কথা।
সেই সব কথা এই ভারতেতে গাঁথা॥
মহাপুণ্য যত কথা অতুল সংসারে।
করহ শ্রবণ মুক্ত হবে নরবরে॥
এত শুনি জন্মেজয় আনন্দ হৃদয়।
ধরিল মুনির পায় করিয়া বিনয়॥
কৃপা করি যদি মোরে কর এই মত।
আপনি শুনাহ মোরে শ্রীমহাভারত॥
মুনি বলে ভারতের কথন বিস্তার।
কহিবারে অবসর নাহিক আমার॥
মুনি শ্রেষ্ঠ শিষ্য শ্রেষ্ঠ এই তপোধন।
ভারতে আমার সম শ্রীবৈশম্পায়ন॥
ইনি শুনাইবেন মহাভারত আখ্যান।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করেন সম্মান॥
এত বলি মুনিরাজ গেল নিজস্থান।
শ্রীবৈশম্পায়নে বলে কহিতে পুরাণ॥
শৌনকাদি মুনি সুতপুত্র জিজ্ঞাসিল।
আস্তিকের উপাখ্যান সকল কহিল॥
কশ্যপাদি মুনি ছিল যজ্ঞের সদনে।
কোন জন প্রসঙ্গ করিল সেইস্থানে॥

মহাভারত কথারম্ভ।

সৌতি বলে কহি শুন অদ্ভুত কথন।
যজ্ঞস্থানে ব্যাস মুনি আইল যখন॥
ব্যাস দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর করিলেক পূজা॥
প্রসন্ন হইয়া ব্যাস বসিলেন তথা।
বিনয়েতে জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন কথা॥
আমারে বলহ মুনি ইহার কারণ।
চিরদিন শুনিতে উৎসুক মম মন॥
কোন হেতু আমার প্রপিতামহগণ।
ভাই ভাই যুদ্ধ করি হইল নিধন॥
আপনি আছিলা তুমি সে সব সময়।
তবে কেন বিবাদে হইল সব ক্ষয়॥
ব্যাস বলিলেন তাহা কহিতে বিস্তার।
শুনিবারে ইচ্ছা যদি হইল তোমার॥
দেখহ আমার শিষ্য এ বৈশম্পায়ন।
এ সব কথায় ইনি বড় বিচক্ষণ॥
যাহা জিজ্ঞাসিবা তাহা কহিবে সকল।
এত বলি গেল ব্যাস আপনার স্থল॥
তবে শ্রীজনমেজয় ব্যাসের বচনে।
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ করে তত্ক্ষণে।
তার তলে বসি রাজা সহ মন্ত্রিগণ।
চারি জাতি নগরেতে শ্রেষ্ঠ যত জন॥
নানা রত্ন দিয়া মুনিরাজে কৈল পূজা।
বিনয় বচনে তবে জিজ্ঞাসিল রাজা॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম বিরচিত শুনে পুণ্যবান।
তবে শ্রীজনমেজয় মুনিরে লইয়া।
জিজ্ঞাসিল পুণ্যকথা বিনয় করিয়া॥
জগতে বিখ্যাত যে বৈশম্পায়ন মুনি।
কহিতে লাগিল তত্ত্ব ভারত কাহিনী॥
প্রথমে বন্দিল গুরু ব্যাস মহামুনি।
যাঁহার রচিত গ্রন্থ ভারত কাহিনী॥

খণ্ডয়ে অশেষ পাপ যাহার শ্রবণে।
সকল যজ্ঞের ফল পায় ততক্ষণে॥
রাজা হইয়া শুনিলে সর্ব্বত্র হয় জয়।
ব্রাহ্মণে শুনিলে নহে নরকের ভয়॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে খণ্ডয়ে সব দুঃখ।
অপুত্র শুনিলে দেখয়ে পুত্র মুখ॥
রাজভয় শত্রুভয় পথিভয় আদি।
বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে আর যত ব্যাধি॥
লক্ষ শ্লোক বলি সেই ব্যাসের রচিত।
সম্পূর্ণ সকল রসে করিল বর্ণিত॥
ইহার শ্রবণে যত সুখী হবে নর।
তব সম ফল নাহি স্বর্গের উপর॥
ইহলোকে আয়ুর্যশঃ অন্তে স্বর্গ যায়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়॥
শুচি হৈয়া মন দিয়া যে জন শুনয়।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়॥
এক লক্ষ শ্লোক এই ভারতনির্ম্মাণ।
নানা ধর্ম্ম চিত্র সুবিচিত্র উপাখ্যান॥
হরি শব্দ কর সবে শুন এক চিত্তে।
প্রথমেতে সবাকার রক্ষ যেই মতে॥
পৃথিবীর মধ্যে ক্ষত্র হইল অপার।
মহামত্ত হৈয়া সবে করে কদাচার॥
লোক হিংসা সহিতে না পারি জনার্দ্দন।
ভৃগুবংশে অবতার হৈলেন তখন॥
করেতে কুঠার যমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্র করিল ক্ষিতী তিন সপ্তবার।
ক্ষত্র বলি ক্ষিতি মধ্যে না রাখিল রাম।
মারিল দুগ্ধের শিশু ক্ষত্র যার নাম॥
ব্রাহ্মণেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোবন।
বিপ্র গৃহে প্রবেশিল ক্ষত্রিয়ানীগণ॥
রাজকর্ম্ম বিপ্রগণে সম্ভব না হয়।
ক্ষত্রাগর্ভে বিপ্র তেজে হইল তনয়॥
ক্ষত্রা স্ত্রীতে বিপ্রবীর্য্যে হইল কুমার।
পুনঃ ক্ষিতি মধ্যে হৈল ক্ষত্রিয় প্রচার॥
নিষ্পাপ হইল সবে পরম ধার্ম্মিক।
ধর্ম্মেতে বাড়িল বংশ হইল অধিক॥
ধর্ম্মেতে করিল সবে প্রজার পালন।
রাজ্যেতে নাহিক আর অকাল মরণ॥
নিজং বৃত্তিতে করেন সবে কর্ম্ম।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের যে ধর্ম্ম॥
পাপের প্রসঙ্গ নাহি ধর্ম্মেতে তৎপর।
সাগর অবধি ক্ষিতি পূর্ণ হৈল নর॥
স্বর্গের বৈভব পূর্ণ হৈল ক্ষিতি মাঝ।
রাজগণ হইল দ্বিতীয় দেবরাজ॥
এত দেখি যতেক দানব দৈত্যগণে।
দেব হৈতে পারাভব হইল যখনে॥
সুখ ভোগ স্থান ক্ষিতী দেখি মনোরম।
ভোগের কারণে নিজ মনুষ্য জনম॥
জন্মিয়া পৃথিবী মধ্যে হইল প্রবল।
তপ জপ যজ্ঞ দান হিংসিল সকল॥
হিংসকের ভার ধরা সহিতে না পারে।
দণ্ডবৎ করে গিয়া ব্রহ্মার গোচরে॥
নিবেদয়ে নিজ দুঃখ অতি সকাতরে।
নয়নযুগলে তার অশ্রুজল ঝরে॥
ক্ষিতির রোদন দেখি দেব প্রজাপতি।
জানিয়া সকল তত্ত্ব সান্ত্বাইল ক্ষিতি॥
না কর ক্রন্দন তুমি স্থির কর মন।
উভয়ে তোমার কার্য্য করিব সাধন॥
তোমার কারণে মিলি সব দেবগণে।
নররূপে জন্মাইব অসুর নিধনে॥
এতবলি পৃথিবীরে করিল সেলানি।
দেবগণ লৈয়া যুক্তি করে পদ্মযোনি॥
প্রলয় অসুরগণ হৈল ক্ষিতী ভার।
হরি বিনা কার শক্তি করিবে সংহার॥
চল সবে ইহা জানাইব নারায়ণে।
এত বলি ব্রহ্মার সহ যত দেবগণে॥
উর্দ্ধবাহু করি স্তুতি লয়ে প্রজাপতি।
কৃপা কর নারায়ণ অনাথের গতি॥
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি সবার জীবন।
তোমার অজ্ঞায় সৃষ্টি হইল ভুবন॥
হেন সৃষ্টি নাশ করে দানব প্রবল।
তোমা বিনা রক্ষা নাহি মাজল সকল॥
কাতর হইয়া ব্রহ্মা করিলেন স্তুতি।
করিলেন অনুজ্ঞা কৃপায় লক্ষ্মীপতি॥
তোমার বচনে ব্রহ্মা হব অবতার।
আপনি খণ্ডিব আমি পৃথিবীর ভার॥
নিজং অংশ লৈয়া যত দেবগণ।
সবে জন্ম লও গিয়া মনুষ্য ভুবনে।
এতেক অকাশবাণী শুনি প্রজাপতি।
ততক্ষণে অজ্ঞা দিল দেবগণ প্রতি॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর যত বিদ্যাধরে।
সবে জন্ম লও গিয়া আজ্ঞা অনুসারে॥
ব্রহ্মার আদেশ পাইয়া যত দেবগণ॥
অবনীর মাঝে গিয়া জন্মিল তখন॥

দেবতা দানব দৈত্য একত্র হইল।
শুনি জন্মেজয় মুনিবরে জিজ্ঞাসিল॥
কোন জন দৈত্য ইথে কেবা দেব নর।
প্রত্যেক আমারে সব কহ মুনিবর॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেমতে হইল শুন সৃষ্টির সৃজন॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈল ছয়জন।
ছয় জন হতে শুন জন্মে ত্রিভুবন॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র ত্রিজগতে জানি।
তাঁর পুত্র হইল কশ্যপ মহামুনি॥
তের কন্যা দক্ষের বিবাহ করে মুনি।
তা সবার নাম শুন প্রত্যেক বাখানি॥
অদিতী কপিলা মনু কদ্রু মুনি ক্রোধা।
দনু সু সিংহিকা কালি দিতি আর প্রধা॥
বিশ্বা আর বিনতা যে তের জন গণি।
তের জনে যত জন্মে শুন নৃপমণি॥
অদিতীর গর্ভে হৈল আদিত্য দ্বাদশ।
যাহার কিরণে এই দিবস প্রকাশ॥
যম মিত্র অংশ ভগ বরুণ গরিতা।
ত্বষ্টা বিষ্ণু বিবস্বৎ সবিত্রা বিধাতা॥
ইত্যাদি অদিতী পুত্র হৈল বহুতর।
সকল পুত্রের শ্রেষ্ঠ হৈল পুরন্দর॥
দিতি পুত্র দুই হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যক।
দেবের পরম শত্রু প্রতাপে পাবক॥
হিরণ্যাক্ষ পুত্র তবে হৈল পঞ্চজন।
প্রধান প্রহ্লাদ পুত্র ত্রৈলোক্য পাবন॥
তিন পুত্র হৈল তাঁর মহাধনুর্দ্ধর।
বিরোচন কুম্ভ আর নিকুম্ভ সুন্দর॥
বিরোচনের পুত্র হৈল বলি মহাশয়।
তাঁর পুত্র বাণী বীর ভুবন দুর্জ্জয়॥
মহাকাল নাম তাঁর শিবের কিঙ্কর।
সহস্রেক ভুজেতে ভুষিত কলেবর॥
দনুর নন্দন হৈল দানব সম্বল।
চতুস্ত্রিংশৎ পুত্র হৈল বলে মহাবল॥
বিপ্রচিত্ত সম্বর পুলোমা মঞ্জুকেশী।
এবম্বিধ বহু নাম দানবেতে ঘুষি॥
ইহা সবাকার পুত্র পৌত্র কোটি কোটি।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে দানব দল কোটি॥
রাহু নামে এক পুত্র সিংহিকা উদরে।
চক্রে কোটি দুই অঙ্গ কৈল চক্রধরে॥
দয়ানর চারি পুত্র হইলেক ক্রমে।
জানহ বিখ্যাত বল বীর বৃত্র নামে॥
কালীর নন্দন হৈল কালকেতুগণে॥
দেবের অবধ্য তারা বিখ্যাত ভুবনে॥
বিনতার দুই পুত্র গরুড় অরুণ।
পক্ষীর ঈশ্বর হৈল পন্নগনাশন॥
কদ্রুর নন্দন হৈল অনন্ত বাসুকি।
ইত্যাদি কদ্রুর পুত্র সহস্রেক লিখি॥
অনুরম্ভা অকারাদি বিশ্বাস দুহিতা।
প্রধান নন্দিনী গণ জগতে বিদিতা॥
অলম্বুষা মিশ্রকেশী রম্ভা তিলোত্তমা।
সুবাহু সুরতা আদি লোকে অনুপমা॥
হাহা হুহু নামে পুত্র গন্ধর্ব্বের রাজা।
কপিলার পুত্রগণ সবে করে পূজা॥
ব্রাহ্মণ অমৃত গাবী করিলা উদরে।
যাহার মহিমা শুন বিখ্যাত সংসারে॥
চিত্ররথ আর যত অপসর কিন্নরে।
কশ্যপ কপিল জন্ম ক্রোধার উদরে॥
মুনির উদরে জন্ম সাত্যাক যে মণি।
জগত জননী এই তের দাক্ষায়ণী॥
অঙ্গিরা ব্রহ্মার পুত্র তার তিন সুত।
বৃহস্পতি উতথ্য সম্বর্ত্ত গুণ যুত॥
পৌলস্ত্য মুনির পুত্র বিখ্যাত সংসারে।
বিশ্বশ্রবা পুত্র তার সর্ব্বগুণ ধরে॥
কুবেরাদি যক্ষ যত তাহার নন্দন।
রাক্ষস রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ॥
অত্রির নন্দন হৈল অনেক ব্রাহ্মণ।
ক্রতুর নন্দন হৈল যজ্ঞের কারণ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি।
পঞ্চশৎ কন্যা তাঁর হইল উৎপত্তি॥
ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্ম মহাশয়।
দশ কন্যা দক্ষের করিল পরিণয়॥
কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতি মেধা পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্রিয়া।
বুদ্ধি লজ্জা মতি এই বংশ দশ প্রিয়া॥
তিন পুত্র ধর্ম্মের শুনহ তার নাম।
সর্ব্ব ঘটে স্থিতি তার সম হর্ষ কাম॥
কামের বনিতা রতি প্রাপ্তি পতি সম॥
হর্ষের রমণী নন্দা এই তার ক্রম॥
অদ্দিন্যাদি কন্যা সপ্তবিংশ দাক্ষায়ণী।
বিবাহ করেন চন্দ্র দিল দক্ষ মুনি॥
দক্ষের তনয় হৈল বসু অষ্টজন।
বসুর নন্দন হৈল দেব হুতাশন॥
বিশ্বকর্ম্মা আদি বহু বসুর কুমার।
মৃগ সিংহ ব্যাঘ্র আদি সন্ত ও তাহার॥

যত কহিলাম পূর্ব্বে সৃষ্টির সঞ্চার।
প্রত্যক্ষ শুনহ তমোময় অবতার॥
দানব প্রধান বিপ্র চিত্তি মহাতেজা।
জরাসন্ধ নামে হৈল মগধের রাজা॥
হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যের প্রধান।
শিশুপাল হৈল সেই মহাবলবান॥
শল্য সে হইল পূর্ব্বে সংহ্লাদ যে ছিল।
অনুহ্লাদ আসি মধ্যে ধৃষ্টকেতু হৈল॥
বাস্কলা আসিয়া হৈল ভগদত্ত নাম।
কালনেমি হৈল কংস মথুরায় ধাম॥
শরভ নামেতে দৈত্য পৌরব হইল।
উগ্রসেন নামেতে গরিষ্ঠ নাম দিল॥
দীর্ঘজিহ্ব নাম দৈত্য নাম কাশীরাজা।
মণি নাম হৈল বৃত্রাসুর মহাতেজা॥
কালকেতু নামে যক্ষ ছিল মৎস্য দেশে।
হরিদশ্ব হৈল রাজা ভীষ্মক ঔরসে॥
কীচক কলিঙ্গ বৃষসেন মহাবলে।
কালকেতুগণ আসি জন্মিল ভূতলে।
বৃহস্পতি অংশে হইল দ্রোণ মহাশয়।
বশিষ্ঠের শাপে বসু গঙ্গার তনয়॥
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য অজর অমর।
বসু অংশে সাত্যকি দ্রুপদ নরবর॥
কৃতবর্ম্মা বিরাট গন্ধর্ব্ব অংশে জন্ম।
অদ্রি শশী পাণ্ডুর বিদুর হৈল যম॥
সুবাহু গন্ধর্ব্ব ধৃতরাষ্ট্র কুরুপতি।
সিদ্ধি বুদ্ধি কুন্তি মাদ্রী গান্ধারী সে মতি॥
ধর্ম্ম অংশে জন্মিলেন যুধিষ্ঠির রাজা।
বায়ু অংশে জন্মিলেন ভীম মহাতেজা॥
সুরাজ অংশে জন্ম লিল ধনঞ্জয়।
অশ্বিনী কুমার হৈল মাদ্রীর তনয়॥
চন্দ্র হইল আসি অভিমন্যু মহাবীর।
কাম হৈতে প্রদ্যুম্ন বিখ্যাত যদুবীর॥
বসুদেবে দয়া করি দয়াময় হরি।
তার গৃহে জন্মিলা গোলক পরিহরি॥
শেষ অংশে জন্ম হৈল রোহিণীনন্দন।
দ্রৌপদী জন্মিল আসি সবার নিধন॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন যুযুৎসু তৎপর।
দুঃশাসন দুঃসহ দুঃশিল বীরবর॥
প্রথম দুর্ম্মুখ তথা দ্বাবিংশতি বীর।
বিকর্ণ শ্রীজরাসন্ধ সুলোচন ধীর॥
বিন্দ অনুবিন্দ শ্রীদুর্দ্ধর্ষ্য সুবাহুক।
দুষ্প্রধর্ম্ম দুর্ম্মর্ষণ দ্বিতীয় দুর্ম্মুখ॥
দুষ্কর্ণ আর যে কর্ণ চিত্র তার পর।
উপচিত্র পরেতে চিত্রাক্ষ নাম ধর॥
চিত্রাঙ্গদ দুর্ম্মদ নাম জান অনন্তর॥
দুষ্প্রহর্ষ বিবিৎসু বিকট তৎপর।
উর্ণনাভ পদ্মনাভ নন্দনাম ধর॥
উপনন্দ সেনাপতি ভুষণে কুণ্ডীর।
মহোদর চিত্রবাহু চিত্রবর্ম্মা ধীর॥
সুবর্ম্মা দুর্ব্বিরোচন অঙ্গ বাহু বীর॥
মহাবাহু চিত্রতাপ নামে সুকুণ্ডল।
ভীমবেগ ভীমবল বলাকী সকল॥
শ্রীভীম বিক্রম উগ্রায়ুধ ভীমশর।
কনকায়ু তথা দৃঢ়ায়ুধ তার পর॥
দৃঢ়বর্ম্মা দৃঢ়ক্ষত্র সোমকীর্ত্তি বীর।
অনুদর জরাসন্ধ দৃঢ়সন্ধ ধীর॥
সত্যসন্ধ সহস্রবাহু উগ্রশ্রবা খ্যাত।
উগ্রসেন ক্ষেমমূর্ত্তি শ্রীঅপরাজিত॥
পণ্ডিতক বিশালাক্ষ দুরাবণ বীর।
দৃঢ়হস্ত সুহস্ত আর বাতবেগ ধীর॥
সুবর্চ্চা আদিত্যকেতু বহ্বাশী অপর।
নাগদত্ত অনুযায়ী কবচী তৎপর॥
আনহ নিষঙ্গী দণ্ডী আর দণ্ডধর।
ধনুগ্রাহ উগ্র তথা ভীমরথ আর॥
বীর বীরবাহু অলোলুপ নামধেয়।
অভয় আশু রৌদ্রকর্ম্মা দৃঢ়রথ জ্ঞেয়॥
অনাধৃষ্ট কুণ্ডভেদী বিচারী তৎপর।
সুদীর্ঘ লোচন দীর্ঘবাহু অনন্তর॥
মহাবাহু ব্যূঢোরু তাহার যে অনুজ॥
জানহ কানক ঙ্গদ পরেতে কণ্ডজ।
চরিক শ্রীভূরুমিত্র করণ তৎপর॥
আর সত্যব্রত এই শত সহোদর॥
বেশ্যাপুত্র যুযুৎসু সে হয় শতোপরি।
এক সহোদরা মাত্র দুঃশীলা সুন্দরী॥
জ্যেষ্ঠ অনুক্রমে কহিলাম এ বচন।
ভারতের যেন আছে ব্যাসের বচন॥
এক শত সুত ধৃতরাষ্ট্রের হইল।
দুঃশীলায় জয়দ্রথ বিবাহ করিল॥
অংশ অবতার কথা প্রত্যক্ষ প্রকাশ।
বিরচিল পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস॥

শকুন্তলা উপাখ্যান।

মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
ভারত বংশের কথা শুন মহাশয়॥

দুষ্মন্ত নামেতে রাজা জগতে বিদিত।
তাঁহার মহিমা কথা না হয় বর্ণিত॥
সংসারে আসিয়া বসুন্ধরা ভোগ করে।
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে দুষ্টরে সংহারে॥
মহাপরাক্রম রাজা রূপ গুণ বন্ত।
পৃথিবীতে একছত্র করিল দুষ্মন্ত॥
মৃগয়াতে বড় রত মহা ধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিতে গেল বনের ভিতর॥
হস্তী হয় পদাতিক না যায় গণন।
সসৈন্যে বেড়িল রাজা এক মহাবন॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
অনেক মারিল রাজা না যায় গণন॥
যতেক রাজার সৈন্য মারি মৃগচয়।
শকটে পুরিয়া কেহ স্কন্ধে করি লয়॥
কোনং জন তথা খাইল পুড়িয়া।
আর এক বনে গেল সে বন ছাড়িয়া॥
হিরণ্য নামেতে বন অতি মনোরম।
চৈত্ররথ সমান সে মুনির আশ্রম॥
নানা জাতি বৃক্ষ তথা ফুল ফল ধরে।
নানা জাতি পক্ষী তথা সদা গান করে॥
মধুচক্র ডালেং বৈসে তরুগণে।
বায়ুতেজে পুষ্পবৃষ্টি হয় অনুক্ষণে॥
নানা পক্ষিগণ তাতে সদা ক্রীড়া করে।
পক্ষীকে না করে ভক্ষ মুনিরাজ ডরে॥
মালিনী নামেতে নদী দেখিয়া নিকটে।
মুনিগণ বৈসেন তাহার দুই তটে॥
মুনির আশ্রম বুঝি দুষ্মন্ত ভূপতি।
ডাকিয়া বলেন রাজা সৈন্যগণ প্রতি॥
অগ্নিহোত্র ধূম গিয়া পরশে গগণ।
ব্রহ্মার বদনে যেই মন্ত্র উচ্চারণ॥
মুনি সম্ভাষিয়া আমি আসি যতক্ষণ।
এই খানে তাবৎ থাকহ সর্ব্বজন॥
এত বলি নরপতি পুরোহিত লৈয়া।
কর্ণের আশ্রমে রাজা উত্তরিল গিয়া॥
প্রবেশ করিল গিয়া মুনি অন্তঃপুরে।
দেখিল সে কর্ণ নাই চিন্তে নরবরে॥
হেনকালে শকুন্তলা মুনির নন্দিনী।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তুষ্ট কৈল নৃপমণি॥
দেখিয়া কন্যার রূপ ভূপতি মোহিত।
জিজ্ঞাসিল কন্যা প্রতি লোভে হত চিত॥
দুষ্মন্ত ভূপতি আমি শুন সুবদনী।
এথা আইলাম আমি ভেটিবারে মুনি॥
কোথায় গেলেন তিনি কহ সুন্দরী।
তুমি বা কাহার কন্যা কহ সত্য করি॥
কন্যা বলে গেল পিতা ফলের কারণ।
মুহূর্ত্তেক রহ হেতা আসিবে এখন॥
মুনির নন্দিনী আমি শুন নৃপবর।
এত শুনি নরপতি করিল উত্তর॥
তোমার সদৃশ রূপ কোথায় না দেখি।
মুনিকন্যা সত্য তুমি কহ শশিমুখী॥
পরম তপস্বী মুনি ফলমূলাহারী।
দারত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহাব্রহ্মচারী॥
তাঁহার তনয়া তুমি হইলা কি মতে।
কহ সত্য সুবদনী আমার সাক্ষাতে॥
কন্যা বলে শুন মম জন্মের কাহিনী।
যেমতে হইলাম আমি মুনির নন্দিনী॥
বিশ্বামিত্র মুনি জান বিখ্যাত সংসারে।
চিরদিন তপস্যা করেন অনাহারে॥
তাঁর তপ দেখি কম্পমান পুরন্দর।
আমার ইন্দ্রত্ব লবে এই মুনিবর॥
সর্ব্বদেবগণ মিলি ভাবে নিরন্তর।
মেনকারে ডাকি বলে দেব পুরন্দর॥
তব রূপ গুণ তুল্য নাহি ত্রিভুবনে।
মম কার্য্য সিদ্ধ কর আপনার গুণে॥
বিশ্বামিত্র তপেতে কম্পিত মম কায়।
তার তপ ভঙ্গ কর করিয়া উপায়॥
শুনিয়া মেনকা অতি বিষণ্ণ বদন।
যোড়হাত করি ইন্দ্রে করে নিবেদন॥
সংসারে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র মহাঋষি।
মহাতেজা ক্রোধী সেই পরম তপস্বী॥
বশিষ্ঠের শত পুত্র প্রকারে মারিল।
ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্মিল তবু ব্রাহ্মণ না হৈল॥
কৌশিকী নামেতে নদী আজ্ঞাতে সৃজিল।
সহজাঙ্গে ব্যাধি করি পুনঃ মুক্ত কৈল॥
দ্বিতীয় করিল সৃষ্টী বিখ্যাত জগতে।
আপনি করহ ভয় যাহার তপেতে॥
তাঁর তপ নষ্ট করে হেন কোন জন।
কর্ম্ম না হইবে হবে আমার করণ॥
অগ্নি সূর্য্য তেজোময় যুগল নয়নে।
তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করে কোন জনে॥
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তব কার্য্য সিদ্ধি হউক বাঁচি কিবা মরি॥
কামদেব বায়ু দেহ আমার সহায়।
তবে যেন মতে হয় করিব উপায়॥

ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল সঙ্গে বাহ দুই জন।
দেবরাজ আজ্ঞা পাইয়া চলিল তখন॥
হেমন্ত পর্ব্বতের নিকটে মুনিবর।
মুনি দেখি মেনকার কাঁপিল অন্তর॥
অতিশয় সুবেশা হইয়া বিদ্যাধরী।
মুনির নিকটে ক্রীড়া করে মায়া করি॥
হেনকালে বায়ু বহে অতি খরতর।
উড়াইয়া বস্ত্র তার ফেলিল অন্তর॥
আস্তে ব্যস্তে মেনকা উঠিয়া বস্ত্র ধরে।
বিবিধ প্রকারে পবনেরে নিন্দা করে॥
এ সকল কৌতুক দেখিল মুনিবর।
শরীরেতে ভেদিল কামের পঞ্চশর॥
মেনকা ধরিয়া মুনি নিল নিজ দেশ।
কামে মত্ত নিত্য করে শৃঙ্গার বিশেষ॥
হেনমতে বহুদিন গেল ক্রীড়ারসে।
তপ জপ সকল ত্যাজিল কামবশে॥
এক দিন সন্ধ্যাকালে বিশ্বামিত্র মুনি।
সন্ধ্যা হেতু বলে রেগে জল দেহ আনি॥
শুনিয়া মেনকা হাসি বলিল বচন।
এত দিনে ভাল সন্ধ্যা হইল স্মরণ॥
এত শুনি মুনি হৈল কুপিত অন্তর।
দেখিয়া মেনকা ভয়ে পলায় সত্বর॥
হৈয়াছিল যেই গর্ব্ভ মুনির ঔরসে।
অরণ্যে প্রসব করি গেল নিজ দেশে॥
মুনি তপ নষ্ট করি গেল নিজস্থানে।
আমারে ফেলিয়া গেল বিজন কাননে॥
সিংহ ব্যাঘ্র পশুগণ হিংসা নাহি করে।
পক্ষিগণ বেড়িয়া যে রহিল আমারে॥
তপস্যা করিতে গেল কর্ণ সেই বনে।
অনাথা দেখিয়া তাঁর দয়া হৈল মনে॥
গৃহে আনি পালন করিল মুনিবর।
তেঁই আমি তাঁর কন্যা শুন দণ্ডধর॥
শকুনে বেড়িয়াছিল নিকুঞ্জ কাননে।
শকুন্তলা নাম মুনি রাখে তেকারণে॥
মম জন্ম কথা এক মুনি জিজ্ঞাসিল।
কহিলেন কর্ণ তাঁরে তাহে জানা গেল॥
আদিপর্ব্বে দিব্য শকুন্তলা উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দুষ্মন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহ।

রাজা বলে কন্যা তুমি পরমা সুন্দরী।
রাজভোগ্যা হও তুমি হও মোর নারী॥
গাছের বাকল ত্যজ পর পট্টবাস।
রত্ন অলঙ্কার পর যেই অভিলাষ॥
এত শুনি লজ্জিতা হইয়া শকুন্তলা।
মৃদুভাষে ভূপতিকে কহিতে লাগিলা॥
শুন রাজা আমি করিলাম অঙ্গীকার।
পিতা আসি সম্প্রদান করিবে আমার॥
রাজা বলে মুনিবর বিলম্বে আসিবে।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মম মৃত্যু হবে॥
বেদোক্ত বিবাহ হয় অষ্টম প্রকার।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ লিখে ক্ষত্রিয় আচার॥
আপনি বিবাহ কর যদ্যপি আমারে।
মুনির বচনে দোষ না হবে তোমারে॥
রাজার বিনয় বাক্য শকুন্তলা শুনি।
রাজারে বলিল সত্য কর নরমণি॥
বেদের বিহিত যদি আছে পূর্ব্বাপর।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ হবে শুন নৃপবর॥
আমার উদরে যেই জন্মিবে কুমার।
সত্য কর তুমি তারে দিবে রাজ্যভার॥
কামে মত্ত ভূপতি করিল অঙ্গীকার।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে দুষ্মন্ত নরবর॥
তবে নরপতি বলে কন্যারে চাহিয়া।
রাজ্যেতে লইব তোমা লোক পাঠাইয়া॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
যাইতে যাইতে পথে চিন্তে মনেমন॥
কি কহিবে মুনিরাজ আসি নিজ ঘরে।
দুষ্মন্ত যে অতি ভীত ভাবিয়া অন্তরে॥
সসৈন্য আপন দেশ গেল নরপতি।
কতক্ষণে গৃহে আইল মুনি মহামতি॥
কান্ধে হৈতে কল তার ভূমেতে থুইল।
শকুন্তলা আইস বলি মুনি ডাক দিল॥
লজ্জিতা মলিনা কন্যা রহিল বাহির।
দেখিয়া বিস্মিত চিত্ত হইল মুনির॥
ধ্যানেতে জানিল মুনি যত বিবরণ।
হাসিয়া কন্যার প্রতি বলিলা বচন॥
আমারে হেলন করি কৈলে যেই কর্ম্ম।
দুষ্মন্ত নৃপতি সহ করিলা অধর্ম্ম॥
ক্ষমিলাম তোরে আমি করেছি পালন।
না করহ ভয় চিত্তে স্থির কর মন॥
সবিনয়ে কন্যা বলে যুড়ি দুই কর।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মুনিবর॥
যোগ্যপাত্র সেই সে দুষ্মন্ত নৃপবর।
গন্ধর্ব্ব বিবাহে তাঁরে করিলাম বর॥

ধূসায় ধূসর পুত্র করি আলিঙ্গন।
হৃদয়ের কর্ম্ম দুঃখ হইবে খণ্ডন॥
হেন পুত্র দাণ্ডাইয়া তোমার সম্মুখে।
আলিঙ্গন কর রাজা পরম কৌতুকে॥
অবজ্ঞা না কর রাজা নীচ পুত্র নহে।
ইহার মহিমা যত মুনিগণ কহে॥
শত শত করিবেক অশ্বমেধ যজ্ঞ।
সসাগরা এক ছত্র করিবে নিয়ত॥
উজ্জ্বল করিবে বংশ এইত নন্দন।
প্রত্যক্ষ দেখহ রাজা দ্বিতীয় তপন॥
পিতার হুতাশে পুত্র সদা ভাবে দুঃখ।
সে কারণে দেখিতে আইল তব মুখ॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা তোষহ কুমারে।
অমারে রাখহ নাহি রাখহ বিচারে॥
বিশ্বামিত্র পিতা মোর মেনকা জননী।
প্রসবিয়া বনে গেল থুয়ে একাকিনী॥
জননী ত্যজিল পূর্ব্বে তুমি ত্যজ এবে।
তোমারে বলিব কিবা মরিব এ ভেবে।
নিশ্চয় মরিব আমি নাহি তব দুঃখ।
এ পুত্র বিচ্ছেদে মম বিদরিছে বুক॥
এত যদি শকুন্তলা বিনয় করিল॥
শুনিয়া ভূপতি তারে প্রত্যুত্তর দিল॥
অকারণে পুনঃ২ কহ কি আমারে।
তোমার বচন শুনি কেবা শ্রদ্ধা করে॥
তোমার জনক যদি বিশ্বামিত্র মুনি।
মেনকা অপ্সরি বেশ্যা তোমার জননী॥
বিশ্বামিত্র লোভী বলি জানে ত্রিজগতে।
জন্মিয়া ক্ষত্রিয় বীর্য্যে গেল বিপ্রপথে॥
বেশ্যা বলি মেনকারে কেবা নাহি জানে।
বেশ্যার প্রকৃতি তোর খণ্ডিবে কেমনে॥
বেশ্যাগর্ভে জন্ম তোর বেশ্যার প্রকৃতি।
এই পুত্র তোর নহে এই লয় মতি॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা করি প্রতার আমারে।
যাহ বা থাক বা কেহ না জিজ্ঞাসে তোরে
শকুন্তলা কহে রাজা কহ বিপরীত।
দেবলোকে নিন্দা কর না হয় উচিত॥
তোমায় আমায় রাজা অনেক অন্তর।
সুমেরু সরিষা রাজা কর পাঠান্তর॥
মম মাতা স্বর্গবাসী তুমি বৈশ্য ক্ষিতি।
স্বর্গে মর্ত্ত্য সমতুল কর নরপতি॥
আমার দেখহ শক্তি আপন নয়নে।
এখনি যাইতে পারি যথা ইচ্ছা মনে॥
ইন্দ্র যম কুবের ভুবন আদি করি।
মুহূর্ত্তেকে চরাচর ভ্রমিবারে পারি॥
যত নিন্দা কর সহি স্বামীর কারণে।
আপনা না জান নিন্দা কর অন্য জনে॥
কুরূপ মনুষ্য রাজা নিন্দে সর্ব্বলোকে।
যতক্ষণ দর্পণেতে মুখ নাহি দেখে॥
সত্য সম পুণ্য রাজা নাহিক তুলনা।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি কহে মুনিজনা॥
হেন মিথ্যাবাদী তুমি হইলা নিশ্চয়।
তোমার নিকটে রহি উচিত না হয়
এত শুনি শকুন্তলা চলিল সত্বর।
হেনকালে শব্দ শুনি আকাশ উপর॥
যতেক বচন সত্য বলে শকুন্তলা।
শকুন্তলা বাক্য রাজা না করিহ হেলা॥
সতী পতিব্রতা এই তোমার গৃহিণী।
পুত্র সহ সম্বরণ কর নৃপমণি॥
স্বামী বলি শকুন্তলা তোমারে কহিল।
শকুন্তলার ক্রোধে তবনাহি হবে ভাল॥
বংশের তিলক রাজা এই সে নন্দন।
আমার বচনে কর রক্ষণ ভরণ॥
ভরত বলিয়া নাম রাখহ ইহার।
ইহা হৈতে বংশোজ্জ্বল হইবে তোমার॥
দুষ্মন্ত ভূপতি শুনে মন্ত্রী পুরোহিত।
এতেক আকাশবাণী হৈল আচম্বিত॥
রাজা বলে মন্ত্রিগণ করিলে শ্রবণ।
আমিহ জানি যে ইহা নহি বিস্মরণ॥
জানিয়া না জানি আমি লোকাচারে ডরি।
লোকে বলিবেক এই কোথাকার নারী॥
একারণে আমি ভাণ্ডিলাম মন্ত্রিগণে।
বেশ্যা বলি ইহারে জানিল সর্ব্বজনে॥
এত বলি শীঘ্র উঠী দুষ্মন্ত রাজন।
শকুন্তলা হস্তে ধরি ফিরায় তখন॥
মহানন্দে নরপতি পুত্র কৈল কোলে।
শত শত চুম্ব দিল বদন কমলে॥
শকুন্তলা কৈল রাজা রাজ পাটেশ্বরী।
পরম কৌতুকে চিরদিন রাজ্য করি॥
কত দিনে বৃদ্ধকালে দুষ্মন্ত রাজন।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোবন॥
পৃথিবীতে মহারাজা হইল ভরত।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি করে শত শত॥
লক্ষ পদ্ম সুবর্ণ ব্রাহ্মণে দিল দান।
দাতা যে নাহিক কেহ ভরত সমান।

সসাগরা পৃথিবী শাসিল বাহুবলে।
অদ্যাপি ভারত ভূমি ঘোষে ভূমণ্ডলে॥
তার বংশে যত যত হইল ভূপতি।
ভরতের বংশ বলি হইল সুখ্যাতি॥
ভরতের উপাখ্যান যেই নরে শুনে।
আয়ুর্যশঃ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে॥
আদি পর্ব্ব ভারত রচিল বেদব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

শুক্রস্থানে কচের মন্ত্র গ্রহণ।

জন্মেজয় বলে কহ মুনি মহামতি।
চন্দ্রবংশে ভরতের হইল উৎপত্তি॥
চন্দ্র হৈতে বংশ হৈল কি মত প্রকারে।
সে সকল কথা মুনি শুনাও আমারে॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব সকল কথা করহ শ্রবণ॥
ভালং জিজ্ঞাসিলে ভারত আখ্যান।
সোমবংশ চরিত্র করহ অবধান॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র বিখ্যাত সংসারে।
কশ্যপ নামেতে পুত্র হইল তাঁহার॥
তাঁহার নন্দন হৈল সূর্য্য মহাশয়।
বৈবস্বত নাম হৈল তাঁহার তনয়॥
তাঁহার নন্দন হৈল বিখ্যাত জগতে।
ইলা গর্ভে পুরূরবা বুধের বীর্য্যেতে॥
চন্দ্রের নন্দন বুধ বিখ্যাত সংসারে।
পুরূরবা মহারাজ তাঁহার কুমার॥
সপ্ত দ্বীপপরে তেঁই হৈল নরপতি।
চিরদিন ক্রীড়া করে উর্ব্বশী সংহতি॥
ভূপতি হইল আয়ু তাঁহার তনয়।
তাঁর পুত্র হইল নহুষ মহাশয়॥
স্বর্গে ইন্দ্র হৈল রাজা আপনার গুণে।
সর্প যে নি পাইয়াছে ব্রহ্মণ বচনে॥
যযাতি ভূপতি হৈল তাঁহার কুমার।
যযাতির গুণ যত কহিতে অপার॥
শুক্র শাপে জরা গ্রস্ত তাহার শরীর।
পুত্র জরা দিয়া রাজ্য করিল সুধীর॥
জন্মে জয় বলে কহ ইহার কারণ।
শুক্র স্থানে কোন দোষ করিল রাজন॥
কোন হেতু শাপ দিল ভৃগুর কুমার।
সে সব চরিত্র কহ করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুনহ ভূপতি জন্মেজয়।
দেবতা অসুর যুদ্ধ নিরন্তর হয়॥
নিজং হিত সবে বাঞ্ছা করি মনে।
দুই জন পুরোহিত কৈল নিয়োজনে॥
বৃহস্পতি পুরোহিত করেন বাসব।
দৈত্যবংশে পুরোহিত হইল ভার্গব॥
যুদ্ধে যত দৈত্য বধ করে যত দেবে।
সকল জীয়ান শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে॥
সঞ্জীবন মন্ত্রে ভৃগু পুত্রের অভ্যাস।
যত মরে তত জীয়ে নাহিক বিনাশ॥
যুদ্ধে যত দেবগণ হয়ত নিধন।
জীয়াইতে না পারেন অঙ্গিরা নন্দন॥
শুক্রের প্রতাপে দেবগণ চমৎকার।
সকলে মিলিয়া এক করিল বিচার॥
কচ নামে ছিল বৃহস্পতির নন্দন।
তাঁহারে বলিল তবে সব দেবগণ॥
সঞ্জীবন মন্ত্র জানে ভৃগুর নন্দন।
উপায় করিয়া কর সে মন্ত্র গ্রহণ॥
বৃষপর্ব্ব পুরে হয় শুক্রের বসতি।
তোমা বিনা যাইতে না পারে কোনকৃতী॥
শিষ্য হইয়া শুক্র স্থানে কর অধ্যয়ন।
দেবযানী তাঁর কন্যা করিবে সেবন॥
এত যদি বলিল সকল দেবগণ।
বৃষপর্ব্ব পুরে কচ করিল গমন॥
শুক্রের চরণে কচ করি নমস্কার।
প্রত্যক্ষেতে পরিচয় দিল আপনার॥
অঙ্গিরার পৌত্র আমি জীবের নন্দন।
পড়িবারে আইলাম তোমার সদন॥
এত শুনি শুক্র তারে করিল আশ্বাস।
পড়াব সকল শাস্ত্র যেই অভিলাষ॥
শুক্রের আশ্বাসে কচ আনন্দিত মন।
ব্রহ্মচর্য্য আদি বিদ্যা করেন পঠন॥
বিবিধ প্রকারে কচ শুক্রে সেবা করে।
ততোধিক সেবে কচ তাহার কন্যারে॥
কর যোড়ে থাকে কচ দেবযানির আগে।
অবিলম্বে আনে কচ যাহা কন্যা মাগে॥
নৃত্য গীত বাদ্যে সদা তোষে তাঁর মন।
আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া তাঁর থাকে অনুক্ষণ॥
হেনমতে পঞ্চশত বৎসর যে গেল।
গাভী রাখিবারে শুক্র কচে নিয়োজিল॥
গোধন রক্ষণে কচ নিত্য যায় বনে।
দৈত্যগণ তাঁহারে দেখিল এক দিনে॥
জানিল দেবের গুরু তাঁহার নন্দন।
মায়া করি আসিয়াছে মন্ত্রের কারণ॥

তবে সব দৈত্যগণ কচেরে ধরিয়া।
তীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ড খণ্ড করিল কাটিয়া॥
অস্থি মাংস যতেক শার্দ্দূলে খাওয়াইল।
কচে মারি দৈত্যগণ নিজ ঘরে গেল॥
সন্ধ্যাকালে গাভীগণ প্রবেশে নগরে।
কচ নাহি গাভীগণ প্রবেশিল ঘরে॥
কচ নাহি দেবযানী হইল চিন্তিত।
কান্দিয়া পিতার ঠাঞি জানায় ত্বরিত॥
গাভীগণ আইল সবে কচ না আইল।
সিংহ ব্যাঘ্র দৈত্য কিবা অরণ্যে মারিল॥
নিশ্চয় মরিব আমি কচের বিহনে।
এত বলি দেবযানী গালে কর হানে॥
শুক্র বলে দেবযানী না কর ক্রন্দন।
মন্ত্রবলে কচে আমি জীয়াব এখন॥
আইস কচ বলি শুক্র তিন ডাক দিল।
মন্ত্রের প্রভাবে কচ আসি উত্তরিল॥
কচে দেখি দেবযানী আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিল কোথায় আছিলা এতক্ষণ॥
কচ বলে দৈত্যগণ আমারে মারিল।
প্রসন্ন হইয়া গুরু পুনঃ জীয়াইল॥
এত শুনি দেবযানী পিতারে কহিল।
গোধন রক্ষণ হেতু নিষেধ করিল॥
ভারতের কথা হয় শুনিতে অমৃত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচিত॥

কচ ও দেবযানীর পরস্পর
অভিশাপ।

তবে কত দিনে কচে বলে দেবযানী।
দেব আরাধিব কিছু পুষ্প দেহ আনি॥
আজ্ঞা পাইয়া গেল কচ পুষ্প আনিবারে।
পুনরপি দেখি তারে ধরিল অসুরে॥
তিলেক প্রমাণ কৈল খড়্গেতে কাটিয়া।
ঘৃতে ভাজি অস্থি মাংস একত্র করিয়া॥
তবে সব দৈত্যগণ করিল বিচার।
অন্য জনে খাইলে তার নাহিক নিস্তার॥
পুনঃ জীয়াইবে শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে।
কচ প্রাণ পাবে আর তার প্রাণ যাবে॥
এতেক বিচার করি যত দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ শুক্রেরে ভোজন॥
পুনরপি দেবযানী বাপে জিজ্ঞাসিল।
পুষ্প আনিবারে কচ কাননেতে গেল॥
এতক্ষণ হৈল পিতা কচ না আইল।
হেন বুঝি দৈত্যগণ পুনঃ মারিল॥
নিশ্চয় মরিব পিতা কচে না দেখিয়া।
পুনরপি তারে পিতা দেহ জীয়াইয়া॥
শুক্র বলে দেবযানী না কর বিলাপ।
মৃত জন হেতু কেন কর তুমি তাপ।
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য মরিলে না জীয়ে।
তার হেতু কেন মর ক্রন্দন করিয়ে॥
দেবযানী বলে পিতা যাহা কহ তুমি।
নিশ্চয় মরিব কচে না দেখিলে আমি॥
কচের যতেক সেবা কহিতে না পারি।
কচের সৌজন্য পিতা পাসরিতে নারি॥
আজি হৈতে পিতা এই সত্য অঙ্গীকার।
শরীর ত্যজিব আমি করি অনাহার॥
এত বলি দেবযানী করিছে ক্রন্দন।
প্রবোধিয়া শুক্র বলে মধুর বচন॥
কন্যা প্রবোধিয়া শুক্র ভাবিল অন্তরে।
ধ্যানে দেখে আছে কচ আপন উদরে॥
শুক্র বলে কচ তুমি কহ বিবরণ।
আমার উদরে আইলে কিসের কারণ॥
কচ বলে আমারে মারিয়ে দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ তোমায় ভক্ষণ॥
জ্ঞান নাহি টুটে মম তব অধ্যয়নে।
কেমনে বাহির হব ভাবিতেছি মনে॥
এত শুনি শুক্র তবে বলে আরবার।
তোমারে বাহির কৈলে আমার সংহার॥
বাহির না করিলে ব্রাহ্মণ বধ হয়।
মরণ হইতে বড় বিপ্র বধে ভয়॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আছে যত জন।
ব্রহ্মবধ পাপ হয় কাহার মোচন॥
এত ভাবি কচে শুক্র বলিল বচন।
নিশ্চয় দেখি যে পুত্র আমার মরণ॥
সঞ্জীবন মন্ত্র আমি দিতেছি তোমারে।
বাহির হইয়া তুমি জীয়াইবা মোরে॥
এত বলি মন্ত্র দিল ভৃগুর নন্দন।
গর্ভে থাকি কচ করে মন্ত্র অধ্যয়ন॥
তবে দৈত্যগুরু নিজ খড়্গ করে লইয়া।
বাহির করিল কচে উদর চিরিয়া॥
হইল বাহির কচ শুক্র ত্যজে প্রাণ।
পুনরপি জিয়াইল মন্ত্র করি ধ্যান॥
তবে মহা ক্রুদ্ধ হৈল ভৃগুর নন্দন।
সুরা প্রতি শাপ দিল মুনি ততক্ষণ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেই করে সুরাপান।
থাকুক পানের কায লয় যদি ঘ্রাণ॥

আজি হইতে সুরাপান করে যেই জন।
ব্রহ্মতেজ নষ্ট তার হবে সেইক্ষণে॥
ইহলোক অপূজিত হবে সেইজন।
মরিলে নরক মধ্যে হইবে গমন॥
তবে শুক্র ডাকি বলে দৈত্যগণ প্রতি।
মম শিষ্যে মারিলা এ কেমন প্রকৃতি॥
আজি হৈতে কচেরে তোমরা না হিংসিবে।
এই বাক্য হেলা কৈলে বড় দুঃখ পাবে॥
কচেরে বলিল শুক্র আশ্বাস করিয়া।
যথা সুখে বিহার হ নির্ভয় হইয়া॥
শুক্রের বচনে কচ নির্ভয় হইল।
নানা বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য অধ্যয়ন কৈল॥
বিদ্যা পড়ি শুক্র স্থানে সুরপুরী যায়।
দেবযানী স্থানে গেল হইতে বিদায়॥
আজ্ঞা কর আমি যাই আপনার দেশ।
চিত্ত অনুগ্রহ মোরে করিও বিশেষ॥
এত শুনি দেবযানি বিষন্ন বদন।
কচেরে ডাকিয়া তবে বলেন বচন॥
দেখহ আমার কচ যৌবন সময়।
তোমারে দেখি যে যোগ্য কর পরিণয়॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈল জীবের কুমার।
হেন অনুচিত বাক্য না বলিহ আর॥
গুরুর তনয়া তুমি আমার ভগিনী।
এমন কুৎসিত কেন বল দেবযানি॥
দেবযানি বলে তুমি না কর খণ্ডন।
তোমারে করিতে পতি আছে মম মন॥
মরেছিলা তুমি জীয়াইনু বারেবার।
মম বাক্য নাহি রাখ কেমন বিচার॥
পূর্ব্বের সৌহৃদ্য রাখ আমার বচন।
এত শুনি কচ হৈল বিষন্ন বদন॥
কচ বলে দেবযানি এ নহে উচিত।
তোমায় আমায় হেন না হয় পিরীত॥
যেই শুক্র হইতে তোমার জন্ম হয়।
সেই শুক্র হইতে আমার জ্ঞানোদয়॥
সহোদরা তুমি হও সহজে আমার।
কি মতে এমন বল লোক কদাচার॥
আজ্ঞা কর যাই আমি আপন আলয়।
শুনি দেবযানি কোপ করে অতিশয়॥
স্ত্রী হইয়া বারে২ করিনু বিনয়।
না রাখ আমার বাক্য তুমি দুরাশয়॥
যত বিদ্যা তোমারে পড়ায় মোর বাপে।
সকল নিষ্ফল তোর হবে মোর শাপে॥
কচ বলে দেবযানী করিলা কি কর্ম্ম।
বিনা দোষে দিলা শাপ নহে এই ধর্ম্ম॥
কামুকী হইয়া আর বল অনুচিত।
সে কারণে দিব শাপ ইহার বিহিত॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তাঁর।
মোর শাপে ক্ষত্র ভর্ত্তা হইবে তোমার॥
মোরে শাপ দিলে তুমি না যায় খণ্ডন।
বিফল হইবে যে করিলাম পঠন॥
আমি যত পড়াইব আর শিষ্যগণে।
তারে ফলদায়ী হবে মোর অধ্যয়নে॥
এত বলি কচ গেল ইন্দ্রের নগর।
কচে দেখি আনন্দিত সকল অমর॥
কহিল সকল কচ যত বিবরণ।
নিঃশব্দ হইয়া যুদ্ধ করে দেবগণ॥
দেব দৈত্য যুদ্ধ কথা না যায় লিখন।
এতেক শুনিলা দেবযানীর কথন॥
মহাভারতের কথা ব্যাসের রচিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচিত॥

দেবযানীর উপাখ্যান।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল যুড়ি দুই পাণি।
কি প্রকারে বিবাহিতা হৈল দেবযানী॥
মুনি বলে অবধান কর নৃপবর।
তাহার বিবাহ কথা অতি মনোহর॥
তার কত দিন পরে বৃষপর্ব্বপুরে।
কন্যাগণ মিলি গেল স্নান করিবারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে বৃষপর্ব্বের কুমারী।
স্নানেতে চলিল দাসীগণ সঙ্গ করি॥
শুক্রকন্যা দেবযানী চলিল সংহতি।
একত্র চলিলা সবে স্নানেতে যুবতী॥
চৈত্ররথ নামে বনে আছে সরোবর।
জলক্রীড়া করে সবে তাহার ভিতর॥
নিজ২ বস্ত্র সব থুইয়া তার কূলে।
উন্মত্তা হইয়া সবে ক্রীড়া করে জলে॥
হেনকালে খরতর বহিল পবন।
একত্র করিল যত সবার বসন॥
জলক্রীড়া করিয়া উঠিল কন্যাগণ।
চিনিয়া পরিল সবে আপন বসন॥
শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যের কন্যা উঠি শীঘ্রগতি।
দেবযানীর বস্ত্র পরে হইয়া বিস্মৃতি॥
দেবযানী বলে তোর এত অহঙ্কার।
শূদ্র হৈয়া বস্ত্র তুই পরিস আমার॥

দেবযানীর বাক্য শুনি শর্ম্মিষ্ঠা কুপিল।
দেবযানী চাহি তবে ক্রোধেতে বলিল॥
তোমায় আমায় দেখ অনেক অন্তর।
মোর ধন খাইয়া রক্ষা কর কলেবর॥
মোর বাপে তার বাপ সদা স্তুতি করে।
মোরে হেন বাক্য কহ কোন অহঙ্কারে॥
অল্প হেন করি তোরে করি যে গণনা।
মোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর না চিন আপনা॥
বলিতে২ ক্রোধ অধিক বাড়িল।
বলে ধরি কূপে দেবযানীরে ফেলিল॥
দেবযানী কূপে ফেলি গেলা নিজাগার।
মরিল কি বাঁচিল সে না দেখিল আর॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
সেই বনে গেল রাজা মৃগ মারিবারে॥
মৃগয়াতে রত বড় নহুষনন্দন।
সসৈন্য যযাতি রাজা গেল সেই বন॥
তৃষ্ণায় পীড়িত হৈল যযাতি রাজন।
জল অন্বেষণে ভ্রমে সব সৈন্যগণ॥
ভ্রমিতে২ দেখে কূপের ভিতরি।
পড়িয়াছে কন্যা এক পরম সুন্দরী॥
আস্তে ব্যস্তে লোক গিয়া জানায় রাজারে।
শুনিয়া নৃপতি তবে আইল তথাকারে॥
অতি পুরাতন কূপ আচ্ছন্ন তৃণেতে।
পড়িয়াছে চন্দ্রের সমান কন্যা তাতে॥
রাজা বলে কন্যা কহ নিজ বিবরণ।
কূপে পড়িয়াছ তুমি কিসের কারণ॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রায় ত্রৈলোক্যমোহিনী।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী॥
রাজার বচন শুনি বলে দেবযানী।
দেবযানী নাম মোর শুক্রের নন্দিনী॥
আমার বৃত্তান্ত রাজা কহিব পশ্চাতে।
আগে নরপতি মোরে তোল কূপ হতে॥
কুলীন পণ্ডিত তুমি দেখ মহাজন।
মহাতেজবন্ত দেখি রাজার লক্ষণ॥
করে ধরি তোল মোরে না কর বিচার।
বিষম প্রমাদ হতে করহ উদ্ধার॥
এত শুনি নৃপতি বলিল আরবার।
তোমার বচন চিতে না লয় আমার॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তাঁর।
দ্বিতীয় নবীন যুবা বয়স তোমার॥
সে কারণে তোমারে ছুঁইতে না যুয়ায়।
কন্যা বলে রাজা দোষ নাহিক তোমায়॥
অন্ধকূপে পড়িয়া আমার প্রাণ যায়।
ত্বরিতে উদ্ধার করি প্রাণ রাখ রায়॥
এত শুনি নরপতি কন্যার বচন।
কন্যার দক্ষিণ হস্ত ধরি ততক্ষণ॥
করে ধরি নরপতি উপরে তুলিল।
কন্যা উদ্ধারিয়া রাজা নিজদেশে গেল॥
হেনকালে পূর্ণিকা নামেতে উপকারী।
সম্মুখে দেখিল তারে শুক্রের কুমারী॥
কান্দিয়া কহিল যত দুঃখ আপনার।
পিতারে জানাহ গিয়া মোর সমাচার॥
পুনঃ নগরেতে নাহি করিব গমন।
কোললাজে লোকে আমি দেখাব বদন॥
চলি যাহ পূর্ণিকা কহ পিতার স্থান।
তাঁহাকে কহিয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥
ত্বরিতে জানাহ বাপে শুক্র গুণবতী।
এত শুনি পূর্ণিকা চলিল শীঘ্রগতি॥
করযোড়ে পূর্ণিকা বলিছে সবিনয়।
দেবযানী বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয়॥
শর্ম্মিষ্ঠা সহিতে গেল স্নান করিবারে।
বলেতে শর্ম্মিষ্ঠা কূপে ফেলাইল তারে॥
এত শুনি শুক্র হৈল বিরস বদন।
দেবযানী দেখিবারে করিল গমন॥
দেখে শুক্র দেবযানী বনের ভিতরে।
হেট মুখে বসিয়াছে চক্ষে জল ঝরে॥
বস্ত্র দিয়া দৈত্যগুরু পুছিল বচন।
জিজ্ঞাসিলা বার্ত্তা কিবা কহ বিবরণ॥
কোনকালে তুমি সে করিয়াছিলে পাপ।
তথির কারণে তুমি পাইলে এত তাপ॥
পাপ হৈতে দুঃখ পাইলে না যায় খণ্ডন।
শুনি দেবযানী বলে গদ্গদ বচন॥
পাপ নাহি জানিগো যাবৎ মোর জ্ঞান।
কহি যত বিবরণ কর অবধান॥
বৃষপর্ব্ব কন্যা বলে আমারে ধরিয়া।
ঘরে গেল আমারে যে কূপে ফেলাইয়া॥
শূদ্র হৈয়া মম বস্ত্র করিল পিন্ধন।
কতেক কহিব যে কহিল কুবচন॥
মোর বাপে স্তুতি শক্র করে অনুব্রতে।
সকুটুম্ব বাঁচিল আমার ধন হৈতে॥
পুনঃ২ কহিলেক যেবা আইল মুখে।
তার বাক্য বজ্র হেন বাজিয়াছে বুকে॥
শুক্র বলে দেবযানী ত্যজ মনস্তাপ।
ক্রোধে লোক ভ্রষ্ট হয় ক্রোধে হয় পাপ॥

অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্ব ধর্ম্মে ধর্ম্মিক যে ক্রোধকে সম্বরে॥
শতেক বৎসর তপ করে যেই জন।
অক্রোধী সহিত সেই নাহি কদাচন।
দেবযানী বলে পিতা আমি সব জানি।
অপ্রমিত কৈল মোরে দৈত্যের নন্দনী॥
সর্পের দংশনে যেন বিষে অঙ্গ দয়।
কাষ্ঠেং ঘর্ষণে যেমন অগ্নি হয়॥
ততোধিক পিতা মম দহে কলেবর।
না হয় নিবৃত্ত যেন দহিছে অন্তর॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
বৃষপর্ব্ব দৈত্যস্থানে করিল গমন॥
বৃষপর্ব্ব চাহি শুক্র বলিল বিশেষ।
অন্য দেশে যাব ত্যজি তোমার এ দেশ॥
পাপী দুরাচার যেই হিংসা করে লোকে।
পুণ্যবান জন তার নিকটে না থাকে॥
জানিয়া শুনিয়া পাপ করে যেইজন।
অনুরূপ দুঃখ পায় না হয় খণ্ডন॥
তারে না ফলিলে তার পুত্র পৌত্র ফলে।
ব্যর্থ নাহি হয় যেন বিধি বেদে বলে॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির নন্দন।
পুনঃং তুই তারে করিলি নিধন॥
মম কন্যা দেবযানি প্রাণের সমান।
কূপে ফেলাইলে তারে নিধন বিধান॥
নারীবধ ব্রহ্মবধ কৈলে বারেবার।
সহজে অসুর তুই দুষ্ট দুরাচার॥
থাকিলে পাপীর কাছে নিত্য পাপ বাড়ে।
সে কারণে সাধুজন পাপী সঙ্গ ছাড়ে॥
এত বলি ভৃগুসুত চলিল সত্বর।
পায়ে ধরি বসাইয়া বলে দৈত্যেশ্বর॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
আপনার গুণে প্রভু কর প্রতিকার॥
জাতি ধন রাজ্য প্রাণ কুটুম্বাদি যত।
এ সব আমার জ্ঞাত্য তোমার প্রভুত্ব॥
নিশ্চয় গোসাঞি যদি ছাড়ে যাবে মোরে।
গোষ্ঠির সহিত আমি পশিব সাগরে॥
শুক্র বলে তুমি গিয়া প্রবেশ সাগরে।
শরীর ত্যজহ কিবা যাও দেশান্তরে॥
প্রাণের সমান হয় আমার কুমারী।
ইহারে অপ্রিয় আমি করিবারে নারী॥
ইহাতে যদ্যপি ক্ষমা করে দেবযানী।
তবে ক্ষান্ত হই আমি শুন দৈত্যমণি॥

এত শুনি দৈত্যরাজ বিনয় করিয়া।
কহে দেবযানীর অগ্রেতে দাণ্ডাইয়া॥
হইল কুকর্ম্ম ক্ষম মম অপরাধ।
আমারে সদয় হও করহ প্রসাদ॥
দেবযানী বলে রাজা বুঝহ অন্তরে।
তবে সে প্রসন্ন আমি হইব তোমারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা তোমার কন্যা বড়ই দুর্ভাষী।
তার সাক্ষী সহ মোর করি দেহ দাসী॥
এত শুনি দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার।
এই ক্ষণে আমি অগ্রে দিবত তোমার॥
এত বলি ধাত্রী পাঠাইল অন্তঃপুরে।
শর্ম্মিষ্ঠারে বার্ত্তা ধাত্রী কহিল সুস্বরে॥
কোপ করি যায় শুক্র নগর ত্যজিয়া।
সে কারণে রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া॥
না মানে প্রবোধ কার ভৃগুর নন্দন।
কেবল তাহার ক্রোধ তোমার কারণ॥
অতএব শীঘ্র তুমি চল তথাকারে।
তোমাকে লইতে রাজা পাঠাইল মোরে॥
কন্যা বলে যাতে হবে জ্ঞাতির কুশল।
প্রবোধিয়া শুক্র চার্য্যে করিব নিশ্চল॥
এত বলি যায় কন্যা ধাত্রীর সংহতি।
যথায় আছেন পিতা দৈত্য অধিপতি॥
সহস্রেক দাসী সঙ্গে চড়ি চতুর্দ্দোলে।
পিতার সম্মুখে গিয়া দাণ্ডাইল তলে॥
বৃষপর্ব্ব বলে কন্যা দৈবের লিখন।
দেবযানী কাছে তুমি থাক দাসীপণ॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন পিতা যে আজ্ঞা তোমার।
হইলাম দাসী আমি কর্ম্ম আপনার॥
এত শুনি উত্তর করিল দেবযানী।
কি মতে হইবে দাসী তুমি ঠাকুরানী॥
তোর বাপে মোর বাপ সদা স্তুতি করে।
তোমা অপেক্ষাতে রাখিয়াছি কলেবরে॥
হেন জন তুমি দাসী হইবে কেমনে।
শুনিয়া উত্তর কন্যা দিল ততক্ষণে॥
জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ॥
ইহাতে আমার লজ্জা তিলেক নহিবে।
তথাচ রাজার কন্যা সকলে বলিবে॥
পরে শুক্র দেবযানী গেল নিজ ঘর।
সঙ্গেতে শর্ম্মিষ্ঠা গেল সহ পরিচর॥
আদিপর্ব্বে হয় দেবযানীর আখ্যান।
কাশীদাস বলে কথা অমৃত সমান॥

দেবযানীর বিবাহ।

হেনমতে নানা রঙ্গে বঞ্চে দেবযানী।
দাসীভাবে সেবে তারে দৈত্যের নন্দিনী॥
কত দিনে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া।
সহস্রেক দাসীগণ সংহতি করিয়া॥
চৈত্ররথ নামে বন অতি মনোহর।
নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে তাহার ভিতর।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ দেয় তালি॥
নানা বাদ্যারম্ভে কেহ দেয় হুলুহুলি॥
কিসলয় শয্যায় শোয়েন দেবযানী।
পদসেবা করে তার দৈত্যের নন্দিনী॥
হেনকালে সেই বনে দৈবের লিখন।
যযাতি ভূপতি আইল মৃগয়া কারণ॥
কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপমণি।
কি নাম ধরহ তুমি কাহার নন্দিনী॥
এত শুনি দেবযানি করিল উত্তর।
দৈত্যগুরু শুক্র নাম খ্যাত চরাচর॥
তাহার তনয়া আমি নামে দেবযানী।
শর্ম্মিষ্ঠা আমার সখী দৈত্যের নন্দিনী॥
তুমি কিবা নাম ধর কাহার নন্দন।
এথায় আইলে তুমি কোন প্রয়োজন।
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলেন ভূপতি।
নহুষ নন্দন আমি নামেতে যযাতি॥
ব্রহ্মচর্য্যাশীল আমি বিখ্যাত সংসারে।
মৃগয়া কারণে আইলাম এথাকারে॥
দেবযানী বলে আমি ভালমতে জানি।
তোমার বংশের কথা অদ্ভুত কাহিনী।
পরম সুন্দর তুমি বলে মহাতেজা।
ব্রহ্মচর্য্য বিজ্ঞ তুমি ধর্ম্মশীল রাজা॥
পূর্ব্বে কূপ হৈতে তুমি তুলিলে আমারে।
পুরুষ হইয়া তুমি ধরিয়াছ করে॥
এক্ষণে আমারে কর বিবাহ ভূপতি।
সহস্রেক দাসী পাবে শর্ম্মিষ্ঠা সংহতি॥
তোমার বংশেতে কেহ বিবাহ না করে।
হাত ধরি লৈয়া যায় কন্যা যেই বরে॥
এক্ষণে আমার হস্ত ধরিলহ তুমি।
স্বেচ্ছায় তোমারে রাজা বলিলাম আমি॥
রাজা বলে শুক্র জানি তপকল্পতরু।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আর দৈত্যগণ গুরু॥
তাঁহার নন্দিনী তুমি বনিতা আমার।
সে কারণে যোগ্য আমি না হই তোমার॥
বিবাহ করিতে তোমায় বড় ধায় মন।
কিন্তু শুক্র ক্রোধে হয় সংশয় জীবন॥
সর্পের বিষের তেজে একজন মরে।
ব্রাহ্মণের ক্রোধ বিষে সবংশে সংহারে॥
দেবযানী বলে রাজা কি তোমার ভয়।
অযাচকে যাচি দিলে কিবা তার হয়॥
রাজা বলে শুক্র যদি দেন অনুমতি।
তবেত বিবাহ করি শুন গুণবতী॥
এত শুনি দেবযানী রাজার উত্তর।
রাজারে রাখিয়া গেল পিতার গোচর॥
পিতারে কহিল কন্যা সব বিবরণ।
যযাতি ভূপতি আইল মৃগয়া কারণ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা নহুষ তনয়।
তারে সম্প্রদান কর মোরে মহাশয়॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলে শুক্রাচার্য্য।
যযাতিকে দিব তোমায় এ নহে আশ্চর্য্য॥
এত বলি দৈত্যগুরু চলে শীঘ্রগতি।
দেবযানী সহ গেল যথা নরপতি॥
শুক্র দেখি নরপতি প্রণতি করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল॥
শুক্র বলে শুনহ যযাতি নৃপমণি।
এই দেবযানী হয় আমার নন্দিনী॥
স্বেচ্ছামতে ইহারে বিবাহ কর তুমি।
হস্তে ধরি সম্প্রদান করিলাম আমি॥
রাজা বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানহ আপনি।
ক্ষত্রিয়ের যোগ্য নয় ব্রাহ্মণ নন্দিনী॥
শুক্র বলে আছে দোষ বলে দেবযানি।
ব্রাহ্মণ তনয়া তিন বর্ণের জননী॥
তথাপি বিবাহ কর আজ্ঞায় আমার।
মম তপোবলে দোষ খণ্ডিবে তোমার॥
এক বাক্য আমার শুনহ নৃপমণি।
শর্ম্মিষ্ঠা দেখহ এই দৈত্যের নন্দিনী॥
মম কন্যা দেবযানীর সেবক এ হয়।
ইহারে ডাকিহ নাহি শয়ন সময়॥
এত বলি সমর্পিয়া দিল দেবযানী।
শুক্রে প্রণমিয়া দেশে গেল নৃপমণি॥
শর্ম্মিষ্ঠার সহ এক সহস্র যুবতী॥
অশোক বনেতে রাজা দিলেন বসতি॥
যথাযোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য বসন ভূষণ।
প্রত্যেক সবারে রাজা কৈল নিয়োজন॥
দেবযানী হইল প্রধান পাটেশ্বরী।
হেনমতে ক্রীড়া করে দিবস শর্ব্বরী॥

ধরিল প্রথম গর্ব্ভ শুক্রের নন্দিনী।
দশমাসে প্রসব হইল দেবযানী॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র প্রায় হইল নন্দন।
নন্দনের যদু নাম রাখিল রাজন॥
কত দিন পরে দেখ দৈবের যে গতি।
দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা হইল ঋতুমতী॥
ঋতুস্নান করি কন্যা চিন্তিত হৃদয়।
স্বামি হীন হইলাম কর্ম্ম দুরাশয়॥
বৃথা জন্ম গেল মম এ নব যৌবন।
পুত্রহীন হইলাম বঞ্চিদাসীপণ॥
হরিহ বিধি মোরে হইল নিষ্ঠুর।
কোন কর্ম্ম লভিলাম জন্মে মর্ত্যপুর॥
ভাগ্যবতী দেবযানী যৌবন সময়।
লভিল আপন কার্য্য পাইল তনয়॥
এতেক বিষাদ করি ভাবে মনে মনে।
পুত্রবর মাগি লব যযাতি রাজনে॥
দেবযানী সখি মম হয়ত ঈশ্বরী।
তাহার ঈশ্বর হৈলে মম অধিকারী॥
যদি পাই একাদে ভূপতি দরশন।
ঋতুদান মাগি লব এই লয় মন॥
যযাতির সত্যব্রত বিখ্যাত সংসারে।
যে কিছু যে চাহে তাহা অন্যথা না করে॥
এতেক চিন্তিত দেখ দৈবের লিখন।
আইল ভূপতি তথা বিহার কারণ॥
নানা বৃক্ষ ফল ফুলে শোভে রোম্য বন।
একাকী ভ্রময়ে তথা যযাতী রাজন॥
হেনকালে শর্ম্মিষ্ঠা রাজারে একা দেখি।
সন্নিকটে গিয়া প্রণমিল শশিমুখী॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।
বিনয় পূর্ব্বক কন্যা কহিতে লাগিল॥
উপেন্দ্র মহেন্দ্র চন্দ্র জলেন্দ্রের প্রায়।
সর্ব্বগুণে ভূপতি তোমারে স্তুতি তায়॥
আমায় নৃপতি তুমি জান ভালমতে।
শুনহ প্রার্থনা এক কহি যে তোমাতে॥
কামভাবে তোমাকে না করি নিবেদন।
ঋতুরক্ষা কর মম ধর্ম্মের কারণ॥
রাজা বলে ইহা না কহিও কদাচন।
শুক্রের বচন নাহি তোমার স্মরণ॥
দেবযানী বিবাহে বলিল বারেং।
শয়নে কদাচ না ডাকিবা শর্ম্মিষ্ঠারে॥
শুক্রের বচন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
কি শক্তি আমার পরাশিব যে তোমারে॥

কন্যা বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব আমি না হয় উচিত॥
বিবাহের কালে সর্ব্ব ধন অপহরে।
কৌতুকেতে আর নারী সহিত বিহারে॥
প্রাণের সংশয়ে যদি মিথ্যা কেহ কহে।
এই পঞ্চ স্থানে মিথ্যা পাপ হেতু নহে॥
দেবযানি তোমারে বরিল যেইক্ষণে।
আমার বরণ রাজা হৈল সেই দিনে॥
একে সখী দেবযানী দ্বিতীয়ে ঈশ্বরী।
তার ভর্ত্তা তুমি মম হৈলা অধিকারী॥
রাজা বলে নহে এই ধর্ম্মের বিচার।
কখনহ মিথ্যা বাক্য না শোভে রাজার॥
লোকে মিথ্যা পাপ কৈলে দণ্ড করে রাজা।
রাজা মিথ্যাবাদী হৈলে লোকে নাহি পূজা॥
কন্যা বলে রাজা নহে অধর্ম্ম বিচার
ভার্য্যা পুত্র দাসেতে স্বামীর অধিকার॥
ঈশ্বর ঈশ্বরী তুমি আমার ঈশ্বর।
সে কারণে তোমাতে মাগি হে পুত্রবর॥
কন্যার বচন শুনি সত্যধর্ম্মনীতি।
হৃদয়ে ভাবিয়ে তবে কহে নরপতি॥
রাজা বলে পূর্ব্বে করিয়াছি অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
সে কারণে তোমার পূরাব অভিলাষ।
এত বলি গেল রাজা শর্ম্মিষ্ঠার পাশ॥
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠারে দিয়া নরপতি।
কেহ না জানিল গেল আপন বসতি॥
রাজার ঔরসে গর্ব্ভ শর্ম্মিষ্ঠা ধরিল।
দশমাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল॥
পরম সুন্দর হৈল রাজার নন্দন।
হস্ত পদে চক্র শোভে কমললোচন॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল লোকে হৈল শব্দ।
বার্ত্তা পায়ে দেবযানী হইল মহাক্রুদ্ধ॥
আশ্চর্য্য শুনি যে পুত্র হইল কি মতে।
শর্ম্মিষ্ঠার গৃহে তবে চলিল ত্বরিতে॥
দেবযানি বলে সখি করিলা কি কর্ম্ম।
কার দ্বারা হইল তোমার পুত্র জন্ম॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলে যে সখি দৈবের লিখন।
মম ঋতুকালে আইসে ঋষি এক জন॥
কামভাবে তাহারে যে করিনু কামনা।
পুত্রদান দিয়া মোরে গেল সেই জনা॥
দেবযানি বলে সখি কহ সত্যকথা।
কি নাম ঋষির পুত্র বস তার কোথা॥

শর্ম্মিষ্ঠা বলেন ঋষি পরম সুন্দর।
মহাতেজ ধরে ঋষি যেন দিবাকর॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিতে শক্তি হইবে কাহার।
সে কারণে নাম মাত্র না জানি তাঁহার॥
দেবযানী বলে সখী তুমি পুণ্যবতী।
ঋষিবরে হৈল পুত্র চন্দ্র সমদ্যুতি॥
এত বলি দেবযানী গেল অন্তঃপুরে।
হেনমতে যায় কত দিবস অন্তরে॥
দেবযানী প্রসবিল দ্বিতীয় কুমার।
তুর্ব্বসু বলিয়া নাম রাখিল তাহার॥
দেবযানী প্রসবিল যে দুই নন্দন।
যদু আর তুর্ব্বসু বিখ্যাত সর্ব্বজন॥
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্ম ঔরসে রাজার।
ঋতুযোগে জন্মাইল এ তিন কুমার॥
জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্য, অনু আর দ্বিতীয় কুমার।
কনিষ্ঠ হইল পুরু সর্ব্ব গুণাধার॥
রাজার কুমার সব বাড়ে দিনে দিনে।
ঋষি হৈতে পুত্র হয় দেবযানী জানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপ।

হেনমতে কতদিন যযাতি ভূপতি॥
বিহারে চলিল দেবযানীর সংহতি॥
নানা বৃক্ষে সুশোভিত অশোকের বন।
ফলে ফুলে সুগন্ধ সুনাদ পক্ষিগণ॥
দেবযানী সহ ক্রীড়া করে নৃপবর।
শর্ম্মিষ্ঠা আইল সেই বনের ভিতর॥
শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র বাপেরে দেখিয়া।
রাজার নিকটে সবে আইল ধাইয়া।
সুন্দর কুমার তিন দেখি দেবযানী।
জিজ্ঞাসিল কার পুত্র কহ নৃপমণি॥
মৌনেতে রহিল রাজা না করে উত্তর।
কুমারগণেরে জিজ্ঞাসিল অতঃপর।
কি নাম তোমরা ধর কাহার নন্দন।
সত্য কহ এথায় আইলা কি কারণ॥
দেবযানী বলে যদি এতেক বচন।
প্রত্যক্ষে আপন নাম কহে তিন জন॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে আমা সবাকার মাতা।
রাজা দেখাইয়া বলে এই মম পিতা॥
এত বলি গেল তিনে রাজার নিকটে।
নমস্কার করি দাণ্ডাইল করপুটে॥

দেবযানী ভয়ে রাজা না বলিল কিছু।
বিরস হইয়া তিনে বাহুড়িল পাছু॥
এত শুনি দেবযানী অরুণ নয়ন।
শর্ম্মিষ্ঠারে ডাকিয়া বলিল ততক্ষণ॥
পূর্ব্বে যে কহিলি তুই আমার গোচরে॥
এক ঋষি পুত্র দান দিলেক আমারে।
এক্ষণ তোমার কথা হইল বিদিত।
শর্ম্মিষ্ঠা শুনিয়া তাহা হইল বিস্মিত॥
যোড় কর করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহে বাণী।
ধর্ম্মে নাহি ঘাটি আমি শুন ঠাকুরাণী॥
তুমি মম ঈশ্বরী তোমার রাজা পতি।
সে কারণে মম ভর্ত্তা হৈল নরপতি॥
সেবকীর পুত্রগণ তোমার সেবক।
ক্রোধ পরিহর মোরে দেখিয়া বালক॥
দেবযানী বলে তুমি সেবকী হইয়া।
মম স্বামী পরিহর ভয় না চিন্তিয়া॥
ক্রোধে দেবযানী ভূপতির প্রতি বলে।
শুক্রবাক্য লঙ্ঘন করিলা অবহেলে॥
গুরুবাক্য লঙ্ঘন আর হরহ সেবকী।
এবে জানিলাম তুমি পরম পাতকী॥
আর না রহিব আমি তোমার সদন।
এত বলি দেবযানী করেন ক্রন্দন॥
কান্দিতে২ যান জনকের ঘর।
বিনয় করিয়া রাজা বুঝান বিস্তর॥
রাজার বিনয় বাক্য না শুনিল কাণে।
দেখিয়া পাইল বড় ভয় রাজা মনে॥
পাছে নাহি চায় ক্রোধে যায় শীঘ্রগতি।
পাছে পাছে নরপতি চলিল সংহতি॥
শুক্রের সম্মুখে গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া কহে রাজার চরিত॥
অবধান কর পীতা মম নিবেদন।
অধর্ম্মে প্রবর্ত্ত হৈল যযাতি রাজন॥
তোমার নিয়ম বাক্য করিয়া হেলন।
বৃষপর্ব্ব কন্যা সহ করিল রমণ॥
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে।
দুর্ভাগ্য করিল মোরে রাজা অবিচারে॥
আমার উদরে দুই পুত্র জন্মাইল।
অতএব তোমার বাক্য হেলন করিল॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
ক্রোধ করি রাজারে বলিল ততক্ষণ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জ্ঞাত তুমি পরম পণ্ডিত।
মম বাক্য লঙ্ঘ রাজা এ কোন বিহিত॥

গুরু জনে লঙ্ঘ রাজা করি অহঙ্কার।
এই পাপে জরা অঙ্গ হইবে তোমার ॥
শুনিয়া শুক্রের শাপ কম্পিত হৃদয়।
কর যোড় করি রাজা বলিছে বিনয় ॥
মম কোন শক্তি প্রভু তোমারে লঙ্ঘিতে।
যাহা ইচ্ছা হয় প্রভু পারহ করিতে ॥
কামভাবে শর্ম্মিষ্ঠাকে না করি রমণ।
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠা করিল যে প্রার্থন ॥
সে কারণে তাকে করিলাম ঋতুদান।
না করিলে নাহি পাপ তাহার সমান ॥
নপুংসক হৈয়া জন্ম হয় ক্ষিতিতলে।
নরকের মধ্যে গিয়া পড়ে অন্তকালে ॥
ঋতুদান করিলাম এই ধর্ম্ম ভয়।
অগ্রে মম অঙ্গীকার জান মহাশয় ॥
যেই যাহা মাগে তাহা না করিব আন।
সে কারণে দিলাম মাগিল ঋতুদান ॥
শুক্র বলে ধর্ম্ম ভয় করিলা বিচার।
মম বাক্য ভয় নাহি এত অহঙ্কার ॥
এতেক বলিবা মাত্রে ভৃগুর নন্দন।
রাজার শরীরে জরা হইল তখন ॥
অশক্ত হইল রাজা শুক্ল হৈল কেশ।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য হৈল বৃদ্ধবেশ ॥
আপনার অঙ্গ দেখি ভূপতি বিস্ময়।
যোড়হস্তে কহে পুনঃ করিয়া বিনয় ॥
যুবভাবে তৃপ্ত নহি না পুরে কামনা।
তব কন্যা দেবযানি প্রথম যৌবনা ॥
হইলাম বঞ্চিত এ সংসারের সুখে।
কৃপায় শাপান্ত প্রভু আজ্ঞা কর মোকে ॥
শুক্র বলে মম বাক্য না যায় খণ্ডন।
ভোগ করিবারে রাজা যদি আছে মন ॥
আপনার জরাবস্থা দিয়া অন্য জনে।
সংসারের সুখ ভোগ কর হে আপনে ॥
রাজা বলে আছে মম পঞ্চম কুমার।
যেই জরা লবে তারে দিব রাজ্যভার ॥
শুক্র বলে জরা লইবেক যেই জন।
দীর্ঘ আয়ু হবে সেই রাজ্যের ভাজন ॥
বংশ বৃদ্ধি হবে আর রাজ্যে হবে রাজা।
পরম পণ্ডিত হবে বলে মহাতেজা ॥
শুক্রের পাইয়া আজ্ঞা যযাতি রাজন।
দেবযানী সহ দেশে করিল গমন ॥
যযাতি চরিত্র কথা শুনিতে অমৃত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত ॥

যযাতির যৌবন প্রাপ্তি।

দেশে আসি ভূপতি বসিল সিংহাসনে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুরে বলিল ততক্ষণে ॥
শুক্র শাপে জরা বাপু হইল শরীরে।
যৌবনের ভোগে মম মন নাহি পুরে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হও তুমি পরম পণ্ডিত।
খণ্ডিতে পিতার দুঃখ হয়ত উচিত ॥
সে কারণে মম জরা লহরে শরীরে।
তোমার যৌবন পুত্র দেহত আমারে ॥
সহস্র বৎসরে পুত্র হইবে যৌবন।
এত শুনি যদু হৈল বিরস বদন ॥
জরা সম দুঃখ পিতা নাহিক সংসারে।
অন্ন পানি হীন শক্তি না থাকে শরীরে।
শরীর কুৎসিত হয় লোকে উপহাসে।
এ জরা লইতে মম চিত্ত না প্রকাশে ॥
আর চারি পুত্র পিতা আছয়ে তোমার।
তাহা সবাকারে জরা দেহ আপনার ॥
শুনিয়া হইল ক্রুদ্ধ যযাতি রাজন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়া হইলা অভাজন ॥
তোর বংশে রাজা নাহি হবে কোনকালে।
জ্যেষ্ঠ হৈয়া তুমি মম কুপুত্র হইলে ॥
তাহার অনুজ নাম তুর্ব্বসু সুন্দর।
তাহারে আনিয়া জিজ্ঞাসিল নরবর ॥
শুক্র পাশে জরা হইল না যায় খণ্ডন।
জরা লয়ে দেহ পুত্র আপন যৌবন ॥
করি ত্বরা লহ জরা সহস্র বৎসর।
আমার বচন রাখ উপকার কর ॥
তুর্ব্বসু বলিল পিতা জরা বড় দুঃখ।
আচারে বর্জ্জিত হয় সংসারের সুখ ॥
এ জরা লইতে আমি অপারক অতি।
শুনিয়া কুপিত অতি হইল ভূপতি ॥
তুমি পুত্র পিতৃবাক্য কর অনাদর।
এই শাপে ম্লেচ্ছ দেশে হবে দণ্ডধর ॥
তব বংশে যতেক হইবে পুত্রগণ।
মূর্খ হৈয়া করিবেক অভক্ষ্য ভক্ষণ ॥
দেবযানির দুই পুত্র না শুনিল বাণী।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রগণ ডাকিল আপনি ॥
শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্য নাম ধরে।
মধুর বচনে রাজা বলিল তাহারে ॥
মম জরা লহ তুমি সহস্র বৎসর।
পুনঃ জরা দিয়া লবে যুবা কলেবর ॥

ক্রুহ্যু বলে রাজা জরা বহু দোষ করে।
অন্যের থাকুক কার্য্য বাক্য নাহি স্ফুরে॥
না পারিব সহিতে সে জরার যন্ত্রণা।
অন্যেরে করহ আজ্ঞা লয় সেই জনা॥
শুনিয়া ভূপতি ক্রোধে বলে ততক্ষণ।
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য করিলা লঙ্ঘন॥
চারি জাতি ভেদ না থাকিবে যেই দেশে।
সেই দেশে রাজা হবে তোমার ঔরসে॥
যতেক করিবে আশা হইবে নৈরাশ।
কভু পূর্ণ না হইবে তব অভিলাষ॥
অনু বলি পুত্র তার কনিষ্ঠ সোদর।
তাহারে ডাকিয়া তবে বলে নৃপবর॥
মম জরা লহ বাপু কর পুত্র কায।
শুনিয়া বলেন অনু শুন মহারাজ॥
জরা সম দুঃখ নাহি লোকেতে সংসারে।
সদাই অশুদ্ধ দেহ থাকে অনাচারে॥
যে কিছু খাইলে জীর্ণ না হয় উদরে।
হেন জরা লৈতে পিতা না বল আমারে॥
রাজা বলে তুমি পুত্র বড় দুরাচার।
পুত্র হৈয়া বাক্য তুমি লঙ্ঘিলা আমার॥
যতেক জরার দুঃখ কহিলে আপনে।
সেই সব দুঃখ তুমি ভুঞ্জ অনুক্ষণে॥
তোমার ঔরসে পুত্র যতেক হইবে।
যৌবন কালেতে তারা সবাই মরিবে॥
তবেত ভূপতি বড় হইয়া চিন্তিত।
সবার কনিষ্ঠ পুত্র ডাকিল ত্বরিত॥
সবা হৈতে প্রিয় তুমি কনিষ্ঠ নন্দন।
প্রিয়কর্ম্ম কর রাখ আমার বচন॥
শুক্র শাপে জরা হৈল আমার শরীরে।
তৃপ্ত নাহি পাই দুঃখ জানাই তোমারে॥
পুত্র কর্ম্ম কর দেহ আপন যৌবন।
সহস্র বৎসরে পুনঃ হইবে তেমন॥
মম জরা দুঃখ বাছা বহ নিজ কায়।
স্বীকার করিলে তুমি মম দুঃখ যায়॥
পিতার বচন শুনি কহে যোড় করে।
তোমার বচন রাজা কে লঙ্ঘিতে পারে॥
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য না রাখে যে জন।
ইহলোকে অপযশ নরকে গমন॥
তব জরা দেহ পীতা আমার শরীরে।
আমার যৌবনে ভোগ ভুঞ্জ কলেবরে॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
মুখে চুম্ব দিয়া পুত্র বলেন বচন॥
বংশবৃদ্ধি হবে তব ধর্ম্মেতে তৎপর।
তোমার বংশেতে হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥
এতেক জানিয়া শুক্র করিল স্মরণ।
পুরু অঙ্গে জরা থুইয়া লইল যৌবন॥
যৌবন পাইয়া তবে যযাতি রাজন।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম কর্ম্ম না যায় লিখন॥
যজ্ঞ হোমে তুষ্ট কৈল যত দেবগণে।
পিতৃগণে তুষ্ট কৈল শ্রাদ্ধাদি তর্পণে॥
দানেতে তুষিল দ্বিজ দরিদ্র ভিক্ষুক।
সুপালনে প্রজাগণে দিল বড় সুখ॥
অভ্যাগতা অতিথি তুষিল নরবর।
প্রতাপে নাহিক দুষ্ট রাজ্যের ভিতর॥
কামরসে কামিনী গণের রাজা তোষে।
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী তোষে প্রিয়ে ভাষে॥
হেনমতে রাজ্য করে সহস্র বৎসর।
পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করিল নরবর॥
জরায় পীড়িত পুত্র দেখি নরপতি।
আপনারে ধিক্কার করেন মহামতি॥
আপনার জরাতে দিলাম পুত্রে দুঃখ।
পুত্রের যৌবনে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ॥
লোভেতে পুত্রের কষ্ট না দেখি নয়নে।
কামভাবে মত্ত আমি দুঃখিত নন্দনে॥
কামুকের কাম পূর্ণ না হয় খণ্ডন।
যত ইচ্ছা তত বাড়ে নহে তৃপ্ত মন॥
এত চিন্তি নরপতি বলিল নন্দনে।
বহু ভোগ করিলাম তোমার যৌবনে॥
পুত্র কর্ম্ম করি প্রীত করিলা আমারে।
তোমার মহিমা যত ঘুষিবে সংসারে॥
আপন যৌবন লহ জরা দেহ মোরে।
ছত্রদণ্ড দিব আমি তোমার উপরে॥
এত বলি জরা নিল নহুষ নন্দন।
পুরুষ হইল প্রাপ্তি আপন যৌবন॥
পুরু রাজা হবে বলি দিলেন ঘোষণা।
পাত্র মিত্র আমাত্য ডাকিল সর্ব্বজন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত প্রজা।
রাজ্যেতে যতেক বৈসে আনাইল রাজা॥
পুরু অভিষেক দেখি যত প্রজাগণ।
কহিতে লাগিল যত প্রজা ক্ষত্রগণ॥
নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি নহুষ তনয়।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যমানে কনিষ্ঠ কি হয়॥
সর্ব্ব গুণযুক্ত যদু পরম সুন্দর।
তাঁর বিদ্যমানে পুরু নহে রাজ্যেশ্বর॥

ধর্ম্মনীতি যত তুমি জান মহাশয়।
কনিষ্ঠে করিবে রাজা কোন শাস্ত্রে কয়॥
প্রজাগণ বচন শুনিয়া নৃপবর।
ক্ষণেক থাকিয়া রাজা করিল উত্তর॥
পিতৃ মাতৃ বাক্য যেই পুত্র নাহি রাখে।
তারে পুত্র বলে হেন কোন শাস্ত্রে লিখে॥
পুরুরে জানি যে আমি আপন কুমার।
আর পুত্র অকারণ হইল আমার।
পরম পণ্ডিত পুরু জানে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
রাখিয়া আমার বাক্য কৈল পুত্রকর্ম্ম॥
জরায় পীড়িত আমি না ছিল যৌবন।
মম বাক্য না রাখিল এই চারি জন॥
পণ্ডিত সুবুদ্ধি পুরু করিল স্বীকার।
সহস্র বৎসর নিল মম জরা ভার॥
সে কারণ রাজ্যভারে পুরু যোগ্য হয়।
হেন পুরু রাজা হবে ধর্ম্ম কেন নয়॥
প্রজাগণ বলে শুক্র জগতে বিদিত।
তাঁর নাতিগণ যোগ্য সংসারে পূজিত॥
তাহারে না দিয়া অন্যে দিবে অধিকার।
হইলে শুক্রের ক্রোধ নাহিক নিস্তার॥
রাজা বলে শুক্রেরে করিয়া নিবেদন।
যেহ জ্ঞানিবে সে রাজ্যের ভাজন॥
শুক্র বলে যেই পুত্র লবে জরা ভার।
আপনার রাজ্য তারে দিবে অধিকার॥
প্রজাগণ বলে কিছু কহিতাম আর।
শুক্র আজ্ঞা হইয়াছে নাহিক নিস্তার॥
পিতৃ মাতৃ বাক্য যেই করয়ে পালন।
তারে পুত্র বলি হেন কহে মুনিগণ॥
রাজযোগ্য হয় পুত্র ধর্ম্মে তৎপর।
সবার স্বীকার পুরু হয় দণ্ডধর॥
এত যদি বলিল সকল প্রজাগণ।
অভিষেক করিল পুরুকে তত্ক্ষণ॥
ছত্রদণ্ড দিল তবে ভূপতি যযাতি।
সুতে শিক্ষা করাইল যত রাজনীতি॥
আদি পর্ব্বে বিচিত্র যযাতি উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যযাতির স্বর্গে গমন।

হইল ভূপতি পরে জরাযুক্ত অঙ্গ।
রাজ্য ত্যজি গেল বনে মুনিগণ সঙ্গ॥
কঠিন তপস্যা রাজা করে নিরন্তর।
ফল মূলাহার করে বনের ভিতর।
অতিথির পূজা রাজা করয়ে তথায়।
হেনমতে সহস্র বৎসর তথা যায়॥
শীলোঞ্ছিত ব্রত রাজা বঞ্চে বহু ক্লেশে।
ফল মূল আহার ত্যজিল অবশেষে॥
জল পান ত্যজিয়া করিল বায়ু আহার।
তপস্যায় হৈল রাজা অস্থি চর্ম্ম সার॥
হেনমতে গেল দুই সহস্র বৎসর।
পঞ্চাগ্নি করিল বৎসরেক নৃপবর॥
রোগে যোগে শরীর ত্যজিল মহারাজ।
দিব্য রথে চড়ি গেল ইন্দ্রের সমাজ॥
তথা হৈতে ব্রহ্মলোক গিয়া নরপতি।
দশ লক্ষ বর্ষ ব্রহ্মলোকে করে স্থিতি॥
ব্রহ্মলোক হৈতে রাজা আইল ইন্দ্রস্থানে।
কপটে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র তাঁর বিদ্যমানে॥
জরায় পীড়িত তুমি ছিলে গুণাধার।
জরা নিল পুরু তব কনিষ্ঠ কুমার॥
কোন নীতি শিক্ষাবলে তারে মহারাজ।
কেন বা ছাড়িয়া আইলে ব্রহ্মার সমাজ॥
রাজা বলে শুক্র শিক্ষাইলেন যে তারে।
রাজনীতি বিধি যত শাস্ত্র অনুসারে॥
রাজছত্র দিয়া আমি কহিনু নন্দনে।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ যত শুন এক মনে॥
ক্রোধী নাহি হয় যেই ক্রোধে করাইলে।
গালি দিলে যেই জন কিছু নাহি বলে॥
পর দুঃখে দুঃখী যেই পর উপকারী।
মধুর কোমল বাক্য বলে মৃদু করি॥
মর্ম্মকথা পরের না বলে কোনকালে।
কপটে কুবৃত্তি হীন সদা সত্য বলে॥
আপনার ক্লেশ করি পরে পরিত্রাণ।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নাহি তাহার সমান॥
এ সব লোকের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
পুত্রবৎ করিয়া পালিবে প্রজাগণে॥
দুঃখিত দরিদ্র দুঃখ বিনাশিবে ধনে॥
বিপ্রগণে তুষিবে বিপুল শ্রদ্ধা দানে॥
উত্তর করিয়া বন্ধুগণেরে তুষিবা।
চোর দস্যু দুষ্ট লোক রাজ্যে না রাখিবা॥
দয়া করি পালিবা অনাথ বৃদ্ধজনে।
অবহেলা না করিবে অতিথি সেবনে॥
অবশেষে জ্যেষ্ঠপুত্রে দিয়া রাজ্যভার।
তপস্যা করিবে বনে ফল মূলাহার॥
ইন্দ্র বলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার যতেক কর্ম্ম না হয় বর্ণিত॥

ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক ভ্রম নিজ সুখে।
তোমার সমান নাহি আছে ব্রহ্ম লোকে ॥
কি পুণ্য করিলে তুমি জন্মিয়া সংসারে।
কহ নরবর ইচ্ছা হয় শুনিবারে ॥
রাজা বলে বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি।
আমার পুণ্যের কথা কহিবারে নারি ॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে না দেখি একজন।
আমার সহিত তারে করি যে গণন ॥
শুনিয়া হাসিয়া বলে ইন্দ্র দেবরাজ।
আপন প্রশংসা নিন্দ দেবের সমাজ ॥
এই পাপে ক্ষীণ পুণ্য হইলা যযাতি।
তোমারে না শোভে আর স্বর্গের বসতি ॥
স্বর্গ হৈতে চ্যুত হও বলে পুরন্দর।
বিস্ময় হইয়া তবে বলে নরবর ॥
কহিলাম বাক্য আমি আর না নেউটে।
ভুঞ্জিব আপন কর্ম্ম আছে যে ললাটে।
এক নিবেদন মম তোমার গোচরে।
কৃপা করি দেবরাজ আজ্ঞা কর মোরে ॥
পুণ্যবান লোক যত আছে যেই পথে।
সেই পথে পড়ি আজ্ঞা কর শচীনাথে ॥
ইন্দ্র বলে রাজা তব বুদ্ধি নাই ঘটে।
নিজ গুণে পুনঃ স্বর্গে আসিবে নিকটে ॥
এতেক বলিতে তবে পড়িল রাজন।
আকাশ হইতে যেন পড়িল তপন ॥
হেনকালে শূন্যে অষ্টকাদি চারিজন।
ডাকিয়া বলে রহ পড়ে কোন জন ॥
পুণ্যবান আজ্ঞা কভু না হয় খণ্ডন।
শূন্যেতে হইল স্থির যযাতি রাজন ॥
অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন ॥
সূর্য্য অগ্নি চন্দ্র তেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার ॥
রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি ॥
পুণ্যবান জনেরে করিলাম অমান্য।
সেই হেতু আমার হইল ক্ষীণ পুণ্য ॥
ধনহীনে পৃথিবীতে বন্ধুগণ ত্যজে।
পুণ্যহীনে স্বর্গে ত্যজে দেবের সমাজে ॥
অষ্টক বলিল তুমি আছিলে কোথায়।
কি কারণে চ্যুত হৈলে কহিবে আমায় ॥
রাজা বলে মর্ত্যেতে ছিলাম মহাতেজা।
পৃথিবীর লক্ষ রাজা সবে কৈল পূজা ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া আমি গেলাম কাননে।
তপ আচরিলাম যে পরম যতনে ॥
শরীর ত্যজিয়া স্বর্গে হইল গমন।
স্বর্গ ভোগ করিলাম না যায় কহন ॥
সহস্র বৎসর তথা স্বর্গ ভোগ করি।
তথা হৈতে গেলাম যে ইন্দ্রের নগরী ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নাহি পাঠান্তর।
নানা ভোগ করিলাম সহস্র বৎসর ॥
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে হৈল মোর গতি।
দশ লক্ষ বৎসর হইল তথা স্থিতি ॥
নন্দনাদি বন তথা কি কব সে কথা।
অপ্সরীর সহ ক্রীড়া করিলাম বৃথা ॥
কামরূপী হইয়া বেড়াই যথা তথা।
দৈবে ইন্দ্র এক দিন জিজ্ঞাসিল কথা ॥
ইন্দ্রে কহিলাম আপনার পুণ্যচয়।
তথা হৈতে সে কারণে পড়ি মহাশয় ॥
অষ্টক বলিল কহ শুনি মহামতি।
তথা হৈতে পড়িলে হইবে কোন গতি ॥
রাজা বলে ক্ষীণ পুণ্য হইবে যেই জন ॥
ভূমি নরকের মধ্যে পড়ে ততক্ষণ।
রাজবীর্য্যযুত হয়ে পুনঃ জেহ ধরে ॥
দ্বিপদ চৌপদ হয় যেমি অনুসারে।
পশু কীট পতঙ্গ বিবিধ যোনি পায় ॥
গৃধ্র শিবাগণ ভরে পুনঃ২ খায় ॥
অষ্টক বলিল তবে তরে কি প্রকার।
এ যো। নরক হৈতে পাইতে নিস্তার ॥
রাজা বলে তপ শান্তি দয়া দান ফলে।
এই নব স্বর্গ ভোগ ক্ষয় অবহেলে ॥
তজ্ঞ মহাব্রত করে অতিথি সেবন।
গুরু দ্বিজ সেবা করে দেব আরাধন ॥
তবেত তরিতে পারে নরক হইতে।
কহিলাম বৃত্তান্ত এ সকল তোমাতে ॥
অষ্টক বলিল তুমি বড় পুণ্যবান।
এথায় নাহিক কেহ তোমার সমান ॥
চিরদিন এথায় থাকহ মহাশয়।
নিশ্চন্ত হইয়া থাক না হ ইন্দ্রে ভয় ॥
রাজা বলে ক্ষীণ পুণ্য রহিতে না পারি।
স্বর্গেতে রহিতে আর নহি অধিকারী ॥
শুনিয়া অষ্টক শিব বসু প্রতর্দ্দন।
রাজারে ডাকিয়া তথা বলে চারিজন ॥
আমা সবাকর পুণ্য যতেক আছয়।
সেই পুণ্য এখন তুমি লহ মহাশয় ॥

রাজা বলে পর দ্রব্য না করি গ্রহণ।
কৃপণের বুদ্ধি এই শুন মহাজন॥
শিবি রাজা বলে তুমি তৃণ গাছি দিয়া।
আমার বিভাগ পুণ্য লহত কিনিয়া॥
রাজা বলে যত কহ ছাওয়ালের ভাব।
তৃণ দিয়া লব পুণ্য লোকে উপহাস॥
এত শুনি বলে অষ্টকাদি চারিজন।
নিশ্চয় এথায় যদি না রহ রাজন॥
তোমার সহিত তবে যাব চারিজন।
যথায় নরক তুমি করিবে গমন॥
এতেক বচন যদি তাহারা বলিল।
দিব্য মূর্ত্তি পুষ্প রথ সে স্থানে আইল॥
পঞ্চ রথে চড়িয়া চলিল পঞ্চজন।
ইন্দ্রের অমারাবতী করিল গমন॥
শ্রীবৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
সে চারিজন তার কন্যার তনয়॥
কন্যার পুত্রের পুণ্যে তরিল যযাতি।
পুনরপি স্বর্গে রাজা করিল বসতি॥
যযাতির চরিত্র কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে মধুর নাহি ইহার সমান॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা যেই নর শুনে।
ধন ধর্ম্ম যশ লভে ব্যাসের বচনে॥
হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞান হয়ত উদিত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥

চন্দ্রবংশ বিস্তার কথন।

জন্মেজয় বলে স্বর্গে গেল নৃপবর।
পুরুকে করিল রাজা রাজ্যের ঈশ্বর।
আর চারি পুত্রে শাপ দিল নরপতি।
কি কর্ম্ম করিল তারা কহ মহামতি॥
মুনি বলে যদু হৈতে জন্মিল যাদব।
তুর্ব্বসুর বংশ হৈতে যবন উদ্ভব॥
দ্রুহ্য হৈতে বর্দ্ধিত হইল ভোজবংশ।
অনুর ঔরসে জন্ম ম্লেচ্ছ অবতংস॥
পুরুর ঔরসে জন্ম হইল কৌরব।
যার বংশে আপনার হৈয়াছে উদ্ভব॥
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুরুর যতেক কর্ম্ম লোকে অগোচর॥
পুরুরাজ পাটেশ্বরী পৌষ্টা নাম ধরে।
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে॥
প্রবীণ প্রধান পুত্র দিল রাজ্যভার।
শূরসেনী নামে কন্যা বনিতা তাহার॥
তার পুত্র মনুষ্য হইল নরবর।
তিন পুত্র হৈল তার পরম সুন্দর॥
তিন পুত্র মধ্যে হৈল রাজা সংহনন।
মিশ্রকেশী গর্ভেতে জন্মিল তিন জন॥
দশ পুত্র মধ্যে রাজা হৈল মতি যার।
তংসু আদি চারি পুত্র হইল তাহার॥
ইলিল তাহার পুত্র বলে মহাতেজা।
তার পঞ্চ পুত্রের দুষ্মন্ত হৈল রাজা॥
শকুন্তলা ভার্য্যা তার বিখ্যাত সংসার।
ভরত নামেতে পুত্র হইল তাহার॥
ভরতের গুণ কর্ম্ম কহিতে বিস্তার।
ভুমন্যু বলিয়া পুত্র হইল তাহার॥
সুহোত্র বলিয়া রাজা যাইতে উৎপত্তি।
তার পুর হস্তিনামে হইল সুকীর্ত্তি॥
বসাইল আপনার নামেতে নগর।
হস্তিনা বলিয়া নাম ভুবন ভিতর॥
অজমীঢ় মহারাজ হস্তিনানন্দন।
তার পুত্র রাজা হৈল নাম সম্বরণ॥
সম্বরণ রাজা কালে অনাবৃষ্টি কত।
দুর্ভিক্ষ হইল লোক ব্যাধিতে পীড়িত॥
পঞ্চাল দেশের রাজা বলে নিল দেশ।
সম্বরণ করিলেন বনেতে প্রবেশ॥
সিন্ধু নদী কূলে হিমালয়ের নিকটে।
সহস্র বৎসর তথা রহিল সঙ্কটে॥
কৃপাকরি বশিষ্ঠ সহায় হইল তার।
পুনরপি রাজ্য প্রাপ্ত হইল রাজার॥
নানা যজ্ঞ দান তবে করিল ভূপতি।
তার জায়া সূর্য্য কন্যা নামেতে তপতী॥
তাহার নন্দন কুরু বিখ্যাত ভূতলে।
কুরুক্ষেত্র নির্ম্মাইল নিজ বাহু বলে॥
জন্মেজয় আদি করি পঞ্চ পুত্র তার।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা জন্মেজয়ের কুমার॥
প্রতীপ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন।
তিন পুত্র হৈল তার বিখ্যাত ভুবন॥
দেবাপী শান্তনু আর তৃতীয় বাহ্লীক।
এই তিন পুত্র জন্মাইল সে প্রতীক॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি সন্ন্যাস ধর্ম্ম নিল।
বালক কালেতে সেই অরণ্যে পশিল॥
শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র হইল নরপতি।
গঙ্গাগর্ভে তার পুত্র ভীষ্ম মহামতি॥
বিবাহ না করে ভীষ্ম বংশ না হইল।
সত্যবতী কন্যারে বিবাহ বাপে দিল॥

তাঁর গর্ভে শান্তনুর যুগল কুমার।
চিত্রাঙ্গদ দ্বিতীয় বিচিত্র বীর্য আর ॥
গন্ধর্ব্বে মারিল চিত্রাঙ্গদ নরবর।
রাজ্যেতে বিচিত্র বীর্য্য হৈল দণ্ডধর ॥
বংশ না হইতে তার হইল নিধন।
পুনর্ব্বংশ বৃদ্ধি কৈল ব্যাস তপোধন ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু তার হইল নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র হৈল এক শত জন ॥
দেবরের পঞ্চ পুত্র পাণ্ডুর হইল।
যাহার মহিমা যশে পৃথিবী পূরিল ॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর বীর ধনঞ্জয়।
নকুল পঞ্চম সহদেব মহাশয় ॥
অর্জ্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা উদরে।
যৌবনে মরিল তেঁহ ভারত সমরে ॥
তার ভার্য্যা উত্তরা আছিল গর্ভবতী।
পরীক্ষিত মহারাজা তাহাতে উৎপত্তি ॥
আপনি হইলে তুমি তাহার নন্দন।
তোমার নন্দন এই দেখ দুইজন ॥
শতানীক আর শঙ্কু দুই সহোদর।
মেধদত্ত হৈল শতানীকের কুমার ॥
ইলাবংশ চরিত্র যে জন শুনে কাণে।
আয়ুর্যশঃ পুণ্য তার বাড়ে দিনে২ ॥
সংসারে বাতক ধর্ম্ম বিধি বেদে কয়।
সর্ব্বধর্ম্ম ফল পায় নাহিক সংশয় ॥
আদিপর্ব্ব ভারত শ্রীব্যাস বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

প্রতীপ রাজার সহিত গঙ্গার সাক্ষাৎ ॥

জন্মেজয় বলে মুনি কহ আর বার।
সংক্ষেপে কহিলা কহ করিয়া বিস্তার ॥
ত্রৈলোক্য পাবনী গঙ্গা বিষ্ণু অংশে জন্ম।
শান্তনুর ভার্য্যা শুনি এ অদ্ভুত কর্ম্ম ॥
মুনি বলে শুন কহি তাহার কারণ।
মহাভীষ নামে রাজা ইক্ষাকু নন্দন ॥
ইন্দ্রের সম্মত যজ্ঞ করিল বিস্তর।
সহস্রেক অশ্বমেধ কৈল নরবর ॥
দেব দ্বিজ দরিদ্র তুষিল মহামতি।
দানেতে পৃথিবী পূর্ণ কৈল নরপতি ॥
ব্রহ্মলোক গেল রাজা যজ্ঞ পুণ্যবলে।
ব্রহ্মার সহিত তথা বৈসে কুতূহলে ॥
বহুকাল তথায় আছয়ে নরপতি।
এক দিন দেখে রাজা দৈবের যে গতি ॥
ধ্যানেতে আছেন ব্রহ্মা বসিয়া আসনে।
সম্মুখে বেষ্টিত যত সিদ্ধ মুনিগণে ॥
ব্রহ্মার সভার তুল্য নাহি পাঠান্তর।
সবে তথা চতুর্ম্মুখ গৌর কলেবর ॥
দক্ষ আদি প্রজাপতি ইন্দ্র আদি দেবে।
দেব ঋষি মুনিগণ মিতা আসি সবে ॥
সভা করি বসিয়াছে মুনির সমাজ।
তথায় আছয়ে মহাভীষ মহারাজ ॥
গঙ্গাদেবী আইলেন ব্রহ্মার সদন।
হেনকালে তেজোবন্ত বহিল পবন ॥
বায়ু তেজে জাহ্নবীর উড়িল বসন।
দেখি হেট মুণ্ড করিলেন দেবগণ ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার অঙ্গ দেখিয়া সঘনে।
মহাভীষ রাজা দেখে নিশ্চল নয়নে ॥
মহাভীষ রাজা অতি রূপে অনুপম।
তার দিকে গঙ্গাদেবী করে নিরীক্ষণ ॥
দোঁহার দেখিয়া দৃষ্টি বলে প্রজাপতি।
মম লোকে আসি রাজা করিলে অনিতি ॥
ব্রহ্মলোকে আসি কর মনুষ্য আচার।
মর্ত্ত্যে জন্ম লয়ে ভোগ কর পুনর্ব্বার ॥
পুনরপি এথায় আসিয়া পুণ্যফলে।
সোম বংশে জন্ম গিয়া লও ভূমণ্ডলে ॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা চিন্তে নরপতি।
তথা হৈতে পতন হইল শীঘ্রগতি ॥
সোমবংশে মহারাজা প্রতীপ আছিল।
মহাভীষ রাজা তার গৃহে জন্ম নিল ॥
বাহুদ্বিল গঙ্গা করি ব্রহ্মা দরশন।
পথেতে দেখিল যাইতে বসু অষ্টজন ॥
বিরস বদন গঙ্গা দেখি বসুগণে।
জিজ্ঞাসিল তোমরা চিন্তিত কি কারণে ॥
বসুগণ বলে চিন্তা করি নিজ দোষে।
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ অতিশয় রোষে ॥
পৃথিবীতে জন্ম হবে কাপিছে অন্তর।
বিশেষ মনুষ্যযোনি নরক দুস্তর ॥
উপায় না দেখি চিন্তা ভাবি সে কারণ।
ভাল হৈল তব সঙ্গে হৈল দরশন ॥
কোটি২ পাপী পাপে করহ উদ্ধার।
আমা সবাকার তুমি কর প্রতিকার ॥
গঙ্গা বলে কি করিব কহ সন্নিধান।
যে করিব অঙ্গীকার না করিব আন ॥
বসুগণ বলে মর্ত্ত্যে জন্মিব নিশ্চয়।
নরযোনি জন্মিতে হতেছে বড় ভয় ॥

আপনি মনুষ্য লোকে হয়ে রাজনারী।
আমা সবাকার তুমি হও গর্ভধারী ॥
আর এক নিবেদন করি যে তোমারে।
জন্মমাত্র ভাসাইয়া দেও গঙ্গানীরে ॥
বসুর বচন গঙ্গা স্বীকার করিল।
শুনি অষ্টবসু তবে হর্ষিত হইল ॥
কুরুবংশ আছিল প্রতীপ নামে রাজা।
ধর্ম্মেতে তৎপর বড় তপে মহাতেজা ॥
দেবাপী নামেতে তার প্রথম নন্দন।
অল্পকালে সন্ন্যাসী হইয়া গেল বন ॥
দেবাপী বিহনে রাজা হৈল সুতহীন।
গঙ্গ জলে থাকে সদা বয়স প্রবীণ ॥
তপ জপ ব্রত করে বেদ অধ্যায়ন।
বৃদ্ধকালে নরপতি রূপেতে মগন ॥
তার রূপ গুণ দেখি প্রীতি যে পাইল।
জলে হৈতে গঙ্গাদেবী বাহির হইল ॥
জাহ্নবীর রূপে নিন্দে এ তিন ভুবন।
দ্বিতীয় চন্দ্রের যেন হইল কিরণ ॥
দক্ষিণ উরুতে গিয়া বসিল রাজার।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল কৌরব কুমার ॥
রাজা বলে কি করিব কি বাঞ্ছা তোমার।
সত্য করি কহ যেই বাঞ্ছা আপনার ॥
কন্যা বলে কুরুশ্রেষ্ঠ তুমি মহামতি।
তোমারে ভজিনু তুমি হও মম পতি।
স্ত্রী হইয়া পুরুষে ভজয়ে যদি নারী।
পুরুষ না ভজিলে সে হয় পাপকারী ॥
রাজা বলে পরদারা আমি নাহি ভজি।
পরদারা পরশিলে নরকেতে মজি ॥
কন্যা বলে নহি আমি পরের গৃহিণী।
দেবকন্যা আমি মোরে ভজ নৃপমণি ॥
রাজা বলে কন্যা না বলিহ হেন বাণী।
দক্ষিণ উরুতে বৈসে পুত্রবধু জানি ॥
পুরুষের বাম উরু ভার্য্যার আসন।
বুঝিয়া এমত বাক্য কহ কি কারণ ॥
সে কারণে তোমারে বধুর মধ্যে মানি।
কেমনে করিব ভার্য্যা অনুচিত বাণী।
গঙ্গাবলে রাজা তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসার ॥
তোমার বচন মম হইল স্বীকার।
করিব তোমার সুতে এই অঙ্গীকার ॥
আমার বিনয় এই শুন মহারাজ।
নিষেধ না করিবে আমার প্রিয়কাজ ॥
তবে সে তোমার সুতে করিব বরণ ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইল তখন ॥
কন্যার বচনে রাজা হর্ষিত হইল।
সুপুত্র হইবে রাজা ভার্য্যারে কহিল ॥
ভার্য্যা সহ ব্রতাচার করিল নৃপতি।
কত দিনে গর্ব্ভে সুত হইল উৎপত্তি ॥
দশমাস দশ দিনে হইল কুমার।
রাজীবলোচন মুখ চন্দ্রের আকার।
শান্তশীল সুত নাম শান্তনু থুইল।
তাহার অনুজ নাম বাহ্লীক রাখিল ॥
দিনে দিনে বাড়ে তার যুগল তনয়।
কত দিনে দেখি পুত্র যৌবন সময় ॥
শান্তনু নিকটে আসি বলে নৃপবর।
রাজনীতি ধর্ম্ম শিক্ষা করায় বিস্তর ॥
অবশেষে পুত্রেরে বলিল নরপতি।
আমার বচন এই না হও বিস্মৃতি ॥
তব জন্ম না হইতে দৈবে এক দিনে।
পরম সুন্দর কন্যা আইল এ স্থানে ॥
বধু করি তাহারে যে করিনু বরণ।
অঙ্গীকার করিয়া সে করিল গমন ॥
পরম সুন্দরী কন্যা হয় দেবরূপী।
তোমার সদনে যদি আইসে কদাপি ॥
তোমারে ভজিলে তুমি ভজিও তাহারে।
নিষেধ না করিবে সে যেই কর্ম্ম করে ॥
পিতা যত বলে তাহা স্বীকার করিল।
শান্তনুরে রাজ্য দিয়া রাজা বনে গেল ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনি ভববারি হই পার ॥

শান্তনু রাজার গৃহে গঙ্গার স্থিতি।

হস্তিনানগরে রাজা হইল শান্তনু ॥
পৃথিবী পুর্ণিত তার গুণে দিব্য তনু।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বনের ভিতর ॥
জাহ্নবীর দুই তটে ভ্রমে রাজা একা।
পাইল দৈবাৎ তথা জাহ্নবীর দেখা ॥
পুত্রের কেশব বর্ণ শুক্ল বস্ত্রধারী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ দেবনারী ॥
আশ্চর্য্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নরপতি নিকটেতে গিয়া ॥
কে তুমি দেবের কন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
কিবা নাগ কন্যা তুমি কিবা বিদ্যাধরী ॥

অনুপম রূপ ধর বর্ণিতে না পারি।
তোমাতে মজিল মন হও মম নারী॥
কন্যা বলে রাজা ভার্য্যা হইব তোমার।
এক নিবেদন আছে নিয়ম আমার॥
আমার নিয়ম যদি করহ পালন।
তবে নরপতি আমি করিব বরণ॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কায।
আমারে নিষেধ না করিবা মহারাজ॥
কদাচিৎ কভু যদি বল কুবচন।
সেই দিনে তুমি আমি নাহি দরশন॥
ত্যাগ করি তোমারে যাইব নিজ স্থান।
স্বীকার করিল রাজা তার বিদ্যমান॥
যে কিছু তোমার ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
কখনহ নিষেধ না করিব তোমাকে॥
রাজার বচন গঙ্গা স্বীকার করিল।
গঙ্গারে লইয়া রাজা হস্তিনা আইল॥
দিব্য রত্ন ভূষণ বসন অলঙ্কার।
বিবিধ ভূষণে তুষ্ট করিল গঙ্গার॥
অনুগত হইয়া থাকেন নরপতি।
চিরকাল ক্রীড়া করে গঙ্গার সংহতি॥
মুনি শাপে বসুগণ জন্ম নিল আসি।
জন্মিল গঙ্গার পুত্র যেন পূর্ণ শশী॥
পুত্র দেখি শান্তনুর আনন্দিত মন।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিছে রাজন॥
এথা পুত্র লয়ে গঙ্গা গেল গঙ্গাজলে।
জলেতে ডুবিয়া মর পুত্র প্রতি বলে॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিরস বদন।
ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না বলে রাজন॥
তবে কত দিনে আর এক পুত্র হৈল।
সেইমত করি গঙ্গা জলে ডুবাইল॥
পূর্ব্ব সত্য ভয়ে রাজা কিছু নাহি বলে।
নিরন্তর দহে তনু পুত্র শোকানলে॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত।
একে২ গঙ্গাদেবী করিল নিপাত॥
পুত্রশোকে শান্তনুর দহে কলেবর।
কত দিনে হৈল জন্ম অষ্টম কুমার॥
সুত লয়ে গঙ্গাদেবী যায় নিজ জলে।
অগ্র হৈয়া নরপতি গঙ্গা প্রতি বলে॥
কেমন মায়াবী তুমি আইলে কোথা হৈতে।
তব সম নিন্দিত না দেখি পৃথিবীতে॥
আপনার গর্ভে যেই জন্মিল কুমার।
কেমনে এমন সুত করিলা সংহার॥
পাষাণ শরীর তব বড় নির্দ্দয়।
এত বলি ডাকি নিল আপন তনয়॥
গঙ্গা বলে সুত বাঞ্ছা কৈলা নরপতি।
পুত্রের নিয়ম পূর্ণ হৈল মহামতি॥
তোমায় আমায় আর নাহি দরশন।
এ সুত পালিহ রাজা করিয়া যতন॥
আমি পরিচয় তবে দিই নরপতি।
আমিত জাহ্নবী তিন লোকে মম গতি॥
আমার উদরে যত হৈল সুতগণ।
বশিষ্ঠের শাপে এই বসু অষ্টজন॥
মুনি শাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
আমারে মিনতি করি মাগিলেক বর॥
গর্ভেতে ধরিব বলি করি অঙ্গীকার।
সে কারণে হইলাম বনিতা তোমার॥
রাজা বলে কহ শুনি পূর্ব্ব বিবরণ।
বসুগণে বশিষ্ঠ শাপিল কি কারণ॥
গঙ্গা বলে সেই কথা শুন নরপতি।
বরুণের শুভ যে বশিষ্ঠ মহামতি॥
হিমালয় পর্ব্বতে মুনির তপোবন।
নানা ফল ফুলেতে শোভিত তরুগণ॥
দক্ষ কন্যা সুরভী সে কশ্যপ গৃহিণী।
কামদুঘা ধেনু হৈল তাহার নন্দিনী॥
সেই ধন প্রাপ্তি হৈল বরুণনন্দনে।
বৎস্য সহ সদা থাকে মুনির সদনে॥
দৈবে এক দিন তথা বসু অষ্টজন।
ভার্য্যার সহিত তথা করিল গমন॥
আপন আপন ভার্য্যা লয়ে অষ্টজনে।
ক্রীড়া করি ভ্রমে সদা মুনির কাননে॥
দিব্য বসুভার্য্যা কামদুঘা গাভী দেখি।
এক দৃষ্টে চাহে কন্যা অনিমিক আঁখি॥
সুন্দর দেখিয়া গাভী কহিল স্বামীরে।
কাহার সুন্দর গাভী দেখি বনে চরে॥
দিব্যবসু বলে এই বশিষ্ঠের গাভী।
কশ্যপের অংশে জন্ম জননী সুরভী॥
ইহার যতেক গুণ কহনে না যায়।
এক পলা দুগ্ধ যদি নরলোকে পায়॥
পান কৈলে জীয়ে দশ সহস্র বৎসর।
সদাই যুবক থাকে শরীর নির্জ্জর॥
স্বামীর বচন শুনি বলে বসুনারী।
এ গাভীর দুগ্ধ অতিশয় হিতকারী॥
নরলোকে সখী এক আছয়ে আমার।
উশীনর কন্যা জিতবতী নাম তার॥

তাহার কারণ তুমি গাভী দেহ মোরে।
যদ্যপি থাকয়ে স্নেহ তোমার আমারে॥
বিনয় করিয়া কন্যা বলে বারে বারে।
স্ত্রীবশ হইয়া বসু ধরিল গাভীরে॥
ভার্য্যা বোলে গাভী ধরে পাছে না গণিল।
কাম দুগ্ধা গাভী লৈয়া নিজ ঘরে গেল॥
কতক্ষণে মুনিবর আইল আশ্রমে।
গাভী না দেখিয়া মুনি তপোবনে ভ্রমে॥
না পাইল গাভী মুনি ভ্রমিল বিস্তর।
কে বা নিল গাভী মুনি চিন্তিত অন্তর॥
ধ্যান করি দেখে পুনঃ বরুণনন্দন।
জানিল হরিল গাভী বসু অষ্টজন॥
ক্রোধেতে বশিষ্ঠ শাপ দিল ততক্ষণ।
নরযোনি জন্ম গিয়া লও অষ্টজন॥
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ শুনি বসুগণে।
করযোড়ে স্তুতি করে মুনির সদনে॥
মুনি বলে মম বাক্য না হয় খণ্ডন।
বৎসরেক গর্ভবাসী হবে সাত জন॥
বৎসরে বৎসরে ক্রমে হইবে মুকতি।
সবে না হইবে তাহে একই সুকৃতি॥
তোমা সবা মধ্যে গাভী লৈল যেইজনে।
নরলোকে রহি মুক্তি হবে চির দিনে॥
মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
স্তুতি করি আমারে মাগিল এই বর॥
জন্মমাত্র আমা সবা ডুবাইবা জলে।
অঙ্গীকার করিলাম তাসবার বোলে॥
সে কারণে ভার্য্যা আমি হলাম তোমার।
এইত কুমার রাজা বসু অবতার॥
মায়ের বহিনে সুত দুঃখিত হইবে।
সে কারণে আমর সহিত সুত দিবে॥
পালন করিয়া সুত বয়স্ক হইলে।
তোমারে আনিয়া দিব কত দিন গেলে॥
এত বলি সুত লৈয়া হৈল অন্তর্দ্ধান।
কান্দিতে২ রাজা গেল নিজ স্থান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্য জ্ঞান॥

শান্তনু দেবব্রতকে রাজা করেন।

গঙ্গার শোকেতে রাজা হইল কাতর।
নিরন্তর গঙ্গা গুণ স্মরে নৃপবর॥
গঙ্গার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবনে॥
হেনমতে কত দিন আছে নরপতি।
নানা দান যজ্ঞ রাজা করে নিতি২॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মেতে তৎপর।
দেবাসুরে নরে পূজে যেন পুরন্দর॥
তেজে দিনকর সম শান্ত যেন ইন্দু।
ক্ষমায় পৃথিবী রাজা গুণে পূর্ণ সিন্ধু॥
গতিতে পবন রাজা দুষ্টগণে যম।
দুঃখী অন্ধ অথর্ব্বে হৈল পিতা সম॥
দুঃখী অন্ধ অথর্ব্বের হৈল পিতা মাতা।
ধর্ম্মেতে তৎপর রাজা কল্পতরু দাতা॥
রাজার পালনে দুঃখ প্রজা নাহি জানে।
ধন্য ধন্য বলি রব হৈল সর্ব্বস্থানে॥
বৎসর শতেক বৃষ্টি গেল সেই মতে।
এক দিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে॥
এক রথে ভ্রমে রাজা ভাগীরথী তীরে।
অচম্বিতে গঙ্গা দেখে বসে আছে নীরে॥
ছয় ঋতু বহে গঙ্গা গহন গভীর।
আচম্বিতে দেখে রাজা আছে এক বীর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
তদন্ত জানিতে তবে গেল ততক্ষণে॥
কত দূরে দেখে রাজা এক মহাবীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর॥
হাতে ধনুঃ শর রহিয়াছে মহাবল।
শরজালে বান্ধিয়াছে জাহ্নবীর জল॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময় বদন।
রাজা দেখি জলে প্রবেশিল ততক্ষণ॥
জলে প্রবেশিল তাহা শান্তনু দেখিয়া।
বসিল তথায় রাজা চিন্তিত হইয়া॥
শান্তনু দেখিয়া গঙ্গা হইল সদয়।
বাহির হইল অগ্রে করিয়া তনয়॥
পূর্ব্বরূপ ত্যজি গঙ্গা অন্যমূর্ত্তি হৈয়া।
ভূপতির তরে তবে বলিল ডাকিয়া॥
কেন মনে চিন্তা তুমি করিছ রাজন।
হের দেখ লহ রাজা আপন নন্দন॥
আমা হৈতে পাইলা যে অষ্টম কুমার।
দেবব্রত নাম ধরে তনয় তোমার॥
তব পুত্র গুণ রাজা না যায় কথনে।
অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা কৈল বশিষ্ঠের স্থানে॥
দেবগুরু দৈত্যগুরু সম শাস্ত্রে জ্ঞান।
অস্ত্রবিদ্যা জানে ভৃগুরামের সমান॥
সংসারে যতেক বিদ্যা নীতি শাস্ত্র ধর্ম্ম।
এ পুত্রের অগোচর নাহি কোন কর্ম্ম॥

তোমারে দিলাম তব পুত্র মহারাজ।
অভিষেক করিয়া করহ যুবরাজ॥
এত বলি হৈল গঙ্গা অন্তর্দ্ধান গতি।
পুত্র পায়ে আনন্দিত হৈল নরপতি॥
পুত্র লৈয়া আসে রাজা আপন নগরে।
আনন্দিত পুরজন দেখিয়া কুমারে॥
রাজার সহিত যত মন্ত্রীর সমাজ।
শুভক্ষণ করিয়া করিব যুবরাজ॥
পুত্র পায়ে দুঃখ পাসরিল মহারাজা।
আনন্দিত হইল অমাত্য আর প্রজা॥
পুত্রে অধিকার দিয়া শান্তনু ভূপতি।
মৃগয়া করিতে ভ্রমে অচিন্তিত মতি॥
স্বচ্ছন্দ মৃগয়া করি ভ্রমে নরবীর।
এক দিন গেল রাজা যমুনার তীর॥
কালিন্দীর তীরে করে মৃত অন্বেষণ।
সুগন্ধি সহিত তথা বহিল পবন॥
গন্ধে আমোদিত রাজা চারিভিতে চায়।
কিসের সুগন্ধি আসে না জানিল রায়॥
গন্ধ অনুসারে তবে যায় নরপতি।
আচম্বিতে নৌকা পরে দেখিল যুবতী॥
পরমা সুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী।
কিরণে উজ্জ্বল করে যমুনার বারী॥
যুগল খঞ্জন সম কন্যার নয়ন।
বিকচ কমল প্রায় তাহার বদন॥
বচনে জিনিল মত্ত কোকিলের ভাষা॥
কুসুমে কবরী ভার সুচারু সুকেশা।
কন্যা দেখি ভূপতির পীড়িল মদন॥
অগ্র হৈয়া কন্যা প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন॥
কোন জাতি হও তুমি কোথা তব ধাম।
কাহার নন্দিনী তুমি তোমার কি নাম॥
কন্যা বলে আমি দাস রাজার তনয়া।
ধর্ম্ম অর্থে বাহি নৌকা পিতৃআজ্ঞা পাইয়া॥
কন্যার বচনে রাজা গেল শীঘ্রগতি।
যথায় কন্যার পিতা দাসের বসতি॥
রাজা দেখি ধীবর সে উঠিল ত্বরিতে।
রত্ন সিংহাসন আনি দিলেন বসিতে॥
করযোড় করি দাস রাজা অগ্রে রয়।
কি হেতু আইলা আজ্ঞা কর মহাশয়॥
রাজা বলে আইলাম তোমার স্থান।
তোমর যে কন্যা আছে কর মোরে দান॥
দাস বলে যদি মম বংশ ভাগ্য থাকে।
তবে মম কন্যাদান করিব তোমাকে॥
যদি থাকে কন্যার কপালে সুলিখন।
যোগ্যাযোগ্য বর পায় ধর্ম্ম নির্বন্ধন॥
তুমি কুরু মহাবংশ বিখ্যাত সংসারে।
এক মাত্র নিবেদন আছয়ে তোমারে॥
ধর্ম্ম পত্নী করি যদি কর নৃপমণি।
এই সত্য কর তবে কন্যা দিব আনি॥
আমার কন্যার যেই হইবে কুমার।
তাহারে যদ্যপি দেহ রাজত্বের ভার॥
রাজা বলে হেন কর্ম্ম করিতে না পারি।
দেবব্রত পুত্র মম রাজ্য অধিকারী॥
এমত বিবাহে মম নাহি প্রয়োজন।
উঠিয়া ভূপতি দেশে করিল গমন॥
যেইক্ষণ হৈতে কন্যা দেখিল ভূপতি।
অনুক্ষণ চিন্তে রাজা না হয় বিস্মৃতি॥
অধোমুখ বৈসে রাজা করিয়া ধেয়ানে।
কন্যার ভাবনা বিনা নাহি মনে আনে।
পিতারে চিন্তিত দেখি দুঃখিত তনয়।
জিজ্ঞাসিল চিন্তা কেন কর মহাশয়॥
পৃথিবীতে কোন কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
নাগ যক্ষ সুরাসুর ইন্দ্র যম বাধ্য॥
আজ্ঞা কর এখনি সাধিয়া দিব কায।
কোন হেতু অনুক্ষণ চিন্ত মহারাজ॥
পুত্রের বচন শুনি বলে নরপতি।
যে কারণে চিন্তা মম শুনহ সুমতি॥
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত সংসার।
হেন বংশধর তুমি একই কুমার॥
জীবন যৌবন পুত্র চিরকাল নয়।
কদাচিৎ তোমার বিপদ যদি হয়॥
তবেত কৌরববংশ হইবে বিনাশ।
এই চিন্তে পুত্র আমি না করি প্রকাশ॥
যাবৎ আছহ তুমি বংশেতে নন্দন।
সহস্র কুমারে আর কোন প্রয়োজন॥
সংসারে যতেক কর্ম্ম করে পদ্মযোনি।
বংশরক্ষা ধর্ম্ম ষোলকলায় না গণি॥
বংশহীন লোকে ধর্ম্মফল নাহি ফলে।
বিবাহ না করি তুমি থাকিলে কুশলে॥
তোমা বিদ্যমানে আর কি কায কুমার।
বিবাহেতে কোন কার্য্য কায পাপাচার॥
তথাপি আছয়ে পূর্ব্বে কহে মুনিগণ।
এক পুত্র পুত্র নহে বংশের কারণ॥
এই হেতু চিন্তা মম হয় নিরবধি।
উপায় না দেখি পুত্র ইহার ঔষধি॥

এতেক পিতার বাক্য দেবব্রত শুনি।
বিচার করিতে গেল বিজ্ঞ মন্ত্রী জানি॥
কহিল পিতার কথা মন্ত্রিগণ স্থানে।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী বলিল তখনে॥
মৃগয়া করিতে রাজা গিয়াছিল বন।
গন্ধকালী কন্যা সনে হৈল দরশন॥
তার হেতু তার বাপে বলিল বচন।
নাহি দিল কন্যা সেই তোমার কারণ॥
মন্ত্রিগণ স্থানে শুনি এতেক বচন।
রথে চড়ি তথাকারে করিল গমন॥
গঙ্গাত্রে দেবব্রতে দেখিয়া ধীবর।
রাজার বিধানে পূজা কৈল বহুতর॥
দেবব্রত বলে রাজা তুমি পুণ্যবান।
আমার জনকে তুমি কন্যা দেহ দান॥
এতশুনি যোড় হস্তে বলে দাসবান।
মম নিবেদন এক কর অবধান॥
দাস বলে মম কন্যা বিখ্যাত ভুবনে।
তাহার মহিমা যত বলে মুনিগণে॥
এত শুনি রাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
কহ কন্যা সে ধীবর কেমনে পাইল॥
সহজে কৈবর্ত্ত জাতি নীচ মধ্যে গণি।
তার ঘরে হৈল কন্যা কোন হেতু শুনি॥
মুনিগণ বলে রাজা কর অবধান।
সে কন্যার গুণ কর্ম্ম শুনহ বিধান॥
মৎস্যের উদরে জন্ম ব্যাসের জননী।
দয়া করিলেন তারে পরাশর মুনি॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুনি ভবারি হবে পার॥

মৎস্যগন্ধার জন্ম কথন।

দ্বাপর যুগেতে রাজা নামে পরিচয়।
সত্যশীল ধর্ম্মবন্ত তপেতে তৎপর॥
সকল ত্যজিয়া রাজা ধর্ম্মে দিল মন।
কঠিন তপস্যা বনে করে অনুক্ষণ॥
শিরে জটা ধরে রাজা বল্কল পরিধান।
কভু ফলমূল খায় কভু অম্বু পান॥
কখন গলিত পত্র কভু খাতাহার।
বৎসরেক নৃপতি করিল অনাহার॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুনি।
উর্দ্ধপদে তার মধ্যে রহে নৃপমণি॥
হেনমতে তপ করে সহস্র বৎসর।
তার তপ দেখিয়া ত্রাসিত পুরন্দর॥
ঐরাবতে চড়িয়া চলিল দেবরাজ।
যথা তপ করে রাজা অরণ্যের মাঝ॥
ডাক দিয়া বলে ইন্দ্র শুন নরবর।
দেখিয়া তোমার তপ সবে পাই ডর॥
নিবর্ত্ত কঠোর তপ না কর রাজন।
এত বলি দিল ইন্দ্র দিব্য আভরণ॥
বৈজয়ন্তী মালা দিল ভূপতির গলে।
ছত্রদণ্ড দিল দুই শ্রবণ কুণ্ডলে॥
চেদি নামে রাজ্যে করি অভিষেক তারে।
রাজা করি দেবরাজ গেল নিজপুরে॥
চেদি রাজা ভূপতি হইল পরিচয়।
নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নিরন্তর॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা পর্ব্বতে পাইল।
পরম সুন্দরী দেখি বিবাহ করিল॥
নানা ক্রীড়া করে রাজা ভার্য্যার সহিত।
কতদিনে ঋতুকাল হৈল উপনীত॥
ঋতুস্নান করিল রাজ্যের পাটেশ্বরী।
পবিত্র হইল তবে স্নান দান করি॥
সেই দিন পিতৃলোক কহিল রাজায়।
মৃগ মাংসে শ্রাদ্ধ আজি কর মহাকায়॥
পিতৃগণ আজ্ঞা পায়ে রাজ পরিচয়।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য ভিতর॥
মহাবনে প্রবেশিল মৃগ অন্বেষণে।
ঋতুমতী ভার্য্যা তার কথা পড়ে মনে॥
মৃগয়া করয়ে রাজা নাহি তাহে মন।
অনুক্ষণ ভার্য্যা মনে হয়ত স্মরণ॥
কাম হেতু তার বীর্য্য হইল স্খলিত।
দেখিয়া ভূপতি চিত্তে হইল চিন্তিত॥
করেতে সঞ্চানপক্ষী আছিল রাজার।
পত্রে করি বীর্য্য দিল স্থানেতে তাহার॥
এই বীর্য্য দিবা লৈয়া পাটেশ্বরী স্থানে॥
এতবলি নরপতি পাঠায় সঞ্চানে॥
চলিল সঞ্চান পক্ষী রাজার আজ্ঞাতে।
আর এক সঞ্চান দেখিল শূন্যপথে॥
ভক্ষ্য দ্রব্য বলিয়া তাহারে ছো মারিল।
অন্তরীক্ষে যুগল সঞ্চানে যুদ্ধ হৈল॥
পক্ষী স্থান হৈতে রেতঃ পড়ে সেইকালে।
অন্তরীক্ষ হইতে পড়ে যমুনার জলে॥
দীর্ঘিকা নামেতে ছিল স্বর্গ বিদ্যাধরী।
মুনি শাপে জল মধ্যে হইয়াছে শফরী॥
সেইত শফরী বীর্য্য করিল ভক্ষণ।
খণ্ডন না যায় কভু দৈবের ঘটন॥

সেই হৈতে দশমাসে ধীবরের জালে।
পড়িল প্রবীণ মৎস্য তুলিলেক কূলে॥
কূলেতে তুলিতে মৎস্য প্রসব হইল।
মুনিশাপে মুক্ত হৈয়া নিজ দেশে গেল॥
এক গুটি সুতা তাহে এক গুটি সুত।
দেখিয়া ধীবরগণ মানিল অদ্ভুত॥
যুগল বালক তবে নিল কোলে করি।
যথা রাজ পরিচর চেদি অধিকারী॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা হইল বিস্ময়।
কৈবর্ত্তে তনয়া দিয়া লইল তনয়॥
অপুত্রক রাজা পুত্রে করিল পালন।
মীনরাজ বলি নাম হইল ঘোষণ॥
কন্যা লইয়া ধীবর আইল নিজ ঘরে।
বহু যত্ন করি তারে পালিল ধীবরে॥
রূপেতে তাহার সম নাহি পাঠান্তরে।
সবে দোষ দুর্গন্ধ মৎস্যের কলেবরে॥
দুর্গন্ধেতে কেহ তার নিকটে না যায়।
দেখিয়া ধীবর রাজা চিন্তিল উপায়॥
যমুনার জলে পথ গহন কাননে।
সেই পথে নিত্য পার হয় মুনিগণে॥
কন্যারে বলিল তুমি থাক এই স্থানে।
ধর্ম্ম অর্থে পার কর যত মুনিগণে॥
পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া কন্যা থাকিল তথায়।
নিরন্তর মুনিগণে পার করে নায়॥
মহামুনি পরাশর শক্তির কুমার।
তীর্থযাত্রা করি তেঁহ যান পুনর্ব্বার॥
আচম্বিতে পরাশর আইল সেই পথে।
কৈবর্ত্ত কুমারী কন্যা দেখিল নৌকাতে॥
আনন্দিত অঙ্গ তার প্রথম যৌবন।
মত্ত কোকিলের স্বর জিনিয়া বচন॥
তাহার লাবণ্য দেখি মোহ প্রাপ্তি মুনি।
জিজ্ঞাসিল কন্যা তুমি কাহার নন্দিনী॥
কন্যা বলে আমি দাস রাজার কুমারী।
পিতা মাতা নাম দিল মৎস্যগন্ধা করি॥
মুনি বলে কন্যা তুমি জগত মোহিনী।
আমারে ভজহ আমি পরাশর মুনি॥
এত শুনি কন্যা বলে যুড়ি দুই কর।
কন্যা জাতি কভু আমি নাহি স্বতন্ত্র॥
সহজে কৈবর্ত্ত কন্যা হই নীচ জাতি।
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ মম দেখ মহামতি॥
দুর্গন্ধেতে নিকটে না আইসে কোন জনে।
আমারে পরশ মুনি করিবে কেমনে॥
তাহাতে কুমারী আমি বিবাহ না হয়।
কি মতে ভজিব আমি শুন মহাশয়॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন পরাশর।
আমি বর দিব কন্যা নাহি ভয় ডর॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ আছে তব কলেবরে।
পদ্মগন্ধ হইবেক আমার এ বরে॥
অনূঢ়া আছহ তুমি প্রথম যৌবনে।
সর্ব্বদা এ রূপ থাক আমার বচনে॥
বলিল আমার জন্ম কৈবর্ত্তের ঘরে।
মহারাজ বিবাহ করিবে মম বরে॥
এতেক বচন যদি সে মুনি বলিল।
পূর্ব্বগন্ধ ত্যজি কন্যা পদ্মগন্ধ হৈল॥
অত্যন্ত সুন্দরী হৈল মুনিরাজ বরে।
আপনা নেহালি কন্যা হরিষ অন্তরে॥
পুনরপি বলে কন্যা যুড়ি দুই কর।
খণ্ডিতে কাহার শক্তি তোমার উত্তর॥
যমুনার দুই তটে আছে লোক জন।
যমুনা জলেতে আছে নৌকা অগণন॥
ইহার উপায় প্রভু চিন্তহ আপনি।
লোকেতে প্রচার যেন না হয় কাহিনী॥
শক্তিপুত্র পরাশর মহাতপোধন।
আজ্ঞাতে কুঝ্জটি মুনি করিল সৃজন॥
যমুনার মধ্যে দ্বীপ হইল তখন।
পদ্মগন্ধা কন্যা মুনি করিল রমণ॥
সেইকালে গর্ভ হৈল কন্যার উদরে।
ব্যাসদেব জন্মিলেন বিখ্যাত সংসারে॥
দ্বীপে জন্ম হেতু তার নাম দ্বৈপায়ন।
চারি ভাগ কৈল বেদব্যাস একারণ॥
জন্ম মাত্র জননীরে বলেন বচন।
আজ্ঞা কর মাতা আমি যাব তপোবন॥
যখন তোমার কিছু হবে প্রয়োজন।
আসিব তোমার ঠাঁই করিলে স্মরণ॥
জননীর আজ্ঞা পাইয়া ব্যাস তপোধন।
মাতাকে কহিল এই পূর্ব্ব বিবরণ॥
জন্মেজয় বলে তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে কোন বাক্য বলিল ধীবর॥
মুনি বলে দাসরাজ বিবিধ বিধানে।
বিনয় পূর্ব্বকে বলে শান্তনু নন্দনে॥
পূর্ব্বেতে তোমার পিতা এসেছিল এথা।
কন্যার কারণে কহিলাম এই কথা।
এক্ষণে আপনি তুমি কহ মহাশয়।
মম কর্ম্মদোষে ইহা ঘটন না হয়॥

রূপেতে তোমার পিতা কামদেব জিনে।
কুরুকুল মন্ত্রাবংশ বিখ্যাত ভুবনে॥
হেন বংশে দিব কন্যা ভাগ্য নাহি করি।
মনের এক কথা আছে এই হেতু ডরি॥
দেবব্রত বলে কহ আছে কোন কথা।
মম বংশ হইতে হবে পালিত সর্ব্বথা॥
দাস বলে মহারাজ কর অবধান।
এই হেতু নাহি করিলাম কন্যা দান॥
কেবল সাপত্ন্য দোষ আছয়ে ইহাতে।
বশিষ্ঠ সপত্ন্য যার তোমা হেন সুতে॥
তোমার মহিমা যত বিখ্যাস সংসারে।
তোমার ক্রোধেতে ইন্দ্র আদি দেব ডরে॥
এতেক শুনিয়া বলে গঙ্গার নন্দন।
অনুমানে বুঝিলাম তোমার বচন॥
যতেক বলিলা তুমি নহে অপ্রমাণ।
নাহিক কন্যার দুঃখ আমা বিদ্যমান॥
সে কারণ সত্য আমি করি দাসরাজ।
অবধান শুন সবে ক্ষত্রিয় সমাজ॥
পিতার বিবাহ হেতু করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে রাজ্য মম নাহি অধিকার॥
তোমার কন্যার গর্ভে হইবে কুমার।
হস্তিনা নগরে তার হবে রাজ্যভার॥
দাসরাজ বলে তব অব্যর্থ বচন।
আর এক মহাশয় আছে নিবেদন॥
তুমি সত্য করিলেত করিবে পালন।
পাছে দ্বন্দ করিবে তোমার সুতগণ॥
সে কারণে ভয়ান্বিত আমার অন্তর।
এত শুনি দেবব্রত করিল উত্তর॥
আমি ত্যাগ করিলাম যদি রাজ্যভার।
সুত হেতু ভয় কেন হইল তোমার॥
তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার।
বিবাহ না করিব এ প্রতিজ্ঞা আমার॥
দেবব্রত এই মত বচন কহিল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর বিস্মিত হইল॥
ধন্যং শব্দে সবে চারিভিতে ডাকে।
হেন কর্ম্ম কেহ নাহি করে নরলোকে॥
স্বর্গ বিদ্যাধরী সব অপসরী অপসর।
ঝাকেং পুষ্পবৃষ্টি করে নিরন্তর॥
স্বর্গ হৈতে ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈল শান্তনুনন্দন॥
দেবাসুর নরে এই কর্ম্ম অনুপম।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈল ভীষ্ম তব নাম॥
সত্য করি কন্যা লয়ে দিব জনকেরে।
আজি হৈতে সত্যবতী নাম কন্যা ধরে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি কৈবর্ত্তের পতি।
ভীষ্মে আনি কন্যা নিবেদিল সত্যবতী॥
সত্যবতী দেখি ভীষ্ম বলে যোড়হাতে।
নিজ গৃহে চল মাতা চড় আসি রথে॥
রথে চড়াইয়া লৈয়া করিল গমন।
হস্তিনানগরে প্রবেশিল ততক্ষণ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তথা যত রাজা ছিল।
অপূর্ব্ব শুনিয়া সবে দেখিতে আইল।
ধন্যং বলিয়া ডাকয়ে সর্ব্ব জনে।
ভীষ্মং বলি রব হইল ভুবনে॥
কন্যা লৈয়া দিল ভীষ্ম পিতার গোচর।
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময় অন্তর॥
তুষ্ট হৈয়া বর তবে দিলেন নন্দনে।
ইচ্ছা মৃত্যু হও তুমি মম বর দানে॥
ভীষ্ম জন্ম কর্ম্ম আর গঙ্গার চরিত্র।
অপূর্ব্ব ভারত কথা ত্রৈলোক্য পবিত্র॥
এসব রহস্য কথা যেই জন শুনে।
শরীর পবিত্র হয় জ্ঞান ততক্ষণে॥
ব্যাসের রচিত এই অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পঁচালীর মত॥

শান্তনু রাজার সত্যবতী প্রাপ্ত।

সত্যবতী পাইয়া শান্তনু শান্ত মনে।
অনুক্ষণ ক্রীড়া করে সত্যবতী সনে॥
কিছু কালান্তরেতে হইল গর্ভবতী॥
দশ মাসে প্রসব হইল সত্যবতী॥
পরম সুন্দর রূপ মুখ কোকনদ।
সুন্দর দেখিয়া নাম থুইল চিত্রাঙ্গদ॥
আর কত দিনেতে দ্বিতীয় সুত হৈল।
বলিয়া বিচিত্রবীর্য্য তার নাম থুইল॥
সত্যবতী গর্ভে হৈল দ্বিতীয় কুমার।
পরম সুন্দর যেন কাম অবতার॥
কত দিন অন্তরে শান্তনু নৃপবর।
ত্যজিলেন অক্লেশে ভৌতিক কলেবর॥
রাজার মরণে দুঃখী হৈল সর্ব্বজন।
ভীষ্ম সত্যবতী হৈল শোকাকুল মন॥
বালক কুমার দুই অভাবে পিতার।
পালন করেন ভীষ্ম আপনি দোহার॥
চিত্রাঙ্গদ উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
আপনি পালেন ভীষ্ম মহারাজ্যখণ্ড॥

বত দিনে চিত্রাঙ্গদ হইল যুবক।
মহাধনুর্দ্ধর হৈল প্রতাপে পাবক॥
আপন সদৃশ কেহ না দেখে নয়নে।
এক রথে চড়ি বীর সবাকারে জিনে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দৈত্য নর নাগে।
হেন জন নাহি যুঝে চিত্রাঙ্গদ আগে॥
হেনমতে এক রথে জিনিল সকল।
এক রথে ভ্রমে বীর পৃথিবী মণ্ডল॥
চিত্ররথ নামে এক গন্ধর্ব্বঈশ্বর।
কুরুক্ষেত্রে তাহারে ভেটিল নরবর॥
হীরাবতী নদীতীরে হইল সমর।
সম্পূর্ণ হইল যুদ্ধ দ্বাদশ বৎসর॥
নিজ তেজে গন্ধর্ব্ব অধিক হৈল বলে।
চিত্রাঙ্গদে মারি গেল গগনমণ্ডলে॥
চিত্রাঙ্গদ বধ শব্দ হইল নগরে।
ধরিল বিচিত্র বীর্য্য রাজছত্র শিরে।
বিবাহের হেতু চিন্তা তার নিরন্তর।
স্বয়ম্বর করিবেক কাশীর ঈশ্বর॥
একবারে তিন কন্যা করে স্বয়ম্বর।
এই কথা হৈল সব রাজার গোচর॥
স্বয়ম্বর শুনি ভীষ্ম চলিল ত্বরিত।
এক রথে কাশীপুরে হৈল উপনীত॥
দেখিলা অনেক বসিয়াছে স্বয়ম্বরে।
রাজরাজেশ্বর যত পৃথিবী উপরে॥
হেনকালে বলে ভীষ্ম সভার ভিতর।
আমার বচন শুন কাশীর ঈশ্বর॥
আমার অনুজ আছে শান্তনুনন্দন।
তার হেতু তব কন্যা করুন বরণ॥
এত বলি তিন কন্যা রথে চড়াইল।
পুনরপি ডাক দিয়া রাজারে কহিল॥
স্বয়ম্বর হৈতে কন্যা বলে যাই লইয়া।
যার শক্তি থাকে বদ্ধ করহ আসিয়া॥
ভীষ্মের বচন শুনি যত রাজাগণ।
নানা অস্ত্র লৈয়া চলিল ততক্ষণ॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গে কেহ কেহ চড়ে রথে।
শতপুর করিয়া বেড়য়ে চারি ভিতে॥
শেল শূল জঠি শক্তি মুষল মুদ্গর।
নানা বর্ণে অস্ত্র ফেলে ভীষ্মের উপর॥
মুহূর্ত্তেকে হৈল সব অন্ধকার প্রায়।
না দেখয়ে ভীষ্ম বীর আছয়ে কোথায়॥
শীঘ্রহস্ত ভীষ্মবীর গঙ্গার কোঙর।
বশিষ্ঠ মুনির শিষ্য যমের দোসর॥
শরজালে আপনারে করে আচ্ছাদন।
শরেং অস্ত্র সব করিল বারণ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার।
অস্ত্রেং রাজগণে করিল প্রহার॥
কাটিল কাহার মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
শ্রবণ কাটিল কারো দেখি বিপরীত॥
শরীর ত্যজিল কেহ ভূমিতলে পড়ি।
রত্ন অলঙ্কার সব যায় গড়াগড়ি॥
বাম হস্ত সহিত ধনুক গেল কাটি।
বুকেতে বাজিল কেহ করে ছটফটি॥
পড়িল সকল সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
করিল গঙ্গার পুত্র ক্ষণে রক্তনদী॥
বিমুখ হইল কেহ না রহে সম্মুখে।
ধন্যং ভীষ্ম বলি রাজাগণ ডাকে॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত রাজাগণে।
চলিল আপন দেশে শান্তনু নন্দনে॥
কন্যা লইয়া যায় ভীষ্ম শাল্যরাজা দেখে।
না পলাও না পলাও পাছে থাকি ডাকে॥
হস্তিনী কারণে যেন ক্রোধে হস্তীবর।
ধাইয়া আইল তথা শাল্য ভূপবর॥
ক্রোধেতে আকর্ণ পুরি মহাধনুর্দ্ধর।
দিব্য অস্ত্র প্রহারিল ভীষ্মের উপর॥
নেউটিয়া ভীষ্মবীর নিল শরাসন।
শাল্য ভীষ্ম দুই জনে হৈল মহারণ॥
দুই সিংহ যুঝে যেন পর্ব্বত উপর।
দুই বৃষে যুঝে যেন গোষ্ঠের ভিতর॥
ক্রোধেতে নির্ধূম অগ্নি যেন ভীষ্ম বীর।
দুই বাণে কাটে তার সারথির শির॥
চারি অশ্ব কাটিয়া কাটিল রথধ্বজ।
ধনুক কাটিল তার অঙ্গার অঙ্গজ॥
অশ্ব রথ সারথি ধনুক গেল কাটি।
পলাইয়া যায় শাল্য ভূমে বহি বাটি॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণ দান।
না মারিল অস্ত্র আর গঙ্গার সন্তান॥
সংগ্রাম জিনিয়া তবে চলে মতিমান।
কন্যা লইয়া নিজ দেশে করিল প্রয়াণ॥
আনন্দিত সব লোক হস্তিনাপুরের।
বিবাহ উদ্যোগ কৈল বিচিত্রবীর্য্যের॥
পুরোহিত লইয়া করিল শুভক্ষণ।
আইল যতেক দ্বিজ বিবাহ কারণ॥
বরের নিকটে তিন কন্যা বসাইল।
অম্বা নামে জ্যেষ্ঠা কন্যা তখন কহিল॥

সর্ব্ব শাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শান্তনু নন্দন।
তোমায় করি যে আমি এক নিবেদন ॥
সভামধ্যে দেখিয়া সকল রাজগণে।
শাল্যেরে বরিতে আমি করিয়াছি মনে ॥
পিতার সম্মতি আছে দিবেন শাল্যেরে।
আমার বিবাহ দেহ আনিয়া তাহারে ॥
ব্রাহ্মণ সভাতে কন্যা এমত কহিল।
বিচার করিয়া ভীষ্ম তাহারে ত্যজিল ॥
অম্বালিকা অম্বা আর যুগল সুন্দরী।
রূপেতে দোঁহার নিন্দি স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
বিচিত্র বীর্য্যের সেই দুই কন্যা দিল।
শচী তিলোত্তমা যেন দেবেন্দ্র পাইল ॥
সহজে বিচিত্র বীর্য্য নবীন বয়েস।
যুগল কন্যার সহ শৃঙ্গার বিশেষ ॥
অল্পকালে যক্ষ্মাকাশ তাঁহার ঘটিল।
অনেক উপায় ভীষ্ম তাহার করিল ॥
বহু যত্ন করি রক্ষা নারিল করিতে।
মরিল বিচিত্র বীর্য্য পুত্র না জন্মিতে ॥
শোকেতে আকুল হৈল যত বন্ধুগণ।
মধু সহ সত্যবতী করেন ক্রন্দন ॥
অগ্নিহোত্র মধ্যেতে করিল প্রেত কর্ম্ম।
যেন পূর্ব্বাপর আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
তবে সত্যবতী আনি গঙ্গার নন্দন।
কহিতে লাগিল তারে করিয়া ক্রন্দন ॥
কুরুকুল মহাবংশ পৃথিবী ঈশ্বর।
এ বংশ ধরিতে পুত্র তুমি একেশ্বর ॥
রাজা হৈয়া রাজ্য রাখ পাল প্রজাগণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ ॥
কুরুকুল অন্ত যায় করহ তারণ।
তোমা বিনা রক্ষা হেতু নহে অন্য জন ॥
নরক হইতে উদ্ধারহ পিতৃগণে।
সর্ব্ব শাস্ত্র ধর্ম্ম বাপু জানহ আপনে ॥
অপুত্রক তব ভাই হইল নিধন।
অপুত্রক আছে তব ভ্রাতৃবধূগণ।
অবিরোধ ধর্ম্ম বাপু আছে পূর্ব্বাপর।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার ॥
এতেক শুনিয়া বলে শান্তনুনন্দন।
বেদের সদৃশ মাতা তোমার বচন ॥
আমার প্রতিজ্ঞা মাতা জানহ আপনে।
অঙ্গীকার করিলাম তোমার কারণে ॥
ত্রিভুবনে কেহ যদি দেয় অধিকার।
তথাপি না লব রাজ্য সত্য অঙ্গীকার ॥

যাবৎ শরীরে মম আছয়ে পরাণ।
না ছুইব রামা সত্য নহে মম আন ॥
দিনকর ত্যজে তেজঃ চন্দ্র শীঘ্র ত্যজে।
ধর্ম্ম সত্য ত্যজে পরাক্রম দেবরাজে ॥
ত্যজিবারে পারয়ে এ সব কদাচন।
তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন ॥
সত্যবতী বলে পুত্র আমি সব জানি।
তোমার মহিমা গুণ কহে সুরমণি ॥
আমার বিবাহে যে করিলা অঙ্গীকার।
সকল জানি যে আমি প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
তথাপি বিপদে ত্রাণ কর কোনমতে।
আপনি উপায় কর কুলধর্ম্ম হতে ॥
বিপদে দেবতা আছে বৃহস্পতি স্থানে।
দৈত্যগণ যুক্তি পুছে ভৃগুর নন্দনে ॥
তোমা বিনা আমি জিজ্ঞাসিব কার কাছে।
যেমতে জানহ কর যাতে বংশ বাঁচে ॥
দৈব বিধি ধর্ম্মপুত্র তোমার গোচর।
অবিরোধে ধর্ম্মপুত্র বংশ রক্ষা কর ॥
নিবর্ত্তিয়া পুনঃ বলে গঙ্গারনন্দন।
এত বলি সত্যবতী করয়ে ক্রন্দন ॥
ক্ষত্রিয় হইয়া যেই প্রতিজ্ঞা না পালে।
অপযশ ঘোষে তার এ মহীমণ্ডলে ॥
কুরুবংশ রক্ষা হেতু করিব বিধান।
পূর্ব্বাপর আছে কহি কর অবধান ॥
যমদগ্নিসুত রাম পিতার কারণে।
দশ শত ভুজধর মারিল অর্জ্জুনে ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ষত্র করিল সংহার।
নিঃক্ষত্র করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার ॥
ক্ষত্র আর না রহিল পৃথিবী ভিতরে।
যতক্ষত্র আসি প্রবেশিল বিপ্রঘরে ॥
বেদেতে পারগ সেই পবিত্র ব্রাহ্মণ।
তাহার ঔরসে বংশ করিল রক্ষণ ॥
বেদ বিধি দ্বিজগণ ধর্ম্মেতে বুঝিয়া।
বৃদ্ধি কৈল ক্ষত্রগণ ঋতু দান দিয়া ॥
ক্ষত্র ক্ষেত্রে জন্ম হৈল ব্রাহ্মণ ঔরসে।
যার ক্ষেত্র তার সুত বেদে হেন ভাষে ॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্র ধর্ম্ম আছে পূর্ব্বাপর।
আদোষিত কর্ম্ম এই ধর্ম্মের উত্তর ॥
আর পূর্ব্ব কথা মাতা কহি যে তোমারে।
উতথ্য নামেতে ঋষি বিখ্যাত সংসারে ॥
তাহার কনিষ্ঠ দেব গুরু বৃহস্পতি।
মমতা নামেতে কন্যা উতথ্য যুবতী ॥

কামেতে পীড়িত হইয়া ধরে বৃহস্পতি।
মমতা ডাকিয়া বলে বৃহস্পতির প্রতি॥
ক্ষমা কর এই নহে রমণ সময়।
মম গর্ব্ভে আছে তব ভ্রাতার তনয়॥
অক্ষয় তোমার বীর্য্য হইবে সন্ততি।
দুই পুত্র ধরিবারে নাহিক শকতি॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত তুমি নহে সুবিচার।
পরম পণ্ডিত আছে গর্ভেতে আমার॥
গর্ভেতে ষড়ঙ্গবেদ করে অধ্যয়ন।
নিবৃত্তহ বৃহস্পতি ইহার কারণ॥
কামেতে পীড়িত গুরু না করি বিচার।
নিষেধ না শুনি তারে করিল শৃঙ্গার॥
উতথ্যনন্দন যেই গর্ভেতে আছিল।
বৃহস্পতি প্রতি সেই ডাকিয়া বলিল॥
অনুচিত কর্ম্ম তাত কর কি বিধান।
তব বীর্য্য রহিবারে নাহি এথা স্থান॥
সংকীর্ণেতে আমি আছি হেতা পূর্ব্ব হতে।
মোরে পীড়া করিবেক তোমার বীর্য্যেতে॥
না শুনিল বৃহস্পতি তাহার বচন।
কামেতে হইয়া রত করিল রমণ॥
এতেক দেখিয়া তবে উতথ্যকুমার।
যুগল চরণে বদ্ধ কৈল রেতদ্বার॥
পড়িল জীবের বীর্য্য না পাইয়া স্থল।
দেখি ক্রোধে হৈল গুরু জ্বলন্ত অনল॥
মম বীর্য্য ঠেলিয়া ফেলিলে ভূমিতলে।
দিনু গাল হও অন্ধ নয়নযুগলে॥
অন্ধ হৈয়া জন্ম হৈল উতথ্যনন্দন।
সৌরভি বংশেতে তেঁহো কৈল অধ্যয়ন॥
গোধর্ম্ম পঠন কৈল গরুর আচার।
যারে পায় তারে ধরি করয়ে শৃঙ্গার॥
তার কর্ম্ম দেখিয়া যতেক ঋষিগণ।
ধিক্কার করিয়া সবে বলিল বচন॥
নিকটে বসতি যোগ্য নহে দুরাচার।
দূর করি দেহ এরে করি গঙ্গাপার॥
এত বলি সব মুনি ধরিল তাহারে।
বান্ধি ভাসাইয়া দিল জাহ্নবীর নীরে॥
ভেলায় বন্ধন ভাসি গেল বহু দূর।
দৈবেসে দেখিল তারে বলি মহাশূর॥
ধরিয়া আনিল ভেলা দেখিল ব্রাহ্মণ।
জিজ্ঞাসিল তাহাকে যতেক বিবরণ॥
কহিল সকল কথা উতথ্য নন্দন।
বলি বলে আমি তোমা করিনু বরণ॥
মম বংশ বৃদ্ধি কর নিজ তপোবলে।
স্বীকার করিল দ্বিজ দৈত্যপতি স্থলে॥
গৃহে আনি দ্বিজবরে করিল অর্চ্চন।
সুদেষ্ণা রাণীকে ডাকি বলিল বচন॥
এই দ্বিজ ভক্তি কর বংশের উন্নতি।
দ্বিজ হৈতে হইবেক আছে হেন মতি॥
অন্ধ দেখি সুদেষ্টা করিল অনাদর।
শূদ্রীদাসী পাঠাইল যথা দ্বিজবর॥
দ্বিজের ঔরসে তার হৈল পুত্রগণ।
চারি বেদ ষড় শাস্ত্র করে অধ্যয়ন॥
হেনকালে বলি গেল দ্বিজের ভবন।
জিজ্ঞাসিল এই সব আমার নন্দন॥
দ্বিজ বলে এরা নহে কুমার তোমার।
শূদ্রীগর্ভে জন্ম হৈল আমার কুমার॥
অন্ধ দেখি আমারে তোমার পাটেশ্বরী।
না আইল মম কাছে অনাদর করি॥
এত শুনি বলি গেল নিজ অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা সুদেষ্ণা রাণীরে॥
তবেত চলিল রাণী স্বামীর আদেশে।
তিন পুত্র জন্মাইল দ্বিজের ঔরসে॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এ তিন সুত নাম।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা হৈল অনুপম॥
অঙ্গ দেশ বসাইল জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গ।
কলিঙ্গ কলিঙ্গ দেশে বঙ্গ দেশে বঙ্গ॥
হেনমতে দ্বিজ হৈতে ক্ষত্রিয় উৎপত্তি।
পূর্ব্ব পর আছে হেন কৈল প্রজাপতি॥
পারম্পর্য্য আছে এই কহে দেববাণী।
তোমার বিচারে যেই আইসে জননী॥
মন্ত্রী পুরোহিত লৈয়া করহ বিচার।
ভারতবংশের হেতু কর প্রতীকার॥
সত্যবতী বলে পুত্র তুমি ধর্ম্মচারী।
তোমার বচন আমি বেদতুল্য ধরি॥
মম পূর্ব্ব বিবরণ কহি যে তোমাতে।
যখন ছিলাম আমি তাতের গৃহেতে॥
ধর্ম্মে পীতা বাহে মোকা যমুনার জলে।
এক দিন কৌতুকে গেলাম সেই স্থলে॥
দৈবে সেই দিনে মহামুনি পরাশর।
মহাতেজা জ্যোতির্ম্ময় দেখি লাগে ডর॥
কহিবার যোগ্য পুত্র নহেত তোমারে।
সে মুনির কর্ম্ম পুত্র অদ্ভুত সংসারে॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ মম শরীরে আছিল।
আজ্ঞামাত্র সেইত সুগন্ধি দেহ কৈল॥

কুজ্ঝটি সৃজিয়া মুনি কৈল অন্ধকার।
মহাভয়ে বশীভূতা হইলাম তাঁর।
দ্বীপ মধ্যে তাহে এক হইল নন্দন।
তাঁহার ঔরসে মম হইল তৎক্ষণ॥
জন্মমাত্র তার কর্ম্ম লোক অনুপাম।
দ্বীপে জন্ম হৈল তেঞি দ্বৈপায়ন নাম॥
বেদ চতুর্ভাগ কৈল ব্যাস সে কারণে।
কৃষ্ণ নাম বলি কৃষ্ণ অঙ্গের বরণে॥
জন্মমাত্র পুত্র তবে যায় তপোবন।
আমারে বলিয়া গেল এইত বচন॥
ত্বরিতে আসিব তুমি করিলে স্মরণ।
কন্যাকালে পুত্র মম ব্যাস তপোধন॥
তোমার সম্মত হৈলে করি হে স্মরণ।
তুমি আমি কহি তারে বংশের কারণ॥
করযোড় করি বলে শান্তনুনন্দন।
তবে চিন্তা কর মাত কিসের কারণ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম আছে নাহিক বিচার।
পুত্রশ্রেয় কর্ম্ম এই সম্মত আমার॥
তোমার কুমার মাতা ব্যাস তপোধন।
শীঘ্রগতি কর মাতা তাঁহার স্মরণ॥
দেবগণ মধ্যে এথা ব্যাস তপোধন।
ভীষ্মের বচনে দেবী করিল স্মরণ॥
নানা শাস্ত্র ধর্ম্ম কহিলেন দেবস্থানে।
উৎকণ্ঠা জন্মিল তাঁর মাতার স্মরণে॥
সেইক্ষণে আসি তথা হৈল উপনীত।
দেখি ভীষ্ম পূজা তাঁরে কৈল বিধিনীত।
চিরদিনে সত্যবতী দেখিয়া নন্দন॥
আলিঙ্গন দিয়া পুত্রে করেন ক্রন্দন॥
নয়নেতে নীর ঝরে দুগ্ধ ঝরে স্তনে।
মোহে দুগ্ধস্নান করাইল তপোধনে॥
মায়ের রোদন দেখি বিস্ময় বদন।
কমণ্ডলু জল মুখে করিল সেচন॥
নিবারিয়াক্রন্দন কহেন ব্যাসমুনি।
কেন ডাকিয়াছ আজ্ঞা করহ জননী॥
করিব তোমার প্রিয় আজ্ঞা দেহ মোরে।
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব সংসার ভিতরে॥
সত্যবতী কহে পুত্র কহিতে অশেষ॥
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিশেষ॥
শিশু পুত্র রাখি স্বামী গেল স্বর্গবাস।
গন্ধর্ব্বেতে জ্যেষ্ঠ পুত্র করিল বিনাশ॥
কনিষ্ঠ বালকে ভীষ্ম পালন করিল।
কাশীরাজ দুই কন্যা বিবাহ যে দিল॥
বংশ না হইতে সেই হইল নিধন।
বিধবা যুগল বধূ নবীন যৌবন॥
কুরুকুল অন্ত যায় নাহি রাজ্যস্বামি।
এ শোকসাগরে পুত্র পড়িয়াছি আমি॥
উপায় না দেখি তোমা করিনু স্মরণ।
উপায়ে আমার বংশ করহ রক্ষণ॥
পিতা মাতা হৈতে হয় সন্তান সন্ততি।
এক বিনা অন্যে নহে সন্তান সঙ্গতি॥
তুমিপুত্র যেমন তেমন দেবব্রত।
ইহার উপায় কর দোঁহার সম্মত॥
আমার বিবাহে ভীষ্ম করিল স্বীকার।
বংশ না করিব নাহি লব অধিকার॥
সেকারণে তোমা বিনা না দেখি উপায়।
আপনি উদ্ধার কর কুল অন্ত যায়॥
ব্যাস বলে জননী গো করিলাম স্বীকার।
করিব পালন আজ্ঞা যা হয় তোমার॥
সত্যবতী বলে তব কাছে ভ্রাতৃবধূ।
পরম পবিত্র রূপ জিনি পূর্ণ বিধু॥
আপন ঔরসে তারে দেহ পুত্র দান।
ইহা বিনা উপায় না দেখি আমি আন॥
ব্যাস বলে মাতা তুমি ধর্ম্মেতে তৎপর।
ধর্ম্মের বিহিত এই অছে পরস্পর॥
তোমার বচন আমি করিব পালন।
রাজ্য হিতে তব কুল করিব রক্ষণ॥
আর এক নিবেদন শুনগো জননী।
পবিত্র হইতে বধূ বলহ আপনি॥
সম্পূর্ণ বৎসর এক ব্রত আচরিবে।
দান যজ্ঞ হোম করি পবিত্র হইবে॥
তবে সে পরশ অঙ্গ করিব তাহার।
দেবতুল্য পরাক্রম হইবে কুমার॥
সত্যবতী বলে পুত্র বিলম্ব নাসয়।
অরাজকে রাজ্য নষ্ট দুষ্ট চোর হয়॥
মায়ের বচনে বলে ব্যাস তপোধন।
ঘোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি করে দরশন॥
সেই মূর্ত্তি দেখি বধূ সহিবারে পারে।
সুপুত্র হইবে তবে তাহার উদরে॥
আসিব বলিয়া তবে গেল মুনি ব্যাস।
সত্যবতী বলে তবে অম্বিকার পাশ॥
মধুর বচনে তবে বলে সত্যবতী।
আমার বচন বধূ কর অবগতি॥
মজিল ভরতবংশ নাহিক উপায়।
বংশ রক্ষা হেতু বধূ কহি যে তোমায়॥

যে উপায় বলে মোরে গঙ্গার কুমার।
সেইত উপায় আছে নিকটে তোমার॥
আমার বচন তুমি কর অঙ্গীকার।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার॥
অর্দ্ধরাত্রে আসিবেক তোমার ভাসুর।
ভজিবে তাহারে তুমি ভয় করি দূর॥
আপনে থাকিয়া তবে দেবী সত্যবতী।
বিবিধ কুসুমে তারে শয্যা দিল পতি॥
পুনঃ পুনঃ বলি দেবী গেল নিজ স্থান।
অর্দ্ধরাত্রে ব্যাসদেব করিল পয়ান॥
কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ সুপিঙ্গল জটাভার।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন ভৈরব আকার॥
দেখি মহাভয়ে রাণী মুদিত নয়ন।
তবে ব্যাস মুনি হৈল বিস্ময় বদন।
রজনী বঞ্চিয়া মুনি কৈল স্নানদান।
প্রাতঃ কালে সত্যবতী গেল তাঁর স্থান॥
সত্যবতি বলে পুত্র কহ বিবরণ।
ব্যাস বলে পালিলাম তোমার বচন॥
মহাবলবন্ত মাতা হইবে কুমার।
অযুত হস্তীর বল হইবে তাহার॥
কেবল হইবে অন্ধ জননীর দোষে।
শত পুত্র হইবেক তাহার ঔরসে॥
সত্যবতি বলে পুত্র নহিল কারণ।
কুরু কুলে অন্ধ রাজা নহিবে শোভন।
আর এক পুত্র কর বংশের কারণ।
অঙ্গীকার করি গেল ব্যাস তপোধন॥
তবে দশমাস পরে ধৃতরাষ্ট্র হৈল।
যুগল নয়ন অন্ধ মুনিবাক্য হৈল॥
পুনরপি অম্বালিকা কৈল ঋতুস্নান।
পুনঃ ব্যাসে সত্যবতী করিল আহ্বান॥
পূর্ব্ব ভয়ে অম্বালিকা না মুদিল আঁখি।
শরীর পাণ্ডুর বর্ণ হৈল মুনি দেখি॥
তবে ব্যাস মহামুনি মায়েরে কহিল।
আমারে দেখিয়া বধূ পাণ্ডুরঙ্গ হৈল॥
সেকারণে হবে পুত্র পাণ্ডুর বরণ।
এত বলি যায় চলি ব্যাস তপোধন॥
সত্যবতী বলে পুত্র কর অবধান।
আর এক পুত্র দেহ গন্ধর্ব্ব সমান॥
মায়ের বচনে ব্যাস স্বীকার করিল।
অন্তর্দ্ধান হয়ে মুনি নিজ স্থানে গেল॥
বৎসরেক বয়স হইল পাণ্ডুবীর।
অপূর্ব্ব গঠন রূপ পাণ্ডুর শরীর॥

পুনরপি আইল ব্যাস মাতার স্মরণে।
ভয়ে অম্বালিকা নাহি গেল তাঁর স্থানে॥
সেবকী আছিল তার পরমা সুন্দরী।
পাঠাইল মুনি স্থানে সুবেশাদি করি॥
নবীন যৌবন তার হয় শূদ্রজাতি।
মুনির চরণে বহু করিল ভকতি॥
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি বলিল তাহারে।
ধর্ম্মবন্ত পুত্র হবে তোমার উদরে॥
পরম পণ্ডিত হবে নরেতে প্রধান।
বর দিয়া গেল ব্যাস আপনার স্থান॥
মুনিবরে গর্ভতার হইল উৎপত্তি।
আপনি জন্মিল আসি যম মহামতি॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পীয়ে অবিরত॥

মাণ্ডব্য মুনির শূলের বিবরণ।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
যম আসি জন্ম নিল কিসের কারণ॥
মুনি বলে মাণ্ডব্য নামেতে মুনিবর।
সত্যবন্ত যশোবন্ত ধর্ম্মেতে তৎপর॥
জন্মাবধি তপ করে বৃক্ষমূলে বসি।
ঊর্দ্ধবাহু মৌনব্রত সদা উপবাসী॥
হেনমতে চিরকাল আছে মুনিবর।
দৈবে এক দিন গেলা নগর ভিতর॥
চুরি করি নগরেতে চোরগণ যায়।
নগরে রক্ষক লোক পাছে পাছে ধায়॥
পলাইতে নাহি পারে যত চোরগণ।
মুনির আশ্রমে প্রবেশেন সর্ব্বজন॥
নানা দ্রব্য নগরেতে যে করিল চুরি।
মুনির আশ্রমেতে রাখিল সব পুরি॥
তার পাছে আইল বহু নিশা পতিগণ।
মুনিরে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল ততক্ষণ॥
এই পথে অগ্রে অগ্রে চোরগণ আইল।
দেখিয়াছ মহাশয় কোন পথে গেল॥
কিছু না বলিল মুনি ছিল মৌনব্রতে।
হেনকালে দ্রব্য দেখে সেই আশ্রমেতে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে চোরগণ।
চোরগণ ধরি তাহা করিল বন্ধন॥
নিশাপতিগণ তবে করিল বিচার।
জানিল সকল কর্ম্ম এই বামনার।
লোকেরে ভণ্ডনা করি তপের আরম্ভ।
ইহায় বন্ধন করি না করি বিলম্ব॥

চোরগণ সহিতে বান্ধিয়া নিল তাঁরে।
চোর ধরিলাম বলি জানায় রাজারে॥
রাজা আজ্ঞা দিল শূলে দেহ সর্ব্বজনে।
নগর বাহিরে শূলে দিল ততক্ষণে॥
মাণ্ডব্যেরে শূলে দিল চোরের সহিতে।
চিরদিন আছে মুনি বসিয়া শূলেতে॥
এক দিন মুনিগণ দেখিল তাহারে।
দেখিয়া পরম চিন্তা হৈল সবাকারে॥
মুনিগণ মিলি তবে সে শূল ধরিল।
অনেক যতনে উপাড়িতে না পারিল॥
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ মাণ্ডব্যের প্রতি।
কোন পাপে মুনি তব এতেক দুর্গতি॥
মাণ্ডব্য বলিল আমি বহু পাপকারী।
কোন পাপে হেন শাস্তি বলিতে না পারি॥
মুনিগণ কথা কহে শুনিল ভূপতি।
শূলেতে আছয়ে মুনি রাজা ভীত অতি।
স্বকুটুম্ব সহ সে আইল শীঘ্রগতি।
অশেষ বিশেষ মুনিবরে করে স্তুতি॥
রাজা তারে নানাবিধ করিল বিনয়।
দয়া করি মুনিরাজ হইল সদয়॥
তবে নরপতি সেই শূল উপাড়িল।
মুনি অঙ্গ হৈতে শূল কাড়িতে লাগিল॥
অনেক যতনে শূল নহিল বাহির।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হৈল নৃপতির॥
বাহিরে যতেক ছিল কাটিয়া ফেলিল।
ভিতরে যে কিছু ছিল ভিতরে রহিল॥
তথাপিহ দুঃখ মনে নাহিক মুনির।
নাহিক বেদনা চিত্তে প্রফুল্ল শরীর॥
মুনি গর্ভে যুক্ত শূল লোকে অসম্ভব্য।
সেই হৈতে নাম হৈল মুনি যে মাণ্ডব্য॥
এক দিন মুনিবর ভাবিল অন্তরে।
কোন পাপে ধর্ম্ম শাস্তি দিলেন আমারে॥
ধর্ম্মস্থানে ইহা হেতু জানিতে যুয়ায়।
কোন পাপে হেন গতি করিল আমায়॥
তবে মুনিবর গেল ধর্ম্মের সদন।
কহিল তাহারে সব নিজ বিবরণ॥
কহ ধর্ম্মরাজ মোরে কারণ ইহার।
কোন দোষে হেন শাস্তি করিলা আমার॥
ধর্ম্মরাজ বলে তুমি বালক বয়সে।
বালক সহিত ছিলা বালাক্রীড়া রসে॥
এক দিন তুমি ক্ষুদ্র পতঙ্গ ধরিলা।
ঐষিকাতে তার গুহ্যে তুমি শূল দিলা॥
তাহার উচিত শাস্তি পাইলা আপনি।
যাহা করি তাহা ভুঞ্জি কহে বেদবাণী॥
এত শুনি মহাক্রোধে বলে তপোধন।
মম তপোবল আমি দেখাই এখন॥
অল্প দোষে হেন শাস্তি তোমার বিচার।
তাহাতে বালক বুদ্ধি কি জ্ঞান আমার॥
বাল্যকালে অল্প দোষে অন্যায় তোমার।
এমত করিলে তবে মজিবে সংসার॥
পাঁচবর্ষ পর্য্যন্ত যতেক করে পাপ।
তোমার সদনে তার নাহিক সন্তাপ॥
এত বলি মুনিবর চলিল আশ্রম।
তার শাপে শূদ্রযোনি পাইলেন যম।
পণ্ডিত পরম বুদ্ধি ধর্ম্মের আচার।
কুরুতে বিদুর রূপে যম অবতার॥
হেনমতে কুরুবংশে তিন পুত্র হৈল।
অহর্নিশি নানা দান নানা যজ্ঞ কৈল॥
তিন পুত্র ভীষ্ম বীর করেন পালন।
নানা অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যা করান পঠন॥
কতদিনে দেখি সবে যৌবন সময়।
বিবাহ কারণে চিন্তে গঙ্গার তনয়॥
যদুবংশে সুবল নামেতে নৃপমণি।
গান্ধারী নামেতে কন্যা তাঁহার নন্দিনী॥
ভগবানে আরাধিয়া পায় কন্যা বর।
একশত পুত্র হবে মহাবলধর॥
বার্ত্তা পায়ে ভীষ্ম বীর দূত পাঠাইল।
সুবল রাজারে দূত সকল কহিল॥
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নাম।
কুরুর বিখ্যাত বীর রণে অনুপম॥
তার আশা বরিবারে তোমারি কুমারী।
ভীষ্ম বীর মোরে পাঠাইল শীঘ্র করি॥
শুনিয়া গান্ধার রাজা ভাবে মনেং।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে॥
সকল সম্পন্ন দেখি অন্ধমাত্র বর।
না দিলে বিরস হবে ভীষ্ম কুরুবর॥
এতেক বিচার করি গান্ধার রাজন।
বিবাহের দ্রব্য করিলেন আয়োজন॥
হস্তী হয় রথ রত্ন সকটে পুরিয়া।
দাস দাসী গো মহিষ বিপুল করিয়া॥
শকুনিরে সঙ্গে দিল অনেক ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দোলে কন্যা দিল করিয়া সাজন॥
গান্ধারী শুনিল অন্ধবরে সমর্পিল।
আপন কুকর্ম্ম ভাবি চিত্তে ক্ষমা দিল॥

শুক্ল পট্ট বস্ত্র দেবী শতপুর করি।
আপন নয়ন যুগে বান্ধিল সুন্দরী ॥
পতি প্রতি রতি সতী মুদিল নয়ন।
পতিব্রতা গান্ধারী যে জগতে ঘোষণ ॥
শকুনি সে চলিল ভগিনীর সংহতি।
হস্তিনা নগরে উত্তরিল শীঘ্রগতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র সমর্পিল ভগিনী রতন।
নানারত্ন অলঙ্কার করিয়া ভূষণ ॥
হস্তী অশ্ব রথ রত্ন করি বহুদান।
শকুনি আপন দেশে করিল পয়ান ॥
জ্যেষ্ঠের বিবাহ দিয়া গঙ্গার নন্দন।
পাণ্ডুর বিবাহ হেতু সচিন্তিত মন ॥
শূরনামে যাদব কৃষ্ণের পিতামহ।
কুন্তি ভোজ নৃপাতের বড় অনুগ্রহ ॥
পিতৃসম পুত্র কুন্তী অপুত্রক দেখি।
পালিবারে দিল কন্যা পৃথা শশিমুখী ॥
পৃথারে আনিয়া বলে কুন্তি নরপতি।
অতিথি শুশ্রূষা তুমি কর গুণবতী ॥
পিতৃ আজ্ঞা পায়ে কন্যা পূজে অতিথিরে।
কতকালে আইল দুর্ব্বাসা সেই ঘরে ॥
মুনিরাজ দেখি কন্যা পাদ্য অর্ঘ দিল।
আপনার হস্তে দুই পদ প্রক্ষালিল ॥
রত্নময় খাটে তবে করায় শয়ন।
মিষ্টান্ন পকান্ন দিয়া করায় ভোজন ॥
করযোড় করি কুন্তী মুনি অগ্রেরয়।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল মুনি মহাশয় ॥
তুষ্ট হৈয়া বলেন দুর্ব্বাসা মহামুনি।
এক মন্ত্র দিব তোরে লহ সুবদনি ॥
মন্ত্র জপি যেই দিবে করিবা স্মরণ।
তোমার অগ্রেতে সে আসিবে ততক্ষণ।
এত বলি মন্ত্র দিয়া গেল মুনিবর।
মন্ত্র পায়ে কুন্তীদেবী হরিষ অন্তর ॥
পরীক্ষা করিতে মন্ত্র ভোজের নন্দিনী।
মন্ত্র জপি স্মরণ করিল দিনমণি ॥
কুন্তীর স্মরণে তথা আইল দিনকর।
সূর্য্য দেখি কুন্তী হৈল বিস্ময় অন্তর ॥
করযোড় করি কুন্তী প্রণাম করিল।
সবিনয়ে কুন্তীদেবী বলিতে লাগিল ॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র আমি পরীক্ষা কারণ।
শেষ না গণিয়া করি তোমাকে স্মরণ ॥
অপরাধ করিলাম অজ্ঞাত মোহিত।
বামা জাতি সদা দোষী ক্ষমিতে উচিত ॥
সূর্য্য বলে ব্যর্থ নহে মুনির বচন।
ব্যর্থ নহে কন্যা কভু মম আগমন ॥
প্রথম লইয়া মন্ত্র আমারে ডাকিলে।
ব্যর্থ তোর মন্ত্র হবে আমা না ভজিলে।
কুন্তী বলে কন্যা আমি শৈশব বয়েসে।
করিলে কুৎসিত কর্ম্ম লোক অপযশে ॥
দিনকর বলে ভয় না করিহ মনে।
মম ভয় হেতু দোষ নহিবে ভুবনে ॥
প্রবোধিয়া কুন্তীকে সে অনেক প্রকার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া ॥
তাঁর বীর্য্যে গর্ভে এক হইল নন্দন।
জন্ম হৈতে অক্ষয় কবচ বিভূষণ ॥
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে সুবর্ণে মণ্ডিত।
পুত্র দেখি কুন্তীদেবী হইল বিস্মিত ॥
লোকে খ্যাত হবে বলি হইল বিরস।
কুলেতে কলঙ্ক কর্ম্ম লোকে অপযশ ॥
এতেক চিন্তিয়া কুন্তী পুত্র লইয়া কোলে।
তাম্র কুণ্ড করি ভাসাইয়া দিল জলে ॥
এক সূত সদা করে যমুনায় স্নান।
ভাসি যায় তাম্রকুণ্ড দেখে বিদ্যমান ॥
ধরিয়া আনিয়া দেখে সুন্দর কুমার।
আনন্দে লইয়া গেল গৃহে আপনার ॥
রাধা নামে ভার্য্যা তার পরমা সুন্দরী।
অপুত্রক আছিল পুষিল পুত্র করি ॥
শূরসেন নাম করি থুইল তাহার।
দিনেং বাড়ে যেন চন্দ্রের আকার ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈল মহাবীর।
অহর্নিশি আরাধন করয়ে মিহির ॥
জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ব্রতে অনুরত।
ব্রাহ্মণেরে দান বীর দেয় অনুব্রত ॥
যেই যাহা চায় দিতে নাহি করে আন।
প্রাণ কেহ নাহি চায় তেঞি রহে প্রাণ ॥
তাহারে দেখিয়া সাধু দেব পুরন্দর।
পুত্র হিতে মায়ায় ব্রাহ্মণ কলেবর।
কুণ্ডল কবচ দান মাগিল তাহারে।
ততক্ষণে অঙ্গ কাটি দিল পুরন্দরে ॥
তীক্ষ্ণ ক্ষুরে করে তিন অঙ্গ আপনার।
সেই হৈতে কর্ণ নামে ঘোষয়ে সংসার ॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বলে লহ বর।
একাঘ্নী মাগিয়া নিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
একঘ্নী নামেতে অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ ॥

কর্ণ নাম দিয়া ইন্দ্র গেল নিজ পুর।
সেই হৈতে হৈল কর্ণ ঘোষে তিনপুর ॥
কুন্তী ভোজনন্দিনী আছিল পিত্রালয়ে।
স্বয়ম্বর করিল সে যৌবন সময়ে॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
আইল সকল রাজা তার নিমন্ত্রণে ॥
বসিল সকল রাজা যার যেই স্থান।
মধ্যেতে বসিল পাণ্ডু ইন্দ্রের সমান।
গ্রহগণ মধ্যে যেন শোভে দিনকর।
পাণ্ডু তেজে আচ্ছাদিল যত নরবর ॥
পাণ্ডুরে দেখিয়া কুন্তী উল্লাসিত মন।
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ ॥
ভোজরাজ পাণ্ডুর করিল সুসম্মান।
নানা রত্নে ভূষিতা করিল কন্যাদান ॥
রাজগণ চলি গেল যার যে নগরে।
কুন্তী লইয়া পাণ্ডু আইল আপনার ঘরে ॥
পুরন্দর কোলে যেন পুলোমা নন্দিনী।
রজনীপতির কোলে শোভিত রোহিণী ॥
হস্তিনানগরে লোক হৈল হরষিত।
স্থানেং নগরে হইল নৃত্যগীত ॥
তবে কত দিনে ভীষ্ম বিচারিয়া মনে।
বংশবৃদ্ধি হেতু আর বিবাহ কারণে ॥
শল্য নামে রাজা আছে মদ্রের ঈশ্বর।
পৃথিবীতে বিখ্যাত অতুল গুণধর ॥
তাহার ভগিনী আছে পরমা সুন্দরী।
বার্ত্তা পায়ে গেল ভীষ্ম তাহার নগরী ॥
শল্য রাজা শুনিল ভীষ্মের আগমন।
অগ্রসরী নিজ গৃহে নিল ততক্ষণ ॥
বিধিমতে গঙ্গাপুত্রে পুজিল তখন।
জিজ্ঞাসিল কোন কার্য্যে এথা আগমন ॥
ভীষ্ম বলে তুমি রাজা বিখ্যাত সংসারে।
বন্ধু করিবার ইচ্ছা হৈয়াছে তোমারে ॥
তোমার ভগিনী আছে কহে সর্ব্বজন।
ভ্রাতার নন্দনে মম কর সমর্পণ ॥
হাসিয়া সে বলে শল্য বিধি মিলাইল।
কে জানে এমত ভাগ্য আমার যে ছিল ॥
এক মাত্র নিবেদন আছয়ে আমার।
পূর্ব্বাপর আছয়ে আমার কুলাচার ॥
ঠেলিতে না পারি কৈল পিতামহ পিতা।
তোমায় কহিতে যোগ্য নহে সেই কথা ॥
তব স্থানে ধন লই নহি যে নিচ্ছন।
কেবল চাহি যে কুল ধর্ম্মের রক্ষণ ॥

শল্যের বচনে ভীষ্ম বুঝিল কারণ।
কুলধর্ম্ম রক্ষা হেতু কর্ত্তব্য যতন ॥
শল্য প্রতি ভীষ্মবীর বলিল বচন।
দোষকর্ম্ম কুলকর্ম্ম না করি লঙ্ঘন ॥
আপনার কুল ধর্ম্ম করিবে পালন।
নাহিক তাহাতে দোষ বেদের বচন ॥
এত বলি ভীষ্ম দিল অমূল্য রতন।
সাত কুম্ভ পূর্ণ করি দিলেন কাঞ্চন ॥
অশ্ব রথ গজ দিল বিচিত্র বসন।
ধন লাভে প্রীতি হৈল মদ্রের নন্দন ॥
নানা রত্নে ভূষিয়া ভগিনী আনি দিল।
মাদ্রী লৈয়া ভীষ্ম দব নিজ দেশে গেল ॥
পাণ্ডুর বিবাহে মহা উৎসব করিল।
দেখিয়া মাদ্রীর রূপ পাণ্ডু হৃষ্ট হৈল ॥
যুগল বনিতা পাণ্ডু দেখিয়া সমান।
দুই ভার্য্যা সমভাব নাহি ভেদ জ্ঞান ॥
তবে পাণ্ডু কতদিনে সবার অগ্রেতে।
প্রতিজ্ঞা করিল দিগবিজয় করিতে ॥
পত্তাত্তিক রথাশ্ব গজে চতুরঙ্গ দলে।
সাজিয়া পশ্চিম দিকে গেল মহাবলে ॥
দশানন দেশের রাজা পূর্ব্ব অপরাধী।
তাহারে জিনিয়া পাইল বহু রত্ন নিধি ॥
মগধ রাজ্যেতে ছিল মদ্ররথ রাজা।
মিথিলা ঈশ্বর কাশিখণ্ড মহাতেজা ॥
যমদগ্নি সম তেজে পাণ্ডু মহামতি।
একেং জিনিল সকল নরপতি ॥
তবেত সকল রাজা একত্র হইয়া।
পাণ্ডুর সহিত যুদ্ধ করিল আসিয়া ॥
না পারিয়া ভঙ্গ দিল যত নরবর।
পাণ্ডুরে পুজিয়া সবে দেয় রাজকর ॥
হস্তী ঘোড়া রথ গাবী বিবিধ রতন।
উট খর মেষ অজ না যায় গণন ॥
রাজগণ জিনি পাণ্ডু লয়ে রাজকর।
আপনার রাজ্যে গেল হস্তিনানগর ॥
পাণ্ডুর মহিমা যশঃ পৃথিবী পুরিল।
পূর্ব্বেতে ভরত রাজা যে কর্ম্ম করিল ॥
পাণ্ডু প্রতি বড় প্রীত গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি করে মস্তক চুম্বন ॥
তবে একেং পাণ্ডু সবারে বন্দিল।
যতেক আনিল দ্রব্য ধৃতরাষ্ট্রে দিল ॥
ধন পায়ে ধৃতরাষ্ট্র করিল সম্মান।
নানা যত্ন করিয়া করিল বহু দান ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ বহু ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
হস্তি হয় গো স্বর্ণ ভূমি দান দিল॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিয়া পাণ্ডু রাজ্য অধিকার।
মৃগয়াতে রত সদা বনেতে বিহার॥
কুন্তী মাদ্রী সহ রাজা সদা থাকে বনে।
যথা থাকে তথা যেন হস্তিনা ভুবনে॥
তবে কত দিনে ভীষ্ম বিদুর কারণ।
সুদেব রাজার কন্যা করিল বরণ॥
সুদেব রাজার কন্যা নামে পরাশরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
কুরুবংশ বৃদ্ধি কথা যেই নর শুনে।
তার বংশ বৃদ্ধি হয় ব্যাসের বচনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

দুর্য্যোধনাদির জন্ম কথন।

লঘু ত্রিপদী।

মুনি বলে শুন; কর অবধান,
পূর্ব্ব পিতামহ কথা।
ব্যাস তপোনিধি, পূজে নিরবধি,
গান্ধারী সুবলসুতা॥
তার সেবা বসে, বর দিল ব্যাসে;
হইয়া হরিষ যুত।
মহাবলবান, স্বামীর সমান,
পাইবা শতেক সুত॥
পরম হরিষে, কতেক দিবসে
গর্ভ ধরিল গান্ধারী।
দ্বিব মাস যায়, প্রসব সময়,
চিন্তে চিন্তিত সুন্দরী॥
হেনকালে শুনি, আচম্বিতে শুনি,
কুন্তীর পুত্র হইল।
শুনিয়া গান্ধারী, আপনা পাসরী,
মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল॥
পুত্র হৈল জ্যেষ্ঠ, রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠ,
কুরুকুলে হবে রাজা।
কুন্তী ভাগ্যবতী, পাইল সন্ততি,
সবাই করিবে পূজা॥
আমি অভাগিনী, পরম পাপিনী,
কর্ম্মফল আপনার।
দ্বি বৎসর হৈল, কিছু না জন্মিল,
পরিশ্রম মাত্র সার॥
প্রসবি যদ্যপি, ভাবনা তথাপি,
সহজে হইবে দাস।
হেন অনুমানে, দৃঢ় কৈল মনে,
গর্ভ করি বিনাশ॥
লোহার মুদ্গরে; আপন উদরে,
নির্ঘাত করিয়া হানে।
পাই লোহাঘাত, গর্ভ হৈল পাত,
ধৃতরাষ্ট্র নাহি জানে॥
নাহি পদ মুণ্ড, সবে মাংসপিণ্ড
গান্ধারী প্রসব হৈল।
ডাকাইয়া দাসী, চিত্তে ঘৃণা বাসি,
ফেলাইতে ইচ্ছা কৈল॥
জানিয়া কারণ, মুনি দ্বৈপায়ন,
আসি হৈল উপনীত।
বলে ক্রোধ করি, শুন গো গান্ধারি,
এ কর্ম্ম কেন অহিত॥
জানি সর্ব্ব ধর্ম্ম, কহে হেন কর্ম্ম,
তোমার উচিত নহে।
হিংসা মহাক্লেশ, অধর্ম্ম অশেষ,
আপনা আপনি দহে।
শুনিয়া বচন, লজ্জিত বদন,
কহে কর যোড় করি।
তোমার বচন, হইল লঙ্ঘন,
এ বড় বিস্ময় হেরি।
তুমি দিলা বর, শতেক কুমার,
হবে বলি আশা ছিল।
যুগল বরষে, মহাশ্রম ক্লেশে,
মাংসপিণ্ড জনমিল।
বলে ব্যাস মুনি শুন সুবদনী,
মম বাক্য অন্য নয়।
দুঃখ পরিহর, মম বাক্য ধর,
হইবে শত তনয়॥
শত কুণ্ড করি, ঘৃতে তাহা পুরি,
মাংসপিণ্ড সিঞ্চ জলে।
এত বলি মুনি, সিঞ্চিল আপনি,
মাংসপিণ্ড করি কোলে॥
শীতল জলেতে, সিঞ্চিতে সিঞ্চিতে
যেন বিধি নিরমিল।
এক মাংসপিণ্ড, হৈল খণ্ড খণ্ড,
একাধিক শত হৈল॥
অঙ্গুলির পর্ব্ব, প্রায় হৈল খর্ব্ব,
ঘৃতকুণ্ড লৈয়া তুলে।
তবে তপোধন, সুদৃঢ় বচন,
গান্ধারি দেবিরে বলে॥

এই কুণ্ডগণে, রাখিবা যতনে,
নাহি হও উত্তোরিল।
আপন ইচ্ছায়, জন্মাহ রাজায়,
নাহি ভঙ্গ মম বোল॥
এত বলি ঋষি, হিমালয়বাসী;
গেল হিমালয় চলি।
তবে কত দিনে, হৈল দুর্য্যোধনে,
মূর্ত্তিমন্ত যুগ কলি॥
ভীম যেই দিনে; জন্মিল কাননে
সেই দিনে দুর্য্যোধন।
জনম মত্রকে; নিশিগণ ডাকে,
যেমত গৃধ্র গর্জ্জন॥
তারডাক শুনি; যেমগৃধ্রধ্বনি,
গৃধ্রগণ সব ডাকে।
কুক্কুর শৃগাল, ডাকে পালে পাল;
নগর পুরিল কাকে॥
বহে তপ্ত বাত. সঘনে নির্ঘাত,
দশ দিগ বায় পুড়ি।
মিহির মুদির, বরিষে রুধির;
ঝঞ্ঝনা হয় গিরি॥
এ সব চরিত, দেখি বিপরীত;
চিন্তিত কৌরবপতি।
ভীষ্ম মহামতি; বিদুর প্রভৃতি,
আনাইল শীঘ্রগতি॥
সব'র অগ্রেতে; লাগিল কহিতে;
ধৃতরাষ্ট্র গুণাধার।
শব্দ শুনা গেল, পাণ্ডুপুত্র হৈল,
বংশের জ্যেষ্ঠ কুমার॥
রাজা হবে সেহ, নাহিক সন্দেহ,
মোর মন তাহে সুখী।
মোর পুত্র হৈতে; অতি বিপরীতে,
বহু অমঙ্গল দেখি।
বিধান ইহার, করিয়া আচার,
কহ মোরে সর্ব্বজন।
রাজার বচন; শুনি সর্ব্বজন,
বিদুরে কৈল তখন॥
ভারত সংগীত, জগৎ মোহিত,
কেবল অমৃত নিধি।
কাশীদাস কয়, খণ্ডে যম ভয়,
পানকর নিরবধি॥

বিদুর বলেন অবধান মহারাজ।
যত অমঙ্গল দেখি ভাল নহে কায॥
ইথে প্রায়শ্চিত্ত রাজা নাহি কিছু আর।
তবে সে মঙ্গল হয় ত্যজহ কুমার॥
কুলের অন্তক রাজা এ পুত্র তোমার।
ইহাকে পালিলে দুঃখ পাইবা অপার॥
নিজ কুলহিত এবে চিন্তহ রাজন।
এক উন হউক তব শতেক নন্দন॥
কুলের কারণ রাজা ত্যজ এক জন।
কুলত্যাগ করি রাজা গ্রামের কারণ॥
গ্রাম ত্যজি শুন রাজা জনপদ হিতে।
পৃথিবীকে ত্যজি রাজা আপনা রাখিতে॥
হেন নীতি শাস্ত্র রাজা আছে পূর্ব্বাপর।
জ্যেষ্ঠ পুত্র মারি বংশ রাখ নৃপবর॥
এতেক বচন যদি বিদুর বলিল।
পুত্র স্নেহে ধৃতরাষ্ট্র হেলন করিল॥
তবে আর উনশত হইল নন্দন।
হেনমতে হৈল ভাই এক শত জন॥
একশত পুত্র তার কন্যা এক গণি।
শুনি মুনিবরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি॥
আপনি বলিলা ব্যাসদেবের যে বরে।
এক শত পুত্র হবে গান্ধারী উদরে॥
অধিক হইল কন্যা কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ তপোধন॥
মুনি বলে শুন তত্ত্ব শ্রীজনমেজয়।
যখন বিভাগ করে ব্যাস মহাশয়॥
সতী পতিব্রতা দেবী সুবলনন্দিনী।
মনেতে বাঞ্ছিত এক কন্যা দেহ মুনি॥
শুনিয়াছি স্ত্রীলোকের কন্যার পিরীত।
দানেতে অক্ষয় স্বর্গ আছে হেন নীতি॥
শত পুত্রবর দিল ব্যাস মহামুনি।
নাহিক সন্দেহ পুত্র হইবে এখনি॥
কায়মনোবাক্যে যদি হই আমি সতী।
পতিব্রতা হই আমি পতি মম গতি॥
ব্রাহ্মণেরে গাভী দিয়া থাকি কোটি কোটি।
তবে মম ইথে কন্যা হবে একগুটি॥
ব্রত তপ করে থাকি গুরুর সেবন।
যদি প্রভু পুজে থাকি দেব দ্বিজগণ॥
গান্ধারী মানস আর বিধির সৃজন।
মাংসপিণ্ড ব্যাসদেব করিল সিঞ্চন॥
একে একে শত ভাগ মাংসপিণ্ড হৈল।
দেখি মহামুনি ব্যাস গান্ধারীরে কৈল॥
আমার বচন বধূ কভু মিথ্যা নয়।
এই দেখ পাইলাম শতেক তনয়॥

এক খানি অধিক সে সুবল নন্দিনী।
তোমার মানস হৈতে হৈল এক খানি॥
শুনি হরষিত হৈল সুবল দুহিতা।
সে কারণে অধিক হইল এক সুতা॥
কন্যা ধৃতরাষ্ট্রভার্য্যা বৈশের কুমারী।
বহু সেবা ধৃতরাষ্ট্র করিল সুন্দরী॥
তাহার উদরে হৈল একই নন্দন।
যুযুৎসু বলিয়া জানে নাম সর্ব্বজন॥
হেনমতে একত্রেতে শত সহোদর।
সবে মহাবলবন্ত পরম সুন্দর॥
বিবাহ করিল সবে রাজার কুমারী।
জয়দ্রথে সমর্পিত সুশীলা সুন্দরী॥
কৌরবের জন্ম কথা কহিলাম সব।
বলি শুন পাণ্ডবের যে মত উদ্ভব॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পাণ্ডু রাজার প্রতি মৃগঋষির অভিশাপ।

চিরকাল বৈসে পাণ্ডু বনের ভিতর।
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর দুই সহচর॥
নিরন্তর ভ্রমে পাণ্ডু গৃহ অন্বেষণে।
পর্ব্বত কন্দর ঘোর মহাশল বনে॥
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী খড়্গী ভল্লুক শূকর।
পাইয়া পাণ্ডুর শব্দ যায় বন্যান্তর॥
হেনমতে এক দিন দেখে নরবর।
হরিণী যুথের মধ্যে মৃগ একেশ্বর॥
কিন্দম নামেতে সেই ঋষির কুমার।
মৃগ রূপ ধরি করে মৃগীরে শৃঙ্গার॥
মৃগ দেখি কুরুপুত্র প্রহারিল শর।
তীক্ষ্ণশরে ভেদিল ঋষির কলেবর॥
শরাঘাতে ঋষিপুত্র করে ছটফটি।
মৃগীর উপর হৈতে ভূমে পড়ে লুটি॥
ডাক দিয়া ঋষিপুত্র পাণ্ডুপ্রতি বলে।
ধার্ম্মিক হইয়া তুমি এ কর্ম্ম করিলে॥
মূর্খ দুরাচার সেই হিংসা করে পরে।
বড় শত্রু হইলে এ সময়ে না মরে॥
পাণ্ডু বলে মৃগ তুমি নিন্দ অকারণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম মৃগ মারি পাই হে যখন॥
কুম্ভযোনি করিলেক ভক্ষ মৃগগণ।
দেবঋষি ভক্ষ্য হেতু মৃগের সৃজন॥
রিপুসম মৃগ শস্ত্র করিবে প্রহার।
হেন নীতি শাস্ত্রে কহে ক্ষত্রিয় আচার॥
ঋষি বলে মৃগ বধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
রমণে বিয়োগ করা মহাপাপ কর্ম্ম॥
কুরুবংশে জন্মে কর হেন অনুচিত।
রতিরসে জ্ঞাত সর্ব্ব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত॥
রাজা হয়ে হেন কর্ম্ম কর দুরাচার।
রাজা যদি পাপ করে মজিবে সংসার॥
ঋষির নন্দন আমি তপের সাগর।
সকল ত্যজিয়া থাকি বনের ভিতর॥
মৃগরূপে করি আমি হরিণী রমণ।
হেনকালে আমারে করিলা নির্জ্জীবন॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জান আমারে।
সেই হেতু ব্রহ্ম বধ নহিবে তোমারে॥
মৃগদেহ মারিলা হইল পাপময়।
এই পাপ মারিলা যে মৈথুন সময়॥
এই হেতু শাপ আমি দিলাম রাজন।
মৈথুন সময় হবে তোমার মরণ॥
আমি যেমন অশুচিতে পাই পরলোক।
এই মত হইবে তোমার চিত্তে শোক॥
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি নহিবে তোমার।
কভু মিথ্যা নহিবেক বচন আমার॥
এত বলি ঋষিপুত্র ত্যজিল জীবন।
হইল শুনিয়া পাণ্ডু বিষণ্ণ বদন॥
শোকেতে আকুল হৈয়া করেন ক্রন্দন।
প্রদক্ষিণ করি মৃত ঋষির নন্দন॥
ভার্য্যা সহ কান্দেন যেমন বন্ধু শোকে।
অশেষ বিশেষ রাজা নিন্দে আপনাকে॥
কেন হেন বড় কুলে হইবে উদ্ভব।
আপনার কর্ম্মভোগ করে লোক সব॥
শুনিয়াছি পিতা করিলেন কদাচার।
কামলোভে অল্পকালে তাঁহার সংহার॥
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মম সহজে অধম।
দুষ্ট বুদ্ধি দুরাচার তেই ব্যতিক্রম॥
রাজনীতি ধর্ম্ম কত আছয়ে সংসারে।
সব ত্যজি ভ্রমি মৃগ বধ অনুসারে॥
সমোচিত ফল তার হৈল এককালে।
খণ্ডন না হয় কর্ম্ম অনুসারে কলে॥
আজি হৈতে ত্যজিলাম সংসার বিষয়।
শরীর ত্যজিব তপ করিয়া আশ্রয়॥
একাকী হইয়া পৃথ্বী করিব ভ্রমণ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিব দমন॥
কুন্তী মাদ্রী প্রতি রাজা বলিছে বচন।
হস্তিনানগরে দোহে করহ গমন॥

ভীষ্ম জ্যেষ্ঠতাত আর কৌশল্যা জননী।
সত্যবতী পিতামহী অন্ধ নৃপমণি॥
বিদুর প্রভৃতি যত সুহৃদ সকল।
যে দেখিলা শুনিলা কহিবে অবিকল॥
এত শুনি দুই জন করেন ক্রন্দন।
কান্দিতে২ কহে গদ্গদ বচন॥
কি দোষে আমরা দোষী তোমার চরণে।
হস্তিনানগরে যাই বল কিকারণে॥
তোমা বিনা শরীর ধরিব কোন কাজে।
কিবা ফল পাইব থাকিয়া গৃহ মাঝে॥
তোমা বিনা রাজা গতি নাহি মোসবার।
তোমার যে গতি সেই গতি দোঁহাকার॥
তপস্যা করিব দোঁহে তোমার সংহতি।
তোমার সেবনে রাজা পাইব সদ্গতি॥
ফলাহারী হয়ে করি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।
নানা তীর্থ স্বচ্ছন্দে ভ্রমিব তব সহ॥
হেনমত আশ্রম আছয়ে সন্ন্যাসীতে।
ধর্ম্মপত্নী আমি দোষ নাহিক ইহাতে।
নিশ্চয় নৃপতি যদি না লবে সংহতি।
ক্ষণেক রহিয়া যাহ শুন নরপতি॥
আমরা তোমার অগ্রে প্রবেশি আগুনে।
স্বচ্ছন্দে গমন কর যে স্থানে সে স্থানে॥
অনেক বিনয় করি কান্দে দুইজন।
দেখিয়া ব্যাকুল পাণ্ডু নৃপতি তখন॥
বলিলেন নিশ্চয় সহিত যদি যাবে।
তোমরা অশেষ ক্লেশ অরণ্যেতে পাবে॥
গাছের বাকল পর ত্যজহ বসন।
শিরে জটা ধর আর ত্যজ আভরণ॥
ফল মূলাহারী হও ত্যজ দিব্যাহার।
লোভ মোহ কাম ত্যজ ক্রোধ অহঙ্কার॥
স্বামীর বচন তবে শুনি দুই জন।
ততক্ষণে পরিত্যাগ করে আভরণ॥
কেশ পাশে করিল মস্তকে জটাভার।
নৃপতির অগ্রে দিল সব অলঙ্কার॥
দেখিয়া ভূপতি মনে হইল বিস্ময়।
দেখিয়া দোহার বেশ বিদরে হৃদয়॥
তবে রাজা ত্যজিলেন নিজ অলঙ্কার।
করিয়া সকল ত্যাগ তপস্বী আচার॥
রত্ন অলঙ্কার দ্বিজ করিলেন দান।
তপস্যা করিতে রাজা করেন প্রস্থান॥
অনুচরগণ যত আছিল সংহতি।
সবাকারে বলিলেন পাণ্ডু নরপতি॥
হস্তিনানগরে সবে করহ গমন।
সবাকারে কহিবে আমার বিবরণ॥
যত্নে প্রবোধিবে সবে মায়ের ক্রন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্রে প্রবোধিবে মধুর বচনে॥
পাণ্ডুর বচন এত শুনি সর্ব্বজন।
হাহাকার শব্দে করে সকলে ক্রন্দন॥
সঘনে নিশ্বাস মুখে গদ্গদ বচন।
হস্তিনা নগরে সবে করিল গমন॥
একে একে সবারে কহিল সমাচার।
শুনি পুরলোক সবে করে হাহাকার॥
অন্তঃপুরে উঠীল ক্রন্দন মহারোল।
প্রলয়ের কালে যেন সাগরে কল্লোল॥
গাঙ্গেয় বিদুর আদি আর যত জন।
পাণ্ডুর শোকেতে করে সকলে ক্রন্দন॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা অত্যন্ত অস্থির।
নাহি রুচে অন্ন জল না হন বাহির॥
রত্নময় পালঙ্ক ছাড়িয়া নরবর।
ভূমে গড়াগড়ি যায় শোকেতে কাতর॥
হেনমতে রোদন করিছে বন্ধুগণ।
এথা পাণ্ডু প্রবেশ করিলেন কানন॥
চৈত্ররথ নামে বন অতি সে বিস্তার।
গন্ধর্ব্ব অপসর তথা করিছে বিহার॥
সেবন ত্যজিয়া যান নৈমিষকানন।
বহু নদ নদী দেশ করিয়া লংঘন॥
তিনে হিমালয়ে করিলেন আরোহণ।
তথা হৈতে চলিলেন শ্রীগন্ধমাদন॥
তথায় আছয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।
মহাপুণ্য তীর্থ যাহে বাঞ্ছিত অমর॥
তাহে স্নান করিয়া গেলেন তিন জন।
শত শৃঙ্গ পর্ব্বতে করেন আরোহণ॥
মহাউর্চ্চ গিরিবর দেখিতে উত্তম।
অনেক তপস্বী ঋষিগণের আশ্রম॥
পর্ব্বত পাইয়া রাজা আনন্দিত মন।
করেন তপস্যা তথা সহ ঋষিগণ॥
করেন কঠোর তপ তথা তিন জন।
দিন শেষে ফল মূল করেন ভক্ষণ॥
বরিষা অ তপ শীত সহে কাল ধর্ম্ম।
কেবল শরীর তিন সার অস্থিচর্ম্ম॥
ঘোর তপ দেখিয়া বাখানে ঋষিগণ।
তপস্যাতে সিদ্ধ হইলেন তিন জন॥
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হৈল হেন বাসি॥
তথা হৈতে গেলেন প্রণমি সব ঋষি॥

অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগণ।
স্বর্গেতে যাইতে করিলেন আরোহণ॥
পথেতে দেখেন সব দেবতার স্থান॥
নানা রত্ন বিভূষিত বিচিত্র বিমান॥
দেখেন গঙ্গার মধ্যে প্রলয় তরঙ্গ।
দেবকন্যাগণ তাথা করেন ক্রীড়া রঙ্গ॥
কোন স্থানে দেখিলেন পর্ব্বত উপর।
জলধরগণে বৃষ্টি করে নিরন্তর।
তাহার অন্তরেতে অগম্য ভূমি দেখি।
আড়ুক অন্যের কথা যাইতে নারে পাখী॥
তিন জন দেখিলেন তথা ঋষিগণ।
ডাকিয়া ঋষিগণ বলেন বচন।
কোথাকারে যাহ হে তোমরা তিন জন।
অগম্য বিষম ভূমি যাহ কিকারণ॥
ঋষিগণ বচন বলেন নরপতি।
পাণ্ডু নামে আমি কুরুবংশেতে উৎপত্তি॥
অপুত্রক হইলাম নিজকর্ম্ম দোষে।
সংসার ত্যজিয়া আমি যাই স্বর্গবাসে॥
চারি ঋণ হইয়া মনুষ্য দেহধরে।
ঋণহৈতে পার হৈলে মুক্ত কলেবরে॥
যজ্ঞ করি দেব ঋণে হইবেক পার।
মুনিগণে ভুঞ্জিবেক করি ব্রতাচার॥
পিতৃঋণে মুক্ত হব পিতৃদণ্ড দিয়া।
মনুষ্য হইবে পার অতিথি ভুঞ্জিয়া॥
ঋণে পার আমি হইলাম তিনস্থানে।
সবে না হলাম পার পিতৃগণ ঋণে॥
আপন কুকর্ম্ম ফল না হয় খণ্ডন॥
শরীর ত্যজিতে আমি যাই সে কারণ॥
ঋষিগণ বলে তুমি পণ্ডিত সুজন।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
পুত্রহীন জন স্বর্গে যাইতে নাপারে।
দ্বারপালগণ তথা দ্বার রক্ষা করে॥
অকারণে তথা কারে যাও নর পতি।
কদাচিত না পাইবা স্বর্গের বসতি॥
পৃথিবীতে বহু দান পুণ্য লোক করে।
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গে যাইতে নাপারে॥
স্বর্গেতে যতেক বৈসে দেব সিদ্ধ ঋষি।
মর্ত্তে পুত্র জন্মাইয়া সবে স্বর্গবাসী॥
শুনিয়া বলেন রাজা বিনয় বচন।
কি করি আমারে কর আজ্ঞা তপোধন॥
মুনিগণ বলে রাজা থাক এই স্থানে।
হইবেক পুত্র তব দেব বরদানে॥
দিব্য চক্ষে আমি সব পাই দরশন।
মহাবীর্য্যবন্ত হবে তব পুত্রগণ॥
ঋষিগণ বচনে নিবর্ত্তে নরপতি।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করিলেন বসতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কুন্তী প্রতি পাণ্ডুর পুত্র জন্মাইতে আদেশ।

কুন্তীরে বলেন তবে পাণ্ডু ভূপবর।
আপনি শুনিলা মুনিগণের উত্তর॥
দেবহৈতে পুত্র হবে উক্তি দেবতার।
আপনি করহ কুন্তী বিধান ইহার॥
মৃগঋষি শাপে শক্তি নাহিক আমার।
উপায় করিয়া পিতৃঋণে কর পার॥
আর হেন আছে পূর্ব্ব শাস্ত্রের বিধান।
বিবরিয়া কহি তাহা কর অবধান॥
স্বয়মুৎপাদিত কেহ সহজে নন্দন।
নতুবা কাহারে পুত্র দেয় কোন জন॥
মূল্য লৈয়া পৌষ্য করে পুত্রবৎ করি।
আপনি প্রবেশে কেহ অন্য হেতু মরি॥
পুত্রহীন কোনজন কন্যা করে দান।
তার পুত্র হইলে সেহ পুত্রবান॥
নতুবা স্বামীর অজ্ঞা লৈয়া কোন জনে।
আপন সদৃশ কিম্বা উর্দ্ধ জন স্থানে॥
তাহাতে জন্মিলে হয় আপন নন্দন।
পূর্ব্বাপর আছে হেন ব্রহ্মার বচন॥
সেই অনুসারে আমি বংশের কারণ।
আজ্ঞা করি কর তুমি বংশের রক্ষণ॥
কুন্তীবলে রাজা তুমি পরম পণ্ডিত।
কিকারণে কহ তুমি বচন কুৎসিত॥
আমি ধর্ম্মপত্নী তুমি ধর্ম্ম যে আপনে।
তোমা বিনা অন্য জন না দেখি নয়নে॥
তুমি বল শ্রেষ্ঠ হৈতে জন্মাহ নন্দনে।
তুমি বিনা শ্রেষ্ঠ কেবা আছে ত্রিভুবনে॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছ রাজা কহে মুনিগণ॥
ব্যুষিতাশ্ব রাজা ছিল পৌরব নন্দন।
মহারাজা ব্যুষিতাশ্ব ধর্ম্মেতে তৎপর।
যজ্ঞ করি তুষিলেক যতেক অমর॥
তার দক্ষিণায় মত্ত হৈল দ্বিজগণ।
বাহুবলে জিনিল সকল রাজগণ॥
ভদ্রাকন্যা দুই ভার্য্যা পরম সুন্দরী।
রাজারে সেবয়ে দোঁহে পুত্র কার্য্য করি॥

দোঁহার কামনায় কামুক নরবর।
দোঁহার সঙ্গমে ব্যাধিযুক্ত কলেবর॥
যক্ষ্মাকাশ রোগে তার হইল নিধন।
অপুত্রক মরিল রাজা কান্দে ভার্য্যাগণ॥
স্বামি বিনা ভার্য্যা জীয়ে ধিক তার প্রাণ।
স্বামি বিনা ঘর দ্বার শ্মশান সমান॥
স্বামির বিহনে নারী জীয়ে যেইজনা।
নিত্য নিত্য ভুঞ্জে সেই বিবিধ যন্ত্রণা॥
স্বামি পুত্র হীনা নারী লোকে অনাদর।
গণনা না করে কেহ মনুষ্য ভিতর॥
হেনমতে ভদ্রা বহু করিছে ক্রন্দন।
ডাকিয়া তাহারে সবে বলে ততক্ষণ॥
না কান্দহ ভদ্রা তুমি উঠি যাহ ঘরে।
আজি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে॥
শবের বচনে ভদ্রা গেল নিজ স্থান।
শবেরে রাখিল করি যতন বিধান॥
ঋতুযোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে।
চারি পুত্র উদরে ধরিল ক্রমে ক্রমে॥
শবস্বামী হৈতে ভদ্রা পুত্র জন্মাইল।
হেন মত আছে পূর্ব্বে মুনিরা কহিল॥
তুমিহ এখন রাজা যোগ কর মনে।
আমার উদরে জন্ম করাহ নন্দনে॥
পাণ্ডু বলিলেন সে মনুষ্যে না সম্ভব।
দৈববলে শব হৈতে পুত্রের উদ্ভব॥
সেইরূপ শক্তি কুন্তী নাহিক আমার।
পূর্ব্বধর্ম্ম উক্ত কুন্তী কহি শুন আর॥
পূর্ব্বেতে আছিল কুন্তী এ সব নিয়ম।
যারে ইচ্ছা যার হয় করিতে সঙ্গম॥
ইচ্ছামত স্ত্রীগণ রহিত যথাস্থানে।
নাহিক বিরোধ পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃজনে॥
বিষম করিল ঋষি পুত্র এক জন।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন॥
উদ্দালক নামে এক মহাতপোধন।
শ্বেতকেতু নাম ধরে তাহার নন্দন॥
পিতা মাতা কোলে ক্রীড়া করে অনুক্ষণ।
হেনকালে আইলেন মুনি এক জন॥
কামাতুর হৈয়া মুনি ধরে তার মায়।
স্বামী পুত্র কোলে হৈতে ধরি লয়ে যায়॥
বিস্ময় হইয়া শিশু চায় পিতা পানে।
ক্রোধমুখে জিজ্ঞাসিল জনকের স্থানে॥
কোথা হৈতে আইলা দ্বিজ বড় দুরাচার।
জননীরে লয়ে যায় কোথায় আমার॥
শুনিয়া বচন মুনি করেন প্রবোধ।
পূর্ব্বাপর আছে বাপু না করহ ক্রোধ॥
যার যারে ইচ্ছা ভুঞ্জে সে তারে শৃঙ্গার।
নাহিক বিরোধ হেন সৃষ্টি বিধাতার॥
শুনিয়া হইল শিশু অধিক কুপিত।
এ হেন কুৎসিত কর্ম্ম বিধির সৃজিত॥
সৃষ্টি করে প্রজাপতি নিয়ম না জানে।
হেন অনুচিত কর্ম্ম করে সে কারণে॥
আজি হৈতে সৃষ্টি মধ্যে করিব নিয়ম।
দেখ পিতা আজি মম তপ পরাক্রম॥
নিজ নিজ স্বামি ভার্য্যা ত্যজে যেই জন।
পরনারী পরস্বামী করিবে গমন॥
সংসারে যতেক পাপে হইবেক পাপী।
নরক হইতে পার না হবে কদাপি॥
স্ত্রী হৈয়া স্বামীর বচন নাহি শুনে।
স্বামী যদি নিয়োজয় বংশের রক্ষণে॥
অবজ্ঞায় আমা বাক্য করে অনাদর।
চিরকাল মজে সেই নরক ভিতর॥
হেনমতে মুনি পুত্র নিয়ম করিল।
পূর্ব্বমত ত্যজি সেই হেন মত হৈল॥
তার পূর্ব্ব কথা কুন্তী শুনহ বচন।
সূর্য্যবংশে ছিল নামে সৌদাস নন্দন॥
দময়ন্তী ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী।
অপত্য বিরহে দোঁহে সদা চিন্তা করি॥
বশিষ্ঠের স্থানে ভার্য্যা নিযুক্ত রহিল।
মুনির ঔরসে তার বহু পুত্র হৈল॥
আমা সবাকার জন্ম জানহ আপনে।
ব্যাস বলিলেন তথা পিতার বিহনে॥
বংশ হেতু হেনমত আছে পূর্ব্বাপর।
বিস্ময় না কর ইথে ধর্ম্মের উত্তর॥
সেই হেতু আজ্ঞা আমি করি যে তোমারে।
পুত্রার্থে নাহিক শক্তি কি বল আমারে॥
কৃতাঞ্জলি করি কুন্তী নিবেদী তোমায়।
পুত্র জন্মাইতে কর আপন উপায়॥
রাজার কারুণ্য বাক্য শুনি পতিব্রতা।
কহিতে লাগিল পূর্ব্ব আপনার কথা॥
বাল্যকালে পিতৃগৃহে ছিলাম যখন।
অতিথি সেবনে ছিল মম নিয়োজন॥
অকস্মাৎ আইল দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মুনির সেবন করিলাম সুবিস্তর॥
পরম সঞ্চিত ব্রত মুনি মহাশয়।
সেবাবশে আমা প্রতি হইয়া সদয়॥

মন্ত্র দিয়া আমারে কহিলেন সে মুনি।
যেই দেবে ইচ্ছা তব হবে সুবদনী॥
এই মন্ত্র পড়ি তারে করিবা আহ্বান।
অবিলম্বে সে দেব আসিবে তব স্থান॥
যেই বর ইচ্ছা কর পাবে সেই বর।
এত বলি দুর্ব্বাসা গেলেন দেশান্তর॥
এখন যেমত আজ্ঞা কর দণ্ডধর।
আজ্ঞা কর দেব স্থানে মাগি পুত্রবর॥
যে তোমারে কহিলাম পূর্ব্বের বিধান।
আজ্ঞা কর কোন দেবে করিব আহ্বান॥
রাজা বলিলেন মুনি দিয়াছেন বর।
তবে কেন চিন্ত চিন্তি করহ অন্তর॥
হোম যজ্ঞ পূজা কর যাহার উদ্দেশে।
নানাব্রতে অর্চ্চি যারে অতিশয় ক্লেশে॥
তথাপি দেবের নাহি পাই দরশন।
উদ্দেশে মাগি যে বর যার যেই মন॥
হেনমতে সাক্ষাতে চাহিবা তুমি বর।
শুভকার্য্য শুভদিন বিলম্ব না কর॥
দেবতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম মহাশয়।
সর্ব্ব পাপ হরে নিলে যাহার আশ্রয়॥
সেই ধর্ম্ম দেব তুমি করহ আহ্বান।
পুত্র বর কুন্তী তুমি মাগ তার স্থান॥
ধর্ম্মবন্ত হইবেক তেই সে কুমার।
মহাবলবন্ত হবে সর্ব্ব গুণাধার॥
নিয়ম করিয়া ধর্ম্ম করহ স্মরণ।
আজিকার বিলম্ব না সহে কতক্ষণ॥
স্বামির বচনে কুন্তী করিল স্বীকার।
স্বামি প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার॥
আদিপর্ব্ব ভারত যে ব্যাসের রচিত।
পরম পবিত্র পুণ্য শ্রবণে অমৃত॥
আয়ুর্যশঃ পুণ্য বাড়ে যাহার শ্রবণে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরামদাস ভণে॥

যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম কথন।

মুনি বলিলেন শুন রাজ্য অধিকারী।
বৎসরেক গর্ভ যুক্তি করিয়া গান্ধারী॥
এইত সময় তবে ভোজের নন্দিনী।
পূর্ব্বে মন্ত্রবর দিল যে দুর্ব্বাসা মুনি॥
সেই মন্ত্র জপি ধর্ম্ম করিলা আহ্বান।
তৎক্ষণে আইল ধর্ম্ম কুন্তী বিদ্যমান॥
ধর্ম্মের সঙ্গমে হৈল গর্ব্ভের সঙ্গতি।
পরম সুন্দর সুত প্রসবিল সতী॥
ইন্দ্র চন্দ্র সম কান্তি তেজে দিবাকর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর॥
দিন দুই প্রহরেতে পুণ্য তিথি যুত।
অতি শুভক্ষণেতে জন্মিল কুন্তীসুত॥
সেইক্ষণে শুনি ধ্বনি আকাশ উপর।
সকল ধর্ম্মেতে শ্রেষ্ঠ এই সুতবর॥
সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় হবে মহারাজা।
জগতের লোকে তার করিবেক পূজা॥
এতেক আকাশ বাণী শুনিয়া রাজন।
কুন্তীরে ডাকিয়া পুন বলেন বচন॥
শুনিলা আকাশবাণী বলে দেবগণ।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি শান্ত হইবে নন্দন॥
ক্ষত্রিয় প্রধান গণি বলিষ্ঠ কোঙর।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক গণি ব্রাহ্মণ ভিতর॥
সে কারণ কুন্তী তুমি ভজ পুনর্ব্বার।
যাহা হৈতে হইবেক বলিষ্ঠ কুমার॥
রাজার বচনে কুন্তী ভাবে মনেং।
দেবগণ মধ্যে দেখি বলিষ্ঠ পবনে॥
মন্ত্র জপে কুন্তী করি বায়ুর উদ্দেশ।
সেইক্ষণে বায়ু তথা হইল প্রবেশ॥
পবন সঙ্গমে পুত্র লভিল জনম।
জন্ম মাত্র তাহার শুনহ যে বিক্রম॥
পুত্র প্রসবিয়া কুন্তী কোলে লৈতে চায়।
তুলিতে নারিল ভারি পর্ব্বতের প্রায়॥
কিছু মাত্র ভূমে হৈতে তুলিল যতনে।
সহিতে না পারি ভার ফেলে ততক্ষণে।
অসক্ত হইয়া ফেলে পর্ব্বত উপরে।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বত কাঁপিল থরহরে॥
শিলা বৃক্ষ গিরিশৃঙ্গ হৈল চূর্ণময়।
বালকের শব্দ পেয়ে গিরিবাসী ভয়॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি যত পশুগণ।
পর্ব্বত ত্যাজিয়া সবে গেল অন্য বন॥
হেনকালে শূন্যবাণী শুনি ততক্ষণ।
শুন কুন্তী পাণ্ডু এই তোমার নন্দন॥
যতেক বলিষ্ঠ আছে পৃথিবী ভিতর।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ এই মহাবল ধর॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এই দুষ্ট জন রিপু।
অস্ত্রেতে অভেদ্য এই বজ্র সম বপু॥
দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডু হইল বিস্ময়।
আশ্চর্য্য মানিল কুন্তী দেখিয়া তনয়॥
পুনরপি কুন্তীরে বলেন নরবর।
এইমত জন্ম হৈল যুগল কোঙর॥

এক হৈবে ধার্ম্মিক নির্দ্দয় আর জন।
সর্ব্ব গুণযুত এক জন্মাহ নন্দন ॥
কুন্তী বলে হেন সুত হইবে কেমনে।
সর্ব্বগুণযুক্ত পাব কার আরাধনে ॥
ইহা শুনি পাণ্ডু কহিলেন মুনিগণে।
দেব মধ্যে আছে কোন জন সর্ব্ব গুণে ॥
তাঁরে আরাধিয়া আমি লভিব নন্দন।
এত শুনি বলিল যতেক মুনিগণ ॥
সর্ব্ব দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র দেবরাজ।
তাঁহারে সেবিলে রাজা সিদ্ধ হবে কায ॥
ইন্দ্রের উদ্দেশে তপ করে নরবর।
নিয়ম করিয়া রাজা কর সম্বৎসর ॥
বিনা তপে নহে তুষ্ট দেব পুরন্দর।
এত শুনি তপ আরম্ভিল নৃপবর ॥
ঊর্দ্ধবাহু এক পদে রহে দাঁড়াইয়া।
সম্বৎসর করে তপ বায়ু আহারিয়া ॥
তপে তুষ্ট বাসব আইলেন তথায়।
কহিলেন পাণ্ডুরে শুনহ কুরুরায় ॥
আপনা বাঞ্ছিত ফল মাগ মহাশয়।
সর্ব্বগুণে দিব এক তোমার তনয় ॥
বর দিয়া ইন্দ্র হইলেন অন্তর্দ্ধান।
তপ নিবর্ত্তিয়া পাণ্ডু গেলেন স্বস্থান ॥
কুন্তীরে কহিলেন পাণ্ডু হরিষ অন্তর।
পুত্র বর আমারে দিলেন পুরন্দর ॥
স্ববাঞ্ছিত ফল রাজা হইবে তোমার।
সর্ব্ব গুণযুত তুমি পাইবা কুমার ॥
তপস্যায় করিলাম প্রসন্ন বাসবে।
মুনি মন্ত্রে স্মরণ করহ তারে তবে ॥
স্মরণ করিলা কুন্তী স্বামীর বচনে।
দেবরাজ আইলেন সে স্থানে তখনে ॥
উভয়ের সুসঙ্গম হইল সুসময়।
ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম হইল তনয় ॥
জাত মাত্র শূন্য বাণী হইল গভীর।
সুর সুরে এই পুত্র হবে মহাবীর ॥
অদিতির যেমত তনয় নারায়ণ।
তেমতি তোমার কুন্তী হইবে নন্দন ॥
পরাক্রমে হবে তুল্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
তিনলোক বিখ্যাত হইবে পুত্রগণ ॥
পৃথিবীর লক্ষ রাজা জিনি বাহুবলে।
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করিবে ভূতলে ॥
ভ্রাতৃ সহ করিবেক তিন অশ্বমেধ।
ভৃগুরাম সতত শিখাবে ধনুর্ব্বেদ ॥
শিখি বিদ্যা অস্ত্র বিদ্যা মন্ত্র যইমতে।
এ পুত্র না জানে হেন নাহিক জগতে ॥
পিতৃলোক উদ্ধারিবে এই পুত্রবর।
খাণ্ডব দহিবে যে তুষিবে বৈশ্বানর ॥
এতেক আকাশ বাণী হইল আকাশে।
দেখিতে আইল সব লোক তার পাশে ॥
ইন্দ্রসহ আইল যতেক দেবগণ।
চন্দ্র সূর্য্য পবন শমন হুতাশন ॥
দেখিতে আইল যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সিদ্ধ ঋষিগণ যত অপ্সরী অপ্সর ॥
একাদশ ঋষি উনপঞ্চাশ পবন।
অশ্বিনী কুমার আর বিশ্বাবসুগণ ॥
যম রাজা প্রজাপতি আইল দেখিতে।
দেবাঙ্গনা যতেক আইল নৃত্যগীতে ॥
দেবগণ ঋষিগণ করিয়া কল্যাণ।
নিরখিয়া সবে গেল আপনার স্থান ॥
হরষিত হৈল পাণ্ডু ভোজের নন্দনী।
সর্ব্ব দুঃখ পাসরিল পুত্র গুণ শুনি ॥
তবে কত দিনে পাণ্ডু একান্তে বসিয়া।
কুন্তী প্রতি বলিলেন একান্ত ভাবিয়া ॥
আমার পুত্রের বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হয়।
পুনরপি কহিতে তোমারে যোগ্য নয় ॥
চতুর্থ পুরুষে নারী হয় যে স্বৈরিণী।
পঞ্চম পুরুষে নারী বেশ্যা মধ্যে গণি ॥
সেকারণে তোমারে কহিতে না যুয়ায়।
পুত্র বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না দেখি উপায় ॥
হেনমতে কুন্তীসহ কথোপকথনে।
পুত্র চিন্তা নরবর সদা করে মনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

মাদ্রীর প্রতি কুন্তীর মন্ত্র প্রদান।

একদিন পাণ্ডু ভূপে একান্তে দেখিয়া।
বলিতে লাগিল মাদ্রী নিকটে বসিয়া ॥
কুরুবংশে তিন বধূ যে আছে সংপ্রতি।
ইতিমধ্যে দুইজন হইল পুত্রবতী ॥
শুনিলাম গান্ধারীর শতেক নন্দন।
প্রত্যক্ষে কুন্তীর পুত্র দেখিতে তিনজন ॥
অভাগিনী আমি ইথে হৈলাম বঞ্চিত।
তোমায় কি কব মম কর্ম্মের লিখিত।
দয়া করি কুন্তী যদি অনুগ্রহ করে।
মন্ত্র বলে জপি পুত্র লব দেববরে ॥

সহজে সতীন কুন্তী কি বলিতে পারি।
দেয় না না দেয় আমি চিত্তে ভয় করি॥
আপনি বলহ যদি কুন্তীরে এ কথা।
তোমার বচন নাহি করিবে অন্যথা॥
মাদ্রীর বচন শুনি বলে নরবর।
মম চিত্তে এই কথা জাগে নিরন্তর॥
তোমায় প্রকাশ আমি তেই নাহি করি।
শুন কি না শুন তুমি হও ধর্ম্ম নারী॥
যখন আপনি তুমি কহিলা আমারে।
তোমার কারণে আমি কহিব কুন্তীরে॥
মম বাক্য কুন্তী কভু না করিবে আন।
মাদ্রীরে কহিয়া রাজা গেল কুন্তী স্থান॥
কুন্তীরে একান্ত পায়ে কহেন ভূপতি।
কুলের কারণ হেতু কহি শুন সতী॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া ইন্দ্র নিত্য যজ্ঞ করে।
যশের কারণে আর শাস্ত্র অনুসারে॥
বেদে তপে পারগ হইয়া দ্বিজগণ।
তথাপি করেন তারা দ্বিজের সেবন॥
সেই হেতু কুন্তী আমি কহি যে তোমারে।
মাদ্রীর উদ্ধার কর এ ভব সংসারে॥
মাদ্রীর বংশের হেতু করহ উপায়।
তার পুত্র হৈলে তবে এ পুত্র সহায়॥
এতেক শুনিয়া কুন্তী কহিল রাজায়।
একবার দিব মন্ত্র তোমার আজ্ঞায়॥
মাদ্রীরে ডাকিয়া তবে কুন্তী পাণ্ডু প্রিয়া।
মন্ত্র বলি দিল তারে প্রসন্ন হইয়া॥
একবার দিতে পারি বলেন বচন।
চিন্তিত হইয়া মাদ্রী ভাবে মনে মন॥
একবার বিনা কুন্তী না দিবেক আর।
কি উপায়ে হবে ভাবে অধিক কুমার॥
করিল ভাবিয়া মাদ্রী যুক্তি এই সার।
দেব মধ্যে পুত্র হয় অশ্বিনী কুমার॥
অশ্বিনী কুমার দ্বয়ে করিল স্মরণ।
মন্ত্রের প্রভাবে দোহে আইল তৎক্ষণ॥
তাহার ঔরসে গর্ভ হইল সঞ্চার।
প্রসবিল মাদ্রী দেবী যুগল কুমার॥
জন্মমাত্র শুনি শব্দ আকাশ উপরে।
রূপে গুণে শোভা দোহে করিবেক নরে॥
হেন মতে ক্রমে পঞ্চ নন্দন হইল।
পর্ব্বত নিবাসি ঋষি আসি নাম দিল॥
জ্যেষ্ঠ হেতু নাম তার হৈল যুধিষ্ঠীর।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সেই হৈল ভীম বীর॥
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম থুইল ঋষিগণ।
চতুর্থ নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন॥
সহদেব নাম থুইল পঞ্চম কুমার।
দিনে২ বাড়ে যেন দেব অবতার॥
সিংহ গ্রীব সিংহ চক্ষু মালা সিংহসম।
মহাবীর্য্যবন্ত পঞ্চ সিংহের বিক্রম॥
পঞ্চ পুত্র ভূপতির দেখিতে সুন্দর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর॥
পুত্র নিরখিয়া রাজা হরিষ অপার।
হরষিত কুন্তী মাদ্রী দেখিয়া কুমার॥
পুত্র সঙ্গ তিন জন তিলেক না ছাড়ে।
ক্ষণেক না করে রাজা নয়নের আড়ে॥
হেনমতে পঞ্চ পুত্র করেন পালন।
এক দিন কুন্তী প্রতি বলেন রাজন॥
পুত্র সম সুখ নাহি সংসার ভিতর।
বঞ্চিত সকল সুখে পুত্র হীন নর॥
রাজ্যবন্ত ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত জন।
পুত্র বিনা তার হয় সব অকারণ॥
ইহকালে সুখদায়ী লোকেতে গৌরব।
পরকালে নিস্তারয় নরক রৌরব॥
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ট্র শত সুত পিতা।
সে কারণে কহি শুন ভোজের দুহিতা॥
পুনরপি মন্ত্র দেহ মদ্র নন্দিনীরে।
বহু পুত্রে বহু সুখ হয় এ সংসারে॥
শুনিয়া বলেন কুন্তী যুড়ি দুই কর।
আর না করিবা আজ্ঞা শুন নরবর॥
পরম কপটি মাদ্রী দেখহ আপনে।
একবার মন্ত্র সে পাইয়া মম স্থানে॥
তাহে জন্মাইল মাদ্রী যুগল নন্দনে।
মাদ্রীরে আমার ভয় হয় সে কারণে॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি নিবেদি তোমারে।
মাদ্রীর কারণে আর না কহ আমারে॥
মৌনে রহিলেন পাণ্ডু কুন্তীর বচনে।
আর সুত বঞ্চা ত্যাগ করিলেন মনে॥
পাণ্ডবের জন্ম কথা অপূর্ব্ব কথন।
স্ববাঞ্ছিত ফল লভে শুনে যেই জন॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশিরাম দাস কয়॥

পাণ্ডু রাজার মৃত্যু।

সুখেতে থাকেন রাজা পুত্রের সহিত।
ঋতুরাজ বসন্ত হইল উপনীত॥

বসন্ত কালেতে বন হইল শোভিত।
নানা বৃক্ষগণ সহ হইল পুষ্পিত॥
পলাশ চম্পক আম্র অশোক কেশর।
পারিভদ্র কেতকী করবী পুষ্পবর॥
হৃদয়ে সানন্দ পাণ্ডু দেখিয়া কানন।
গহন নিকুঞ্জ বনে করেন ভ্রমণ॥
কুন্তী সহ পুত্রগণ রাখিয়া মন্দিরে।
মাদ্রী সহ ভ্রমে পাণ্ডু অরণ্য ভিতরে॥
রাজার সহিত মাদ্রী কুন্তী নাহি জানে।
গহন কানন মধ্যে ভ্রমে দুই জনে॥
একেত একলা ভার্য্যা বসন্ত পবন।
চিরদিন বিরহেতে মাতিল মদন॥
মদনের শরে হৈল অবশ রাজন।
সঘনে মাদ্রীর রূপ করে নিরীক্ষণ॥
বদন বিকচ পদ্ম শশধর জিনি।
শ্রবণে গৃধিনী চারু পঙ্কজনয়নী॥
যুগল দাড়িম্ব সম দুই পয়োধর।
বিপুল নিতম্ব ভাবে গমন মন্থর॥
সতত মধুর ভাষে বরিষয়ে সুধা।
নিরখিয়া পাণ্ডুর জন্মিল রতি ক্ষুধা॥
মদনে আচ্ছন্ন রাজা হয়ে অচেতন।
হইল বিস্মৃত সে মুনির বচন॥
নিবৃত্ত হইতে শক্তি নহিল রাজার।
মাদ্রীরে ধরিয়া বলে করেন শৃঙ্গার॥
নিবৃত্তহ ডাকে মদ্রের নন্দিনী।
অতি উচ্চৈস্বরে ডাকে হাহাকার ধ্বনি॥
হস্ত পদ আস্ফালনে ছটফট করে।
কুৎসিত আচারে মাদ্রী ভৎসিল তাহারে॥
মৃগঋষি শাপ প্রভু ভুলিলা এখন।
ক্ষণেকে প্রমাদ হবে না জান কারণ॥
তথাপি মদন রসে হইয়া বিহ্বল।
পাণ্ডু নাহি শুনেন মাদ্রীর যত বোল॥
কালেতে যে করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে
পরম পণ্ডিত বুদ্ধি কালেতে সংহারে॥
সঙ্গম করিতে রাজা মাদ্রীর সহিত।
ঋষিশাপে মৃত্যু আসি হৈল উপনীত॥
শরীর ত্যজেন পাণ্ডু দেখিল সুন্দরী।
ক্রন্দন করিছে মাদ্রী হাহাকার করি॥
এ স্থানে ভোজের কন্যা উচ্চ চিত্ত মন।
মাদ্রীর সহিত নাহি দেখয়ে রাজন॥
হইল অনেক বেলা যাব কোথাকারে।
পুত্র সহ গেল কুন্তী চাহিতে রাজারে॥

কত দূর যাইতে শুনিল উচ্চধ্বনি।
হাহাকার শব্দে ডাকে মদ্রের নন্দিনী॥
শব্দ অনুসারে যায় অতি শীঘ্র গতি।
দেখিল কান্দিছে নারী কোলে নরপতি॥
বজ্রাঘাত মুণ্ডে যেন হৈল আচম্বিতে।
মূর্চ্ছিতা হইয়া কুন্তী পড়িল ভূমিতে॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে উচ্চ টন মন।
কান্দিয়া মাদ্রীর প্রতি বলিছে বচন॥
কি কর্ম্ম করিলা মদ্রকন্যে স্বামী বধি।
এই হেতু তোমারে ভোগাব নিরবধি॥
কেন একা আইলা তুমি রাজার সংহতি।
কি হেতু নিবৃত্ত না করিলে নরপতি॥
যদি বা আইলা সঙ্গে আনিতে নন্দন।
তবে কেন নৃপতির হইব নিধন॥
মৃগঋষি শাপ তার না ছিল স্মরণে।
সকল ত্যজিয়া বনে বঞ্চ অকারণে॥
অনিমিষে থাক তুমি রাজার রক্ষণে।
সঙ্গে আসিয়াছ তুমি জানিব কেমনে॥
আপনা খাইয়া মম হেন হৈল গতি।
হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংহতি॥
মাদ্রী বলে কুন্তী মোরে নিন্দ অকারণ।
আমি করিলাম বহুবিধ নিবারণ॥
দৈবে যাহা করে খণ্ডে হেন কোন জন।
না রাখি আমার বাক্য ঘটিল নিধন।
কুন্তী বলে ভাবি কর্ম্ম না যায় খণ্ডন॥
সম্প্রতি শুনহ তুমি আমার বচন॥
পঞ্চ পুত্রে পালন করিহ ভালমতে।
অনুমৃতা যাই আমি রাজার সহিতে॥
মাদ্রী বলে হেন তুমি না বল আমারে।
তিলেক না জীব আমি না দেখি রাজারে॥
তোমার বিলম্বে এতক্ষণ আছি প্রাণে।
এখনি শরীর ত্যজি যাব প্রভুস্থানে॥
আমার যৌবনে প্রভু তৃপ্ত নাহি হয়।
আমা সনে রমণে যাহার হৈল ক্ষয়॥
তাঁহার সংহতি আমি ছাড়িব কেমনে।
পাণ্ডু স্বামী ত্যজি দেহ রাখিব এক্ষণে॥
তোমার নিকটে করি এক নিবেদন।
বিদায় তোমার স্থানে মাগি যে এখন॥
পুনঃহ তোমারে করি যে পরিহার।
যত্নেতে পালিবা এই দুইটি কুমার॥
ইহা বিনা তোমারে কহিতে নারি কিছু।
বিচ্ছেদ না করিহ আমার পুত্র পিছু॥

পিতৃ মাতৃ বিনা পুত্র সহজে অনাথ।
তুমি সর্ব্ব বন্ধু যেন তুমি মাতা তাত॥
এতেক বলিয়া মাদ্রী নিঃশব্দ হইল।
নিবিড় করিয়া সবে আলিঙ্গন দিল॥
আলিঙ্গন করি মাদ্রী ত্যজিল পরাণ।
শুনি শত শৃঙ্গ বাসী আইল সেই স্থান॥
ঋষিগণ মিলিয়া করিল এ বিচার।
পুত্র সহ ছিল পাণ্ডু আশ্রমে আমার॥
এখন শরীর ত্যাগ করিল রাজন।
অনাথ হইল কুন্তী শিশু পুত্রগণ॥
রাজপুত্রগণ স্থিতি না শোভে কাননে।
দেশেতে লইয়া গেল পাণ্ডুসুতগণে॥
তবে সবাকার ধর্ম্ম থাকে যে প্রকাশি।
বিচার করিল এই শতশৃঙ্গ বাসী॥
মৃত শব স্কন্ধে করি লহ চরগণ।
পুত্র সহ কুন্তী লৈয়া করহ গমন॥
অল্প দিনে গেল কুন্তী হস্তিনানগর।
প্রবেশ করিল সবে নগর ভিতর॥
রাজ অন্তঃপুরেতে হইল সমাচার।
কুন্তী সহ আইল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
ভীষ্ম সোমদত্ত আর বাহ্লীক বিদুর।
ধৃতরাষ্ট্র আদি যত বৈসে অন্তঃপুর॥
সত্যবতী সহ বধূ গান্ধারী সুন্দরী।
গৃহেতে বৈসেন আর যত বৃদ্ধানারী॥
ঋষিগণে প্রণমিয়া দিলেন আসন।
কহিতে লাগিল বার্ত্তা সব ঋষিগণ॥
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে ছিলেন পাণ্ডুরাজে।
ব্রহ্মচর্য্য করিতেন ঋষির সমাজে॥
দেববরে পঞ্চপুত্র হইয়া তাঁহার।
কালেতে তাহারে কালে করিল সংহার॥
মদ্রকন্যা অতি ধন্যা ভুবনে মানিতা।
হইলেন অনুমৃতা পাণ্ডুর বনিতা॥
এই কুন্তী সহ দেখ সুত পঞ্চজন।
এই পাণ্ডু মাদ্রী দোঁহে রহিত জীবন॥
যেমত বিচার হয় করহ বিধান।
এত বলি মুনিগণ করিল প্রয়াণ॥
এত শুনি রোদন করেন সর্ব্বজন।
হাহাকার শব্দ মুখে গদ্গদ বচন॥
সত্যবতী আই কান্দে অম্বিকা জননী।
শ্রীভীষ্ম বিদুর কান্দে অন্ধ নৃপমণি॥
নগরের লোক করে বিলাপ ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ তরুণী কান্দয়ে সর্ব্বজন॥

তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে বিদুরে ডাকিয়া।
দুই শব দগ্ধ কর গঙ্গাতীরে লৈয়া॥
যেন রাজবিধান আছয়ে পূর্ব্বাপর।
শুনিয়া বিদুর তবে হইল সত্বর॥
দুই শব কান্ধে করি লয়ে ক্ষত্রগণে।
চতুর্দ্দোলে বিভূষিত বিবিধ বিধানে॥
উপরে ধরিল ছত্র যেন রাজনীত।
শতং চামর ঢুলায় চারিভিত॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনিল বিস্তর।
কলসেং ঘৃত আনে থরে থর॥
মন্ত্র পড়ি দ্বিজগণ পাবক জ্বালিয়া।
অগ্নিহোত্র রাজার করিল দাহক্রিয়া॥
পঞ্চভাই দিল শিশু ক্ষত্রিয় বিধান।
দ্বাদশ দিবসে করে অগ্নি শান্তিদান॥
স্বর্ণদান ভূমিদান করে গাভীদান।
কাঞ্চন রতন দান বিবিধ বিধান॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সত্যবতীর বনে গমন।

কত দিন পরে আইলেন বেদব্যাস।
একান্তে কহেন মুনি জননীর পাশ॥
অবধানে শুন মাতা আমার বচন।
ধর্ম্মকাল গেল হৈল পাপ উপাসন॥
তোমার বংশেতে হবে বড় দুরাচার।
কপট হইবে বড় হিংসা অহঙ্কার॥
এই সবাকার পাপে মজিবে সকল।
পৃথিবী হরিবে শস্য মেঘে অল্প জল॥
ধর্ম্ম লুপ্ত হইবেক হত যজ্ঞবর।
আত্মং হিংসা সবে করিবে বিস্তর।
ধৃতরাষ্ট্র কপটে হইবে কুলক্ষয়।
ধর্ম্ম ত্যজি নর লবে অধর্ম্ম আশ্রয়॥
সে কারণে মাতা আমি কহি যে তোমায়।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে না যুয়ায়॥
গৃহ ত্যজি জননী চলহ তপোধন।
সংসার ত্যজিয়া মাতা তপে দেহ মন॥
এত বলি ব্যাস মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি সত্যবতী চিত্তে চিন্তেন বিধান।
দুই বধূ ডাকিয়া আনিল নিজ পাশ।
কহিতে লাগিল যত কহিলেন ব্যাস॥
তোমার নন্দন বধূ করিবে দুর্নীতি।
কপট হিংসুক হবে করিবে দুষ্কৃতি॥

কুলক্ষয় হইবেক তার কদাচারে।
এ সব শুনিয়া আমি জানাই তোমারে॥
সে কারণে এই আমি যাই তপোবনে।
করহ বিধান বধূ যেই লয় মনে॥
শুনিয়া যুগল বধূ চলিল সহিত।
ভীষ্মে আনি সব কথা কহিলেন হিত॥
অন্তঃপুরে ছিল যত বৃদ্ধ নারীগণ।
সত্যবতী সহ সবে গেল তপোবন॥
ফল মূলাহারি হৈয়া তপ আচরিল।
যোগে মন দিয়া সবে শরীর ত্যজিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত প্রস্তাবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

কুরু বালকাদির জলক্রীড়া।

মুনি বলিলেন রাজা শুন অনন্তরে।
পুত্র সহ কুন্তীদেবী রহে অন্তঃপুরে॥
কৌরব পাণ্ডব ভাই পঞ্চোত্তর শত।
বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে সবে পারগত॥
বালকের ক্রীড়া যত আছয়ে সংসারে।
ক্রীড়ায় উত্তম সবে সদা ক্রীড়া করে॥
ক্রীড়া রণে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদর।
সবার অধিক হয় বীর বৃকোদর॥
ধাইলে পবন সম সিংহ সম হাঁকে।
আস্ফালনে গজ সম মেঘ সম ডাকে॥
যেই দিক দিয়া ভীম বেগে যায় চলি।
দশ বিশ ভূমে ফেলে ভুজাস্ফালে ঠেলি॥
ক্রোধে সব সহোদর ধরে একেবারে।
অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাঁকারে॥
কত দূরে পড়ে সবে অচেতন হৈয়া।
পৃষ্ঠে গায় নাসিকায় রক্ত যায় বৈয়া॥
দুই হস্তে ধরে বীর সবাকার কর।
চক্রাকার করিয়া ভ্রমায় বৃকোদর॥
প্রাণ যায় যায় বলি পরিত্রাহি ডাকে।
মৃতকল্প দেখি তবে তারে ভীম রাখে॥
জলমধ্যে ক্রীড়া সবে করে ভ্রাতৃগণ।
একবারে ধরে ভীম দশ দশ জন॥
জলের ভিতরে ডুবে চাপি দুই কাখে।
মৃতকল্প করি ছাড়ে প্রাণ মাত্র রাখে॥
ভয়েতে ভীমের কেহ না যায় নিকটে।
জলেতে দেখিলে ভীমে সবে থাকে তটে॥
ফল হেতু উঠে সবে বৃক্ষের উপরে।
তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরণে প্রহারে॥
চরণের ঘায় বৃক্ষ করে থর থর।
ফল সহ ভূমে পড়ে সব সহোদর॥
বালক কালেতে ভীম মহাপরাক্রম।
ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম॥
দুর্য্যোধন দেখি হৈল পরম চিন্তিত।
বালক কালেতে ধরে অপ্রমিত॥
বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল।
ইহার জীবনে নাহি আমার কুশল॥
মনে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল বিচার।
ভীমেরে মারিব হেন যুক্তি করে সার॥
ভীমে মারি চারি ভাই রাখিব বান্ধিয়া।
তবেত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষ্কণ্টক হৈয়া॥
বালক কালেতে করে এমত বিচার।
যে কালে না জানে লোক হিংসা অহঙ্কার॥
তবে অনুচরে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
গঙ্গাতীরে আছে তথা গহন কানন॥
তাহাতে বিচিত্র স্থল করহ নির্ম্মাণ।
উত্তম বরণ ঘর কর স্থানে স্থান॥
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় শকটে পুরিয়া।
সকল গৃহের মধ্যে পূর্ণ কর গিয়া॥
আজ্ঞামাত্র করে সব অনুচরগণ।
সব ভ্রাতৃগণেরে ডাকিল দুর্য্যোধন॥
আজি চল ভাই সব যাব জলজলে।
জলক্রীড়া করিব পরম কুতূহলে॥
উত্তম বিহার করি আহার সহিতে।
ভক্ষদ্রব্য আছে সব প্রমাণ কোটিতে॥
শুনিয়া সম্মত হইলেন যুধিষ্ঠির।
করিব সলিল ক্রীড়া চল গঙ্গাতীর॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই একত্র করিয়া।
রথ গজ অশ্ব যান আরোহণ হৈয়া॥
প্রমাণ কোটিতে যে করিল দুর্য্যোধন।
অতি মনোহর স্থল বিচিত্র কানন॥
অনুচরগণ সব চলিল সহিতে।
সব ভ্রাতৃগণ গেল প্রমাণ কোটিতে॥
একত্র হইয়া সবে আসনে বসিল।
নানা দ্রব্য উপহার যাইতে লাগিল॥
উপহার পুরি করে অঞ্জলি অঞ্জলি।
এক জন মুখে দেয় আর জন তুলি॥
হেনকালে ক্রূর কুরুপতি দুর্য্যোধন।
দুষ্ট কালকূট দিল ভীমের বদনে॥
পুনঃ পুনঃ তথিপর দিল উপহার।
ভক্ষণে সন্তুষ্ট বীর আনন্দ অপার॥

কালকূট পান করিলেন বৃকোদর।
দুর্য্যোধন হৈল বড় হরিষ অন্তর॥
তবে সব ভ্রাতৃগণ গেল গঙ্গাজলে।
জলক্রীড়া আরম্ভিল মহা কুতূহলে॥
কেহ উঠে কেহ ডুবে কেহ ফেলে জল।
ক্রীড়ায় নহিল হিন ভীম মহাবল॥
জলক্রীড়া করি শান্ত হৈল সর্ব্বজন।
প্রমাণ কোটিতে পুনঃ করিল গমন॥
দিব্য বস্ত্র পিন্ধন ভূষণ অলঙ্কার।
উপহার দ্রব্য যত করিল আহার॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন।
ক্রীড়াশ্রমে নিদ্রাগত ভাই সর্ব্বজন॥
বিষেতে আবৃত ভীম হৈল অচেতন।
সবে নিদ্রা গেল মাত্র আগে দুর্য্যোধন॥
অচেতন ভীমেরে দেখিয়া কুরুপতি।
হস্তপদ বন্ধন করিল শীঘ্রগতি॥
ধরিয়া ফেলিল গঙ্গ অগাধ সলিলে।
নাহিক শরীরে জ্ঞান গরলে॥
ভাসিয়া চলিল বীর স্রোতে বিপরীত।
নাগের আলয়ে গিয়া হৈল উপনীত॥
বিপুল শরীর দেখি বেড়ে নাগগণ।
ক্রোধে চতুর্দ্দিকে সবে করিল দংশন॥
নাশিল স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষেত।
চেতন পাইয়া ভীম দেখে চতুর্ভিতে॥
অবহেলে ছিণ্ডে কর পদের বন্ধন।
মুষ্ট্যাঘাত প্রহারে যতেক নাগগণ॥
ভিমের মুষ্টিকাঘাত বজ্রের সমান।
পলায় সকল নাগ লইয়া পরাণ॥
বাসুকির অগ্রে গিয়া করে নিবেদন।
নাগকুল নাশিল মনুষ্য একজন॥
মনুষ্যের আচরণ না দেখি তাহার।
অনুমানে বুঝি ইন্দ্র নর অবতার॥
বন্ধনেতে ছিল এথা আইল ভাসিয়া।
ক্রোধে সব নাগগণে ফেলিল মারিয়া॥
অচেতন ছিল পূর্ব্বে হইল সচেতন।
সবে পলাইল শুনি তাহার গর্জ্জন॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ চলিল ত্বরিত।
পাছে পাছে যত নাগ চলিল সহিত॥
ভীম পরাক্রমে বীর আছে সেইস্থানে।
দিব্য চক্ষু বাসুকি জানিল ততক্ষণে॥
পবন ঔরসে জন্ম কুন্তীর নন্দন।
মধুর বচনে ভীমে করে সম্ভাষণ॥
আমার নাহির নাহি হও বৃকোদর।
কি করিব তব প্রিয় কহহ উত্তর॥
ধন রত্ন লহ তুমি যেই ইচ্ছা মনে।
এত শুনি বলিল যতেক নাগগণে॥
তোমার পরম বন্ধু যদি এ কুমার।
ভক্ষ্য যোগ্য দিয়া প্রীতি জন্মাও ইহার॥
ধন রত্নে ইহার নাহিক প্রয়োজন।
ইহার পরম প্রিতি পাইলে ভক্ষণ॥
এত শুনি ফণিরাজ লইয়া বৃকোদরে।
গৃহমধ্যে বসাইল পালঙ্ক উপরে॥
নাগের আলয়ে আছে সুধাভাণ্ডগণ।
ভীমে বলে কর পান যত লয় মন॥
সহস্র হস্তির বল এক কুণ্ড পানে।
যত ইচ্ছা তত পান কহহ এক্ষণে॥
একে বৃকোদর তাহে পরিশ্রম ক্ষুধা।
তাহে লোভী অপূর্ব্ব পাইল কুণ্ড সুধা॥
একেং অষ্ট কুণ্ড পান সে করিল।
চলিতে নাহিক শক্তি উদর পুরিল॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন।
এথা নিদ্রা অবসানে কুরুপুত্রগণ॥
গৃহেতে যাইব হেন করিল বিচার।
রথে অশ্বে গজে উঠে চড়ে যে যাহার॥
ভ্রাতৃগণে ডাকিয়া কহেন যুধিষ্ঠির।
সবে আছে দেখি কেহ নাহি ভীমবীর॥
ফল হেতু ভীম কিবা গিয়াছেন কাননে।
গঙ্গাজলে গেল কিবা আহার কারণে॥
ভীমের উদ্দেশ কর ভাই সর্ব্বজন।
চতুর্দ্দিকে ভ্রাতৃগণ গেল ততক্ষণ॥
কেহ গেল গঙ্গাতীরে কেহ মধ্যভাগে।
ভীমং বলি কেহ ডাক চতুর্দ্দিকে॥
না পাইয়া বাহুড়িল সব ভ্রাতৃগণ।
ভীমের না পাই ভাই বলে সর্ব্বজন॥
যুধিষ্ঠির হইলেন বিরস বদন।
কোথাকারে গেল ভীম না জানি কারণ॥
কেহ বলে বৃকোদর ছিল এইক্ষণ।
কেলা অগ্রে ঘরে করিল গমন।
অসন্তোষ যুধিষ্ঠির উঠিয়া সত্বর॥
গৃহে গিয়া দেখেন জননী একেশ্বর॥
মারে রেখে জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের কুমার।
গৃহে আসিয়াছে মাতা ভাই বৃকোদর॥
গৃহের মধ্যেতে নাহি দেখি কি কারণে।
কিবা কোথা পাঠাইল বুঝি অনুমানে॥

ভীমে না দেখিয়া মম স্থির নহে মতি।
ভীমের কুশল মাতা কহ শীঘ্রগতি ॥
জল স্থল দেখিলাম কামন নগর।
কোথাও না পাইলাম ভাই বৃকোদর ॥
শুনিয়া বিষন্নমনা হয়ে রাজাসুতা।
বলিলেন ভীম নাহি আইসেন হেথা ॥
কোথাকারে ভীম তবে করিল গমন।
শীঘ্র গিয়া তলাসিয়া আন পুত্রগণ ॥
আইল বিদুর তবে কুন্তীর আদেশে।
বিদুরে কহেন কুন্তী গদগদ ভাষে ॥
ভাই সহ গেল ভীম ক্রীড়ার কারণে।
সবে আইল বৃকোদর না আইল কেনে ॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন তারে দেখিতে না পারে।
ক্রূরমতি নিলর্জ্জ সে মারিয়াছে তারে ॥
নিশ্চয় মারিল ভীমে করিয়া মন্ত্রণা।
হৃদয় অস্থির চিন্ত হইল যন্ত্রণা ॥
বিদুর কহিল কুন্তী এ কথা না কহ।
আর চারি পুত্রের জীবন যদি চাহ ॥
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বড় দুরাচার।
ছিদ্রকথা শুনিলে করিবে অবিচার ॥
এত শুনি কুন্তীদেবী করেন ক্রন্দন।
তুমি গড়াগড়ি যায় ভাই চারি জন ॥
ভীমের শোকেতে বড় পাইয়া সন্তাপ।
অধোমুখে কান্দে তবে করিয়া বিলাপ ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে কহিল বিদুর।
না কর ক্রন্দন সবে শোক কর দুর ॥
ব্যাসের বচন তুমি ভুলিলা এখন।
পৃথিবীতে অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
ব্যাসের বচন কুন্তী কভু মিথ্যা নয়।
এখনি আসিবে ভীম নাহিক সংশয় ॥
এত বলি প্রবোধিয়া গেল নিজ ঘর।
শোকাতুর মতি অতি চারি সহোদর ॥
তথা সুধাপানে নিদ্রা বীর বৃকোদর।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল অষ্ট দিবস অন্তর ॥
ভীমে সচেতন দেখি বলে নাগগণ।
আপন আলয়ে তুমি করহ গমন ॥
ভাই সব শোকাকুল কান্দেন জননী।
অষ্ট দিন হৈল কেহ বার্ত্তা নাহি জানি ॥
এত বলি নাগগণ নানা রত্ন দিয়া।
স্কন্ধে করি প্রমাণ কোটিতে থুইল গিয়া ॥
তথা হৈতে চলে বীর মত্ত গজগতি।
আপন মন্দিরে উত্তরিল শীঘ্রগতি ॥
মায়ে প্রণমিয়া প্রণমিল যুধিষ্ঠিরে।
ভাইং আলঙ্গিয়া চুম্ব দিল শিরে ॥
আনন্দিত যুধিষ্ঠির দেখি বৃকোদর।
হরিষে চক্ষুর জল বহে জলধর ॥
জিজ্ঞাসেন কোথা ভাই এতদিন ছিলা।
আমা সবা পরিহরি কেমনে রহিলা ॥
শুনিয়া কহিল যত সব বিবরণ।
যেইমত দুর্য্যোধন করিল বন্ধন ॥
সন্দেশ বলিয়া বিষ দিল মম মুখে।
গঙ্গাজলে ভাসিয়া গেলাম নাগলোকে ॥
নাগের দংশনে পুনঃ হইল চেতন।
ক্ষুধায় বাসুকি খেতে দিলেন তক্ষণ ॥
এত বলি রত্ন যত দিল মাতৃস্থানে।
চমকিত যুধিষ্ঠির সেই বিবরণে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন ভাই চারিজনে।
এই সব কথা যেন কেহ নাহি শুনে ॥
দুর্য্যোধন দুষ্ট কেহ না যাবে বিশ্বাস।
একা হৈয়া কেহ নাহি যাবে তার পাশ ॥
হেনমতে বিচার করিয়া পঞ্চজন।
সেই হৈতে বাল্যক্রীড়া করিল বারণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কুরুবালকদিগের অস্ত্রশিক্ষা।

তবে কত দিতে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অস্ত্রশিক্ষা হেতু নিয়োজিলা পৌত্রগণ ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ কৃপাচার্য্য নাম।
শরদ্বান ঋষিপুত্র হস্তিনাতে ধাম ॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব পাণ্ডব।
কৃপ চার্য্য ধনুর্ব্বেদ শিখাইল সব ॥
বলেন জনমেজয় কহ মহাশয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম কৈল কেন ব্রাহ্মণ তনয় ॥
মুনি বলিলেন নৃপ কর অবধান।
গৌতম ঋষির পুত্র নাম শরদ্বান ॥
শরদ্বান নাম হৈল শর সহ জন্ম।
ধনুর্ব্বেদ রত হৈল ত্যজি দ্বিজকর্ম্ম ॥
বেদ শাস্ত্র নাহি পড়ে ধনুর্ব্বেদে মন।
তপোবন মধ্যে তপ করে অনুক্ষণ ॥
তার তপ দেখিয়া সশঙ্ক শতক্রতু।
সৃজিলেন উপায় সে তপোভঙ্গ হেতু ॥
জানপদী দেবকন্যা দেন পাঠাইয়া।
যথা তপ করে তথা উত্তরিল গিয়া ॥

কন্যা দেখি শরদ্বান হৈল হত ধৈর্য্য।
ধনুঃশর খসিল স্খলিত হৈল বীর্য্য॥
স্খলিত হইয়ে মুনি হৈল অচেতন।
সে বন ত্যজিয়া মুনি গেল অন্য বন॥
খাইতে ঋষির বীর্য্য পড়িল ভূতলে।
দুই ঠাঁই হইয়া পড়িল সেইস্থলে॥
তপস্বী ঋষির বীর্য্য কভু নষ্ট নয়।
একগুটি কন্যা হৈল একটি তনয়॥
শান্তনু নৃপতি গেল মৃগয়া কারণে।
ভ্রমিতেং গেল সেই তপোবনে॥
অনাথ যুগল শিশু দেখি অনুচর।
আস্তে ব্যস্তে জানাইল রাজার গোচরে॥
শুনিয়া গেলেন রাজা ভাবি চমৎকার।
দেখেন রোদ করে কুমারী কুমার॥
ধনুঃশর আছে আর আছে কৃষ্ণচর্ম্ম।
অনুমানে জানিলেন মুনির আশ্রম॥
গৃহে আনি দোহারে যে করেন পালন।
কত দিনে আইল শরদ্বান তপোধন॥
শরদ্বান বলে রাজা তুমি ধর্ম্মময়।
কৃপায় পুষিলা এই তনয়া তনয়॥
সে কারণে নাম রাখিলাম দোহাকার।
কৃপ কৃপী বলি যেন ঘোষয়ে সংসার॥
তবে শরদ্বান মুনি আপন নন্দনে।
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ইল দিনেং॥
পরে দ্রোণাচার্য্যকে করিল সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্ব শাস্ত্র করেন বিধান॥
ধনুর্ব্বেদে কৃপ সম নাহিক মানুষে।
অল্পকালে আচার্য্য বলিয়া লোকে ঘোষে।
কুরুবংশ যদুবংশ অন্ধ বৃষ্ণিবংশে।
আর যত রাজগণ বৈসে দেশেং॥
সবে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করে কৃপ স্থানে।
কৃপ গুরু বলি নাম ব্যাপিল ভুবনে॥
পরে ভীষ্ম মহাবীর চিন্তিলেন মনে।
বিশেষ কি মতে শিক্ষা হবে পুত্রগণে॥
এতবলি দ্রোণেরে করেন সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্ব শাস্ত্র করান জ্ঞাপন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রোণাচার্য্যের উৎপত্তি।

রাজা বলিলেন মুনি কর অবধান।
কার পুত্র দ্রোণাচার্য্য কোথা তার ধাম॥
ধনুর্ব্বেদ শিক্ষাইল তারে কোন জন।
কুরুদেশে গুরু হইলেন কি কারণ॥
ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাতা।
কহিবারে লাগিলেন দ্রোণাচার্য্য কথা।
ভরদ্বাজ মহামুনি খ্যাত ভূমণ্ডলে।
এক দিন স্নানার্থে গেলেন গঙ্গা জলে॥
অন্তরীক্ষে চলি যায় ঘৃতাচী অপসরা।
পরমা সুন্দরী হয় অপসরাতে বরা॥
দক্ষিণ পবনে তার উড়িল বসন।
মুনি তার অঙ্গ করিলেন দরশন॥
দেখিয়া তাহার চিত্তে জন্মিল উদ্বেগ।
পঞ্চশর শরের অধিকতর বেগ॥
নাহি হেন জন যারে না মোহে কামিনী।
স্খলিত হইল রেতঃ চিন্তান্বিত মুনি॥
সম্মুখে দেখিয়া দ্রোণী রাখিলেন তায়।
দ্রোণী মধ্যে পুত্র জন্ম হইল ত্বরায়॥
পুত্র দেখি ভরদ্বাজ হরিষ বিধান।
পুত্র লৈয়া গেলেন সে আপনার স্থান॥
দ্রোণীতে জন্মিল পুত্র তাই দ্রোণ আখ্যা।
বেদ বিদ্যা সর্ব্ব শাস্ত্র করিলেন শিক্ষা॥
ছিলেন প্রশস্ত নামে পঞ্চাল নন্দন।
দ্রুপদ বলিয়া নাম তাহার নন্দন॥
ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সদা যায়।
সমান বয়স দ্রোণ সহিত খেলায়॥
এক ঠাঁই দুইজন করে অধ্যয়ন।
ক্রীড়া করে এই ঠাঁই শয়ন ভোজন॥
তিলেক না রহে দোহে না হইলে দেখা।
পরস্পর হইল দোহার দোহে সখা॥
পরে কত দিনে রাজা প্রশস্ত মরিল।
পঞ্চাল দেশেতে রাজা দ্রুপদ হইল॥
স্বর্গেতে গেলেন ভরদ্বাজ তপোধন।
তপস্যা করিতে দ্রোণ যায় তপোবন॥
কত দিনে দ্রোণাচার্য্য পিতৃ আজ্ঞা মানি।
বিবাহ করেন কৃপাচার্য্যে ভগিনী॥
পরমা সুন্দরী কন্যা ব্রত অনুব্রতা।
যজ্ঞ হোমে সদা নিষ্ঠা তপ পতিব্রতা॥
যজ্ঞ তপ করে তার হইল নন্দন।
জন্মমাত্রে করিলেক অশ্বের গর্জ্জন॥
হেনকালে আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী।
জন্মমাত্র পুত্র করিলেক অশ্বধ্বনি॥
অশ্বত্থামা নাম পুত্রে থুইল সে কারণে।
দীর্ঘজীবি হবে আর পূর্ণ সর্ব্ব গুণে॥

পুত্রে দেখি দ্রোণাচার্য্য আনন্দিত মন।
নানা বিদ্যা তারে করাইলেন অধ্যয়ন ॥
তবে কত দিনে দ্রোণ করেন শ্রবণ।
জমদগ্নি সুতের দানের বিবরণ ॥
নানা ধন রত্ন বিপ্রে দিতেছেন দান।
পৃথিবীতে শব্দ হৈল দানের বাখান ॥
মহেন্দ্র পর্ব্বত মধ্যে রামের নিলয়।
তথায় গেলেন ভরদ্বাজের নন্দন ॥
দ্রোণে দেখি জিজ্ঞাসেন ভৃগুর নন্দন।
কোথা হৈতে আইলে দ্বিজ কোনপ্রয়োজন।
দ্রোণ বলিলেন মম দ্রোণাচার্য্য নাম।
ভরদ্বাজ আমার জনক গুণধাম ॥
বহুদান কর তুমি শুনি লোক মুখে।
বার্ত্তা পায়ে আইলাম তোমার সম্মুখে ॥
পূর্ণ করিধন দিবা আমারে হে রাম।
সকল কুটুম্বে যেন পূরে মনস্কাম ॥
শুনিয়া বলেন জমদগ্নির নন্দন।
সব ধন দিয়া আমি এই যাই বন ॥
হেনকাহে জাইলা তুমি ব্রাহ্মণ কুমার।
কোন দ্রব্য দিয়া তুষ্ট করিব তোমার ॥
পৃথিবীর মধ্যে মম নাহি অধিকার।
কশ্যপে দিলাম আমি সকল সংসার ॥
আছে মাত্র প্রাণ আর ধনুঃশর দ্রোণ।
যাহা ইচ্ছা মম স্থানে মাগি লহ ধন ॥
দ্রোণাচার্য্য মাগিলেন তবে ধনুর্ব্বাণ।
মন্ত্র সহ অস্ত্র দেন ভৃগুর সন্তান ॥
ধনুর্ব্বেদে নিপুণ হইয়া দ্রোণাচার্য্য।
পরে চলিলেন তিনি দ্রুপদের রাজ্য ॥
অত্যন্ত দরিদ্র দ্রোণ না মাগেন কারে।
পুত্রের দেখিয়া কষ্ট ভাবেন অন্তরে ॥
বালক কালের সখা দ্রুপদ রাজন।
তার স্থানে গেলে হবে দারিদ্র ভঞ্জন ॥
ভাবিয়া দ্রুপদ দ্রোণ পঞ্চালনগর।
উত্তরিল যথায় দ্রুপদ নরবর ॥
পিন্ধন মলিন জীর্ণ কটি মাত্র ঢাকে।
সকল শরীর শীর্ণ সদাকাল দুঃখে ॥
রাজারে বলেন আজি চিরকাল দেখা।
অবধান কর রায় এই আমি সখা ॥
এত শুনি নরপতি কটাক্ষেতে চায়।
নয়ন লোহিত বর্ণ কহে কম্পকায় ॥
কোথাকার দ্বিজ তুমি দরিদ্র ভিক্ষুক।
অজ্ঞান বাতুল কিম্বা হইবা দুর্ম্মুখ ॥
আমি মহারাজ হই পঞ্চাল ঈশ্বর।
কোনলাজে সখা বল সভার ভিতর ॥
ধনীর নন্দিনী সখা কভু না যুয়ায়।
সুর নরলোকে নাহি সখা হেন হয় ॥
কোথা হইয়াছে সখা নৃপতি ভিক্ষুকে।
সমানেহ সদা যার অতি সুখে ॥
উত্তম অধম সখ্যে নাহি হয় সুখ।
অধমে উত্তমে দ্বন্দ্ব সেইরূপ দুঃখ ॥
কোথা হৈতে আইলা তুমি দরিদ্র এস্থানে।
দেখেছি কি না দেখেছি নাহি পড়ে মনে ॥
এতেক শুনিয়া তার নিষ্ঠুর উত্তর।
অভিমানে দ্রোণের কম্পিত কলেবর ॥
সর্পবৎ শ্বাস বহে নেত্র দুটি শোণ।
মুহূর্ত্তেকে স্তব্ধ হৈয়া রহিলেন দ্রোণ ॥
পুনশ্চ না দেখিলেন রাজার বদন।
কারে কিছু না বলিয়া অমনি গমন।
তথা হৈতে যান দ্রোণ হস্তিনানগর।
দ্রোণে দেখি কৃপাচার্য্য হরিষ অন্তর ॥
দার পুত্র সহ দ্রোণ থাকেন তথায়।
হেননতে গুপ্তবেশে কত দিন যায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সিঞ্চিত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচিত ॥

হস্তিনায় দ্রোণাচার্য্যের আগমন।

এক দিন তথা যত কুরু পুত্রগণ।
নগর বাহিরে ক্রীড়া করে সর্ব্বজন ॥
এক গোটা লৌহ ভাঁটা ভূমিতে ফেলিয়া।
হাজে দণ্ড করি তথা যায় তাড়াইয়া ॥
হেন লৌহ ভাঁটা তবে দৈবনির্ব্বন্ধনে।
নিরুদক কূপ মধ্যে পড়িল তাড়নে ॥
কূপেতে পড়িল দেখি সকল কুমার।
তাহা তুলিবারে যত্ন করিল অপার ॥
অনেক উপায় করে না হয় বাহির।
হইল পরম ক্লেশ ঘামিল শরীর ॥
লজ্জিত হইল সবে মলিন বদন।
হেনকালে আইলেন দ্রোণ তপোধন ॥
শুক্ল কেশ শুভ্র বস্ত্র কান্ধেতে উত্তরী।
শ্যামল দেহের বর্ণ গতি মত্তকরী ॥
শিশুগণে দেখি দ্রোণ বিরস বদন।
জিজ্ঞাসেন মনো দুঃখ কিসের কারণ ॥
এতেক শুনিয়া বলে যতেক কুমার।
ধিক ক্ষত্রকুলে জন্ম আমা সবাকার ॥

ধিক প্রাণ ধিক ধনু ধিক অধ্যয়ন।
ভাট্টা উদ্ধারিতে শক্ত নহে কোন জন॥
হের দেখ জলহীন কূপের ভিতরে।
পড়িয়াছে লৌহ ভাঁটা পাই দেখিবারে॥
দ্রোণাচার্য্য শুনি তবে বলেন হাসিয়া।
কূপ হৈতে দেখ ভাঁটা দিব উদ্ধারিয়া॥
এই ঈষীকার তেজে করিব উদ্ধার।
ভোজ্য দিয়া ভুক্ত তবে করিবে আমার॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রোণাচার্য্যে বলেন বুঝিয়া সে কারণ॥
কূপ হৈতে ভাঁটা পার করিতে উদ্ধার।
কি দ্রব্য ভোজন তবে সকলি তোমার॥
কূপ চর্য্য সমেত ভুঞ্জহ নানা সুখ।
এত শুনি দ্বিজবর ভোজন কি দুঃখ।
দ্রোণ বলিলেন সবে থাক স্থিররূপে।
এইত অঙ্গুরী আমি ফেলি এইকূপে॥
অঙ্গুরী তুলিব আর উদ্ধারিব ভাঁটা।
এত বলি আনিলেন ঈষীকা কতটা॥
মন্ত্রপড়ি মারিলেন ঈষীকা একটা।
মন্ত্র তেজে সকল ভেটিল লৌহ ভাঁটা॥
পুনঃ২ তাথপর মারেন অপার।
ঈষীকার যুড়ি হৈল দীর্ঘ আকার॥
ঈষীকার মূল তবে দ্রোণ ধরি করে।
আকাশে তুলেন ভাঁটা উঠিল উপরে॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া এই হইল বিস্ময়।
তবে ধনুর্ব্বাণ লৈয়া দ্রোণ মহাশয়॥
মন্ত্রপড়ি অঙ্গুরী উপরে বাণাঘাতে।
শরসহ অঙ্গুরী উঠিল আসি হাতে।
দেখিয়া দুষ্কর কর্ম্ম সকল কুমার।
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবরে পরিহার॥
কোথা হৈতে আইলা দ্বিজ কোথায় নিবাস।
এথাকারে আইলা কেন করহ প্রকাশ॥
অদ্ভুত তোমার কর্ম্ম লোকে অনুপম।
কহ শুনি দ্বিজবর কি তোমার নাম॥
আজ্ঞাকর দ্বিজবর যেই লয় মন।
যেআজ্ঞা করিবা তাহা করিব এখন॥
দ্রোণ বলিলেন শুন আমার উত্তর।
মম সমাচার কহ ভীষ্মের গোচর॥
রূপ গুণ আমার কহিবা তাঁর স্থান।
আপনি জানিয়া ভীষ্ম করিবে সম্মান॥
এত শুনি শীঘ্রগতি যতেক কুমার।
পিতামহ অগ্রে কহে সব সমাচার॥
বৃদ্ধ এক দ্বিজবর শ্যামবর্ণ ধরে।
তাঁহার যতেক গুণ বিদিত সংসারে॥
নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার।
কহিলেন তোমার গোচর করিবার॥
এত শুনি গঙ্গাপুত্র ভাবিয়া হৃদয়।
জানিলেন এতাদৃশ অন্য কেহ নয়॥
দ্রোণাচার্য্য বিনা অন্য কেহ নাহি জানে
অ ইলেন দ্রোণ জানিলাম এ বিধানে॥
কুরুবংশযোগ্য গুরু মিলিল এখনি।
দ্রোণ অনুসারে ভীষ্ম চলিল আপনি॥
প্রণাম করেন দ্রোণে গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ দিয়া দ্রোণ দেন আলিঙ্গন॥
ভীষ্ম বলিলেন কহ আপন কল্যাণ।
বড় ভাগ্য কুরুকুলে দ্রোণ অধিষ্ঠান॥
এতেক শুনিয়া ভরদ্বাজের নন্দন।
লাগিলেন কহিতে আপন বিবরণ॥
তপোবনে থাকি বহু করি তপঃক্লেশ।
ফল মূলাহারী জটা বল্ক পরা বেশ॥
বংশ হেতু কত পিতৃ আজ্ঞা পায়ে।
গৌতমী কৃপেরভগ্নী করিলাম বিয়ে।
জন্মিল তাহার গর্ভে একটি নন্দন।
অশ্বত্থমা নাম দিল তারে দেবগণ॥
কত দিনে ক্রীড়া কাল পাইয়া কুমার।
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা করয়ে বিহার॥
আচম্বিতে এক দিন আইল ধাইয়া।
আমার অগ্রেতে কহে কান্দিয়া২॥
দধিদুগ্ধ পান করে সকল বালক।
সেইমত দুগ্ধ দেহ আমারে জনক॥
অনেক রোদন করি মাগিল নন্দন।
দুগ্ধ হেতু করিলাম বহু পর্য্যটন॥
গাভীর করণে ভ্রমিলাম বহুস্থান।
সত্যশীল কেহ না করিল গাভীদান॥
নাহি চাহিলাম কোন অমরের স্থান।
গভী না পাইয়া গৃহে করিলায় পয়ান।
পুররপি কান্দে শিশু দুগ্ধের কারণ।
দেখি হইলাম বড় ব্যাকুলিত মন॥
সহজে দরিদ্র আমি দুগ্ধ পাব কোথা॥
ক্রন্দন নিবৃত্ত করে তব তার মাতা।
পিটালি গুলিয়া জলে দুগ্ধ বলি দিল।
আনন্দিত হৈয়া শিশু তাহা পান কৈল॥
বালকের মধ্যে তবে উত্তরিল গিয়া।
বলিল যে আইলাম দুগ্ধ অন্ন খাইয়া।

সকল বালকগণ নৃত্য করে রঙ্গে।
অশ্বত্থামা নাচিতে লাগিল শিশুসঙ্গে॥
দুগ্ধপানে নাচে শিশু সবে বলবান।
অশ্বত্থামা নৃত্য করে নহিল সমান॥
শিশুগণ উপহাস তাহারে করিল।
পুনরপি আসি পুত্র আমারে কহিল॥
পুত্রের শুনিয়া কথা চিত্ত হৈল তাপ।
জননী শুনিয়া বহু করিল বিলাপ॥
ধিক২ আমারে অধিক ধিক দ্রোণে।
পৃথিবীতে গৃহবাসী ধিক ধন হীনে॥
ইহাতে আমার পূর্ব্বে হইল স্মরণ।
বালক কালেতে সবা প্রশত নন্দন॥
অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল তাহার সহিত।
পঞ্চালে গেলাম ভাবি পূর্ব্বের পিরীত॥
সখা বলি সম্ভাষা করিনু দ্রুপদেরে।
দেখিয়া অনেক নিন্দা করিল আমারে॥
কোথায় দরিদ্র তুমি আমি নৃপমণি।
তব সঙ্গে সখা কার আমি নাহি জানি॥
পুনঃ পুনঃ কত বলে নিষ্ঠুর বচন।
সেবক বলিল দেহ একটি ভোজন॥
এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া তাহার।
ক্ষণেক বিলম্ব তথা না করিয়া আর॥
ভেদিলেক মর্ম্ম মম তাহার বচনে।
এ প্রতিজ্ঞা করিলাম তথির কারণে॥
আইলাম প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ চিতে।
নিকটে করিব তাহা তোমার সম্মতে॥
সেই হেতু আইলাম হস্তিনানগর।
কি করিব প্রাতে তাহা কহ নরবর॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাগ্য বড়ই আমার।
অতএব এথায় করিনু অগ্রসার॥
এই যত জানহ কৌরব অধিকার।
রাজ্য অর্থ পরিবার সব আপনার॥
পৌত্রগণ সঁপিয়া দিলেন হাতে হাতে।
পাণ্ডব কৌরব পঞ্চেন্দ্রের শত সুতে॥
পৌত্রগণে সমর্পি তোমার বিদ্যমান।
কৃপা করি সবাকারে দেহ দিব্য জ্ঞান॥
এত বলি ভীষ্ম তবে পুঁজ বহুতর।
রহিবারে দিলেন যে রত্নময় ঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কুরু বালকদিগের দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষা।

দ্রোণ চার্য্য সব রাজকুমার লইয়া।
কহিবারে লাগিলেন একান্ত বসিয়া॥
অস্ত্রবিদ্যা সকলে করাব অধ্যয়ন।
শিক্ষা করি মম বাক্য করিবা পালন॥
আমার যে বাঞ্ছা আছে শুন সব শিষ্য।
সত্য কর তোমরা তা করিবে অবশ্য॥
দ্রোণের বচন শুনি যত শিষ্যগণ।
নিঃশব্দ হইল সবে না কহে বচন॥
অর্জ্জুন বলেন করি সত্য অঙ্গীকার।
করিব পালন হয় যে আজ্ঞা তোমার॥
অর্জ্জুন বচনে দ্রোণে হরিষ অন্তর।
আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল মস্তক উপর॥
একান্ত বলেন দ্রোণ করি অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কারে সদৃশ তোমার॥
তবে দ্রোণাচার্য্য সব লৈয়া শিষ্যগণ।
সর্ব্বথা করেন নানা অস্ত্র অধ্যয়ন॥
অস্ত্র শিক্ষা করে কুরু পাণ্ডব কুমার।
রাজ্যে রাজ্যে গেল গুরু দ্রোণ সমাচার॥
যত রাজপুত্রগণ শিক্ষার কারণ।
হস্তিনানগরে সবে করিল গমন॥
ঋষিবংশ যদুবংশে অম্বুভোজ আদি।
আর যত রাজগণ সাগর অবধি॥
কর্ণ মহাবীর অধিরথের নন্দন।
সদা দুর্য্যোধনের সে অনুগত জন॥
সেই অস্ত্র দ্রোণ স্থানে করে অধ্যয়ন।
হেনমতে বহু শিষ্য হইল ঘটন॥
শিক্ষা হেতু শিষ্যগণ থাকি নিরন্তর।
নিজপুত্র পড়াইতে নাহি অবসর॥
সবারে কহেন দ্রোণ কপট করিয়া।
গঙ্গাজল আন কমণ্ডলুতে ভরিয়া॥
কমণ্ডলু লয়ে যত রাজপুত্রগণ।
জল আনিবারে সবে করিল গমন॥
একান্তে পুত্রেরে দ্রোণ দেন শিক্ষাগুণ।
এ সব বৃত্তান্ত মাত্র জানেন অর্জ্জুন॥
বরুণ বাণেতে অস্ত্র ধনুকে সারিয়া।
কমণ্ডলু দিল লৈয়া জলেতে পুরিয়া॥
জল আনিবারে যায় যত শিষ্যগণ।
অশ্বত্থামা অর্জ্জুন করেন অধ্যয়ন॥
অহর্নিশি পার্থের নাহিক অবসর।
নাহি নিদ্রা শ্রম সদা হাতে ধনুঃশর॥

নিরবধি গুরুপদ করেন সেবন।
কৃতাঞ্জলি সদা স্তুতি বিনয় বচন॥
পার্থের বিনয় দেখি দ্রোণ বড় প্রীত।
বহু বিদ্যা অর্জ্জুনে দিলেন অপ্রমিত॥
তবে এক দিন তথা দ্রোণ গুরু স্থানে।
আইল নিষাদ এক শিক্ষার কারণে॥
হিরণ্য ধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম॥
যোড়হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন॥
দ্রোণ বলিলেন তুই হইস নীচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইব অখ্যাতি॥
অনেক বিনয়ে বলে নিষাদনন্দন।
তথাপি তাহারে না করান অধ্যয়ন॥
দ্রোণাচার্য্য মুখে যবে নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটা বল্ক পরিধান ফল মূলাহারী॥
মৃত্তিকার দ্রোণ এক করিয়া রচন।
নানা পুষ্প দিয়া তার করয়ে পুজন॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব্ব মন্ত্র অস্ত্র জ্ঞাত হৈল ধনুর্দ্ধর।
তবে কত দিনে তবে কৌরব নন্দন।
সেই বনে গেল সবে মৃগয়া কারণ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে।
সঙ্গেতে চলিল পরিবার ক্রমে ক্রমে॥
মৃগয়া নিপুণ শুনি লইলা সংকতি।
মহাবনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি॥
মৃগয়া করিছে যত রাজার কুমার।
হেনকালে এক পাণ্ডবের অনুচর॥
করিয়া কুকুর সঙ্গে যায় পাছে পাছে।
উত্তরিল যথায় নিষাদপুত্র আছে॥
মৃত্তিকা পুত্তলি আগে করিল যোড়কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর॥
শব্দ করে কুকুর দেখিয়া ব্রহ্মচারী।
চারিভিতে ভ্রমে তারে প্রদক্ষিণ করি॥
কুকুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
ক্রোধে কুকুরের মুখে মারে সপ্তবাণ॥
না মরিল কুকুর না হৈল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুকুরের রুধিলেক রা॥
কুকুর নিঃশব্দ হৈল মুখে সপ্তশর।
তৎক্ষণে গেল সব কুমার গোচর॥
কুকুরের মুখ শর আশ্চর্য্য দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্ময় হইয়া॥
এ হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি শুনি।
বহু শিক্ষা জানি হেন বিদ্যা নাহি জানি।
লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণ।
চল যাই দেখিব বিন্ধিল কোন জন॥
অনুচর লৈয়া গেল যথা ব্রহ্মচারী।
দেখিলা বসিয়া আছে ধনুঃশরধারী॥
জিজ্ঞাসিল তুমি হও কোন মহাজন।
কার স্থানে এ বিদ্যা করিলা অধ্যয়ন॥
ব্রহ্মচারি বলে মম একলব্য নাম।
অস্ত্র শিক্ষা করিলাম দ্রোণ গুরু স্থান॥
শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জ্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার॥
মৃগয়া সম্বরি তবে যত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণ স্থানে করিলেক সব নিবেদন॥
বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস বদন।
আমারে গোসাঞি কেন করিলা বঞ্চন॥
পূর্ব্বেতে আমার প্রতি ছিল অঙ্গীকার।
তব সম প্রিয় শিষ্য নাহিক আমার॥
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে।
এখন ছলনা প্রভু করিলে আমারে॥
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা শিক্ষাইলে নিষাদ কুমারে॥
অর্জ্জুনের বাক্যে দ্রোণ মানিয়া বিস্ময়।
ক্ষণেক নিস্তব্ধে চিন্তা করয়ে হৃদয়॥
অর্জ্জুনেরে বলেন সে আছে কোন স্থানে।
শীঘ্রগতি চল তথা যাব দুই জনে॥
দ্রোণ আর অর্জ্জুন করিলেন গমন।
দ্রোণে দেখি আস্তে ব্যস্তে নিষাদনন্দন॥
দূরে থাকি ভূমে লুটি প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি করিয়া অগ্রেতে দণ্ডাইল॥
নিষাদনন্দন বলে মধুর বচন।
আজ্ঞা কর গুরু হেথা কোন প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরু দক্ষিণা আমারে আজি দেও॥
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি আপনি আইলে এই দেশে॥
এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করহ বিচার।
সকল দ্রব্যেতে মম গুরু অধিকার॥
যে কিছু দেখিবা প্রভু সকলি তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার।

দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবা।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি দিবা॥
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল।
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব না করিল॥
তুষ্ট হইলেন দ্রোণ আর ধনঞ্জয়।
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদয়॥
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুই জন।
প্রশংসা করিয়া দেশে করিল গমন॥
তবে কত দিনে দ্রোণ বিদ্যা পরিক্ষিতে।
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষী রাখিল বৃক্ষেতে॥
একেং ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
আইসেন যুধিষ্ঠির অগ্রে সেইক্ষণে॥
ধনুঃশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠীর করে।
ভাসপক্ষী দেখাইয়া কহেন সত্বরে॥
ওই দেখ ভাসপক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ রাখ ধনুঃশর॥
যেক্ষণে আমার আজ্ঞা হইবে বাহির।
সেইক্ষণে কাটিবা উহার তুমি শির॥
এতশুনি ধনুঃশর যুড়ি যুধিষ্ঠীর।
ভাসপক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির॥
ডাকি বলিলেন দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোনং জনে তুমি পাণ্ড দেখিবারে॥
ধর্ম্ম বলেন ভাস দেখি আছে বৃক্ষোপর।
ভূমিতে তোমারে দেখি আর সহোদর॥
এত শুনি দ্রোণ তারে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড় ছাড় বলে ধনুঃ নিলেন কাড়িয়া॥
দুর্য্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর।
একেং সবারে দিলেন ধনুঃশর॥
যেই রূপে কহিলেন ধর্ম্মের নন্দনে।
সেইমত কহিল সকল ভ্রাতৃগণে॥
সবাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোণ বীর।
ধনু লৈয়া ঢেকা মারি করেন বাহির॥
ধনুঃশর দেন গুরু অর্জ্জুনের হাতে।
বৃক্ষে ভাস দেখিয়া যে কহেন অগ্রেতে॥
নির্গত হইবামাত্র মম মুখে বাণী।
নিঃশব্দ করিয়া বাপু পক্ষীরে যে হানি॥
গুরুবাক্যে তখন টানিয়া ধনুগুণ।
পক্ষী প্রতি দৃষ্টি করি রহেন অর্জ্জুন॥
কতক্ষণ থাকি দ্রোণ বলেন অর্জ্জুনে।
কোনং জন তুমি দেখহ নয়নে॥
অর্জ্জুন বলেন আমি অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষমধ্যে নরে দেখিবারে পাই পাখী॥

হৃষ্ট হইয়া দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন।
কি রূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ॥
অর্জ্জুন বলেন ভাসপক্ষী নাহি দেখি।
কেবল দেখি বেমূণ্ড সহ দুই আঁখি॥
দ্রোণ বলিলেন অস্ত্রে কাট পক্ষীশির।
বিস্ফুরিতে মাত্র বাক্য কাটে পার্থবীর॥
দ্রোণাচার্য্য নিরখিয়া হরষিত মন।
আলিঙ্গিয়া পুনঃং করেন চুম্বন॥
প্রশংসা করেন গুরু অর্জ্জুনে অপার।
দেখি চমৎকার হৈল সকল কুমার॥
তবে এক দিন দ্রোণ যান গঙ্গা স্নানে।
সঙ্গেতে করিয়া লইলেন শিষ্যগণে॥
জলে নামিলেন গুরু শিষ্যগণ তটে।
কুম্ভীর ধরিল তাঁরে দশন বিকটে॥
শক্তিসত্বে মুক্ত নাহি হইয়া আপনে।
ডাক দিয়া বলিলেন সব শিষ্যগণে॥
আমারে কুম্ভীরে ধরি লয়ে যায় জলে।
এই ডুবাইল রাখ আমারে সকলে॥
দ্রোণের বচনে সবে হৈল চমৎকার।
আস্তে ব্যস্তে লয়ে যায় অস্ত্র যে যাহার।
দ্রোণের মুখেতে তবে নাহি সরে বাণী।
অলক্ষিতে পঞ্চবাণ মারিল ফাল্গুনি॥
খণ্ডং হইল কুম্ভীর কলেবর।
মরিল কুম্ভীর ভাসে জলের উপর॥
জল হৈতে উঠি দ্রোণ ধরিয়া অর্জ্জুনে।
বারং করিলেন চুম্ব আলিঙ্গনে॥
তুষিয়া দিলেন অস্ত্র নাম ব্রহ্মশির।
অস্ত্র দিয়া বলিলেন দ্রোণ মহাবীর॥
এই অস্ত্র প্রহারিবা দেবতা রাক্ষসে।
কদাচিৎ অস্ত্র নাহি ছাড়িবা মানুষে॥
দেখিয়া গুরুর এত অর্জ্জুনে সম্মান।
ক্রোধে দুর্য্যোধন ভাবে মরণ সমান॥
হেনমতে দ্রোণাচার্য্য সব শিষ্যগণে।
নানা বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন যতনে॥
রথ আরোহণে দৃঢ় হয় যুধিষ্ঠীর।
গদায় কুশল দুর্য্যোধন ভীম বীর॥
পুরঙ্গে কুশল হৈল সহদেব কুম্ভ।
হেনমতে হইলেন সবে বিদ্যাবন্ত॥
ইন্দ্রের নন্দন ইন্দ্র সম গুণবান।
সকল বিদ্যায় পূর্ণ হইল ব্যাখ্যান॥
রথ গজ অশ্ব ভূমি সর্ব্বত্র অভ্যাস।
ধনু খড়্গ গদা আদি সর্ব্বত্র প্রকাশ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস করে শুনে পুণ্যবান॥

কুরুবালকগণের অস্ত্র পরীক্ষা।

সর্ব্ব শিষ্যগণ যবে হইল প্রখর।
দ্রোণ চলিলেন যথা অন্ধ নৃপবর॥
ভীষ্ম কৃপাচার্য্য আদি যত ক্ষত্রগণ।
সভাতে কহেন ভরদ্বাজের নন্দন॥
বিদ্যায় পারগ হৈল সকল কুমার।
সাক্ষাতে পরীক্ষা কর বিদ্যা সবাকার॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত মন।
বিদুরে ডাকিয়া আজ্ঞা করেন তখন॥
রঙ্গভূমি সজ্জাদি করহ শীঘ্রগতি।
যেই রূপ আচার্য্য কহেন মহামতি॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া বিদুর ততক্ষণে।
আদেশ করেন যত অনুচরগণে॥
সেই স্থানে প্রশস্ত চৌদিগেতে সোসর।
রঙ্গভূমি বিরচিল তাহার ভিতর॥
চতুর্দ্দিকে নির্ম্মাইল উচ্চ গৃহগণ।
নানা রত্ন গৃহে সব করিল মণ্ডন॥
রাজাগণ বসিবারে তথির উপর।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা খুইল বিস্তর॥
রাজনারীগণ হেতু কৈল ভিন্ন স্থল।
জল হেতু মঞ্চ নির্ম্মাইল সুকোমল॥
হেন মতে রঙ্গভূমি করিয়া নির্ম্মাণ।
বিদুর জানাইলেন ধৃতরাষ্ট্র স্থান॥
শুভ দিন করিয়া চলিল সর্ব্বজন।
কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার নন্দন॥
বাহ্লীক চলিল সহ পাত্র সোমদত্ত।
আর যত রাজগণ আইল শত শত॥
গান্ধারী সুবলসুতা কুন্তী আদি করি।
আইল সকল যত অন্তঃপুর নারী॥
রথ গজ অশ্ব পৃষ্ঠে মঞ্চের উপরে।
লক্ষপুর করিয়া রহিল দেখিবারে॥
নানা বাদ্য বাজে শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
প্রলয় কালেতে যেন সিন্ধুর কল্লোলি॥
আইলেন তখন আচার্য্য মহাশয়।
তারা মধ্যে কৈল যেন চন্দ্রের উদয়॥
শুক্লবাস শুক্লকেশ শুক্লপুষ্প মালে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত শুক্ল মলয়জ তালে॥
পুত্র সহ গুরু দাণ্ডাইয়া সভা মাঝে।
কহিলেন আসিবারে পাণ্ডুর অঙ্গজে॥
সভাতে প্রবেশ করিলেন যুধিষ্ঠির।
বিকচ পঙ্কজ মুখ নির্ম্মল শরীর॥
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ সন্ধি দিব্য শর।
মহাশব্দে প্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর॥
এক অস্ত্র বহু অস্ত্র করেন সৃজন।
বায়ব্য অনল আদি বহু অস্ত্রগণ॥
ধন্য ধন্য করি সবে করিল বাখান।
সবে বলে কেহ নাহি ইহার সমান॥
নিবর্ত্তিয়া যুধিষ্ঠীরে তপোধন দ্রোণ।
আজ্ঞা করিলেন আইস ভীম দুর্য্যোধন॥
গদা হাতে করিয়া আইল দুই বীর।
মল্লবেশ রঙ্গমাটি ভূষিত শরীর॥
মাথায় মুকুট পরিধান বীরধড়া।
দুই ভিতে দোঁহে যেন পর্ব্বতের চূড়া॥
গদা হাতে করি দোঁহে করিয়া মণ্ডলি॥
দোঁহার হুঙ্কার শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
দুই মত্ত গজ যেন শুণ্ডে জড়াজড়ি।
চরণে চরণে মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি॥
দোঁহার দেখিয়া কর্ম্ম লোকে ভয়ঙ্কর॥
অন্যে অন্যে কথা হয় সভার ভিতর।
কেহ বলে মহাবলী বীর বৃকোদর।
কেহ বলে ভীম হৈতে বলী কুরুবর॥
হেন মতে দুই পক্ষ হইল সভায়।
উঠিল প্রবল শব্দ কথায় কথায়॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবগণ মাতা।
তিনজনে বিদুর কহেন সব কথা॥
বুঝিয়া লোকের কর্ম্ম দ্রোণ মহাশয়।
আজ্ঞা করিলেন দোঁহে নিবৃত্ত যে হয়॥
মধ্যে গিয়া দাণ্ডাইল গুরুর নন্দন।
নিবৃত্ত হইল দোঁহে ভীম দুর্য্যোধন॥
আজ্ঞা করিলেন গুরু অর্জ্জুনে আনিতে।
আইলেন ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে।
নব জলধর প্রায় অঙ্গের বরণ।
পূর্ণ শশধর মুখ রাজীবলোচন॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত সভাজন।
কেহ বলে আইলেন কুন্তীর নন্দন॥
কেহ বলে পাণ্ডু পুত্র পাণ্ডব মধ্যম।
কেহ বলে কুরু শ্রেষ্ঠ রিপুগণ যম॥
বীর ধর্ম্মশীল সাধু সর্ব্বলোকে বলে।
ইহাসম বীর্য্যবন্ত নাহিক ভূতলে॥
এইমত কথা বার্ত্তা সকল সভাতে।
ধন্য ধন্য বলি শব্দ হৈল আচম্বিতে॥